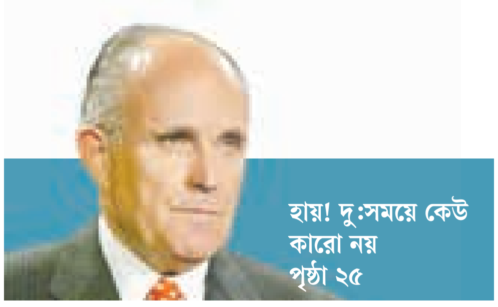
হায়! দু:সময়ে কেউ কারো নয়
পৃষ্ঠা ২৫

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
31 August 2023, Thursday, 7th Year, Issue 337, 40 Pages

পৃথিবীকে ভালোবেসেছিলেন যে মাইকেল পৃষ্ঠা ৩২

৩১ আগস্ট ২০২৩, ১৬ ভাদ্র ১৪৩০, ১৫ সফর ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার, বর্ষ ৭, সংখ্যা ৩৩৭, পৃষ্ঠা: ৪০

নিউইয়র্কে আযান

নিউইয়র্কের মসজিদে প্রতি শুক্রবারে জুম্মার নামাজের আগে এবং রমযান মাসে মাগরিবের সময়ে আযান দেয়া যাবে। সিটি হলে মেয়র এরিক অ্যাডামস মুসলিম কমিউনিটিকে এ কথা জানালেন। ২৮ আগস্ট মঙ্গলবার মেয়রকে পাশে রেখে আযান দিলেন ব্রুকলিন মুসলিম কমিউনিটি সেন্টারের ইমাম আব্দুল্লাহ সালেম। আযানের ইংরেজী তর্জমাও উপস্থাপন করা হয়। ছবি : সৈয়দ মাসুদুল কবির

প্রধানমন্ত্রীকে খোলা চিঠি

ড. ইউনুসের বিরুদ্ধে করা মামলায় বিশ্বের নেতৃস্থানীয় দেড় শতাধিক ব্যক্তির উদ্বেগ

ঢাকা ডেস্ক

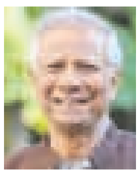

ড. মুহাম্মদ ইউনূস

২৮ আগস্ট সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোভিত্তিক জনসংযোগ প্রতিষ্ঠান সিজিয়ন পিআর নিউজওয়্যার তাদের ওয়েবসাইটে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়া খোলা চিঠি প্রকাশ করেছে। ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে শ্রম আইন লঙ্ঘন ও দুর্নীতির মামলা নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে খোলা চিঠিটি পাঠিয়েছেন শতাধিক নোবেল বিজয়ীসহ বিশ্বে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্বস্থানীয় দেড় শতাধিক ব্যক্তি। চিঠিদাতাদের মধ্যে বারাক ওবামা, শিরিন এবাদি, আল গোর, তাওয়াক্কুল কারমান, নাদিয়া মুরাদ, মারিয়া রেসা, হুয়ান ম্যানুয়েল সান্তোসসহ ১৪ জন শান্তিতে নোবেল বিজয়ী রয়েছেন। ওরহান পামুক, জে এম কোয়েটজিসহ ৪ জন সাহিত্যে

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

একটা পদলেহনকারী সরকার চায় কেউ কেউ

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে গতকাল বুধবার আয়োজিত এক আলোচনা সভায় এ কথা বলেন শেখ হাসিনা।

ঢাকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ইঙ্গিত করে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আসলে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে কেউ কেউ চায়, এখানে এমন একটা সরকার আসুক, যারা তাদের পদলেহন করবে। বড় দেশ মোড়লিপানা সব জায়গায় করে থাকে। এরা যাদের বন্ধু হয়, তাদের আর শত্রু লাগে না।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে গতকাল বুধবার আয়োজিত এক আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন শেখ হাসিনা। ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ আওয়ামী লীগের যৌথ উদ্যোগে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহের দিকে ইঙ্গিত করে শেখ হাসিনা বলেন, ইউক্রেনের বন্ধু হয়েছিল, আজকে ইউক্রেনের অবস্থাটা কী দাঁড়িয়েছে? সেখানকার মেয়েরা, বাচ্চারা আজ কী কষ্ট পাচ্ছে? এমনই বন্ধুত্ব যে সেই বন্ধুত্বের কারণে তাদের দেশও শেষ। সেখানকার নারী-শিশুরা মানবেতর জীবন

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

সৌদিতে বাংলাদেশি নারী গৃহকর্মীদের আর্তনাদ!

শ্রমবাজার

বাংলাদেশে রেমিটেন্সের বড় অংশ সৌদি থেকে আসলেও সেখানে শ্রমিকদের মানবেতর জীবন নিয়ে নানা প্রশ্ন রয়েছে।

ইব্রাহীম চৌধুরী

- সৌদিআরবে প্রায় সাড়ে চার লাখ বাংলাদেশি নারী গৃহকর্মী রয়েছে।
- এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী পাচার এবং গৃহকর্তার নিপীড়নের কথা প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।

বাংলাদেশের নারীরা সৌদি আরবে প্রতিদিন নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। 'পবিত্র ভূমি' নামে পরিচিত দেশটিতে চার লাখের বেশী বাংলাদেশি নারী কাজ করেন। এসব নারীদের সবাই দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী থেকে আসা। গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করা এসব নারীরা ব্যক্তিগত গৃহস্থালিতে কাজ করেন। অতিরিক্ত কাজ, নির্যাতন, নিপীড়নের সাথে ধর্ষিত হচ্ছেন অনেকেই। সৌদি সমাজের অবরুদ্ধ বাস্তবতায় এসব অসহায় নারীদের কোথাও সাহায্য চাওয়ার কোন উপায় নেই।

সংবাদমাধ্যমগুলোর রিপোর্ট অনুযায়ী গত চার বছরে সৌদি আরবে ৬৬ জন বাংলাদেশি নারীর মৃত্যু ঘটেছে। এরমধ্যে ৫২ জন আত্মহত্যা করেছেন। প্রকাশিত এ রিপোর্টের বাইরে নির্যাতন ও পীড়নের সঠিক কোন হিসেব কারও কাছে নেই। সৌদি আরবে অবস্থানরত বাংলাদেশ দূতাবাসেরও তেমন কিছু করার নেই। গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করা বিপন্ন নারীরা সাহায্যের জন্য দূতাবাস বা কনস্যুলেট অফিসে পৌঁছা বা যোগাযোগ করারই কোন সুযোগ থাকে না।

সরেজমিনে এ প্রতিবেদকের কথা হয় তানিয়া নামের একজন গৃহকর্মীর। মাত্র ১৭ বছর বয়সে তাঁকে মাসে ৮০০ সৌদি রিয়াল বেতনে চাকুরীর জন্য নিয়ে যাওয়া হয় সৌদি আরবে। হবিগঞ্জের চুনারুঘাট এলাকার এক শ্রমজীবি পরিবারের নবম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ুয়া তানিয়া উন্নত জীবনের আশায় সৌদি আরবে কর্মযাত্রা করেন। তাঁর কর্মপ্রত্যাশা দ্রুতই ফিকে হয়েছে। অবরুদ্ধ সৌদি পরিবারের কর্তা তাঁর দেশীয় স্ত্রীকেই নির্যাতন করেন নিয়মিত। গৃহকর্মীর সামনেই গরম চা ঢেলে নির্যাতন করে স্ত্রীকে। নির্দিষ্ট কোন কর্মঘন্টা ছাড়াই তানিয়াকে কাজ করতে হয়। একপর্যায়ে গৃহকর্তার খারাপ নজর পড়ে তানিয়ার উপর। তানিয়া জানান, নিরুপায় হয়ে তিনি গৃহস্বামীর স্ত্রীকে বলার পরও কোন কাজ হয়নি। সৌদি লোকটির স্ত্রী, পরিস্থিতি মানিয়ে নেয়ার জন্য বলেন। সৌদি সমাজে নারীদের এভাবেই পুরুষরা দেখে থাকে এবং ব্যবহার করে তানিয়াও জানান।

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৫

অতীতের সকল রেকর্ড ভাঙবে এবারের ডালাসের ফোবানা

ইমা এলিস

যুক্তরাষ্ট্রে ফোবানা সম্মেলনের সকল রেকর্ড ভাঙার প্রস্তুতি নিচ্ছেন ৩৭তম ফোবানা সম্মেলনের আয়োজক ডালাসের বাংলাদেশ অ্যাসোশিয়েশন অব নর্থ টেক্সাস (বান্ট)। উত্তর আমেরিকার প্রবাসীদের বাঙালিদের মিলনমেলাখ্যাত ফেডারেশন অব বাংলাদেশি অ্যাসোশিয়েশন্স ইন নর্থ আমেরিকা (ফোবানা) সম্মেলনে এবারে অংশ নিচ্ছেন প্রবাসের ৬২টি সংগঠন। এসব সংগঠনের শিল্পী ও কলাকুশলীরা নানা ধরনের বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রবাসীদের দেবেন অনাবিল আনন্দ। এ কারণেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রবাসীরা দলে দলে ছুটছেন টেক্সাসের ডলাসে।

আগামী ১ সেপ্টেম্বর শুক্রবার থেকে ডালাস শহরের প্রাণকেন্দ্রে ইরভিং কনভেনশন সেন্টারে শুরু হচ্ছে ৩৭ তম ফোবানা সম্মেলন। বাংলাদেশ অ্যাসোশিয়েশন অব নর্থ টেক্সাস (বান্ট) এবারের ১-৩ সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য ফোবানা সম্মেলনের আয়োজক সংগঠক।

উত্তর আমেরিকার বাঙালিদের মহামিলনোৎসব ও এবারের সম্মেলনে তরুণ প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরার সবচেয়ে বড় আয়োজন এটি।

বান্টের কর্মকর্তারা অপেক্ষায় রয়েছেন সবাইকে সাথে নিয়ে আনন্দ-উৎসবে মেতে ওঠার জন্য এবং সবাইকে একটি অনন্য ও ঐতিহাসিক সম্মেলন উপহার দেয়ার জন্য।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে ডালাস ফোবানা সম্মেলনের আহবায়ক হাসমত মোবিন জানান, সম্মেলনের স্বাগতিক সংগঠন ‘বাংলাদেশ অ্যাসোশিয়েশন অব নর্থ টেক্সাস (বান্ট)’ পূর্ণোদ্যমে এগিয়ে যাচ্ছে তাদের প্রস্তুতি নিয়ে। পরিকল্পনা অনুযায়ী সমস্ত আয়োজন এবং প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। অপেক্ষা শুধু প্রবাসীদের অংশগ্রহণে একটি মহা সম্মেলনের সাফল্যে অংশীদার হওয়ার।

ফোবানা সংশ্লিষ্টরা জানান,

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

কোন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রথম মাগশট

উত্তর আমেরিকা অফিস

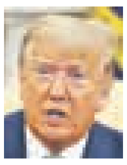

ডোনাল্ড ট্রাম্প

নির্বাচনের ফলাফল বদলে দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগে দায়ের করা মামলায় আত্মসমর্পণ করেছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আত্মসমর্পণের পর তাঁকে স্বল্প সময়ের জন্য গ্রেফতার দেখানো হয়। অপরাধ আইনে গ্রেফতার হলে অন্যান্য সাধারণ অপরাধীর মতো তাঁর মাগশট নেয়া হয়। প্রায় ২০ মিনিট পর জামিনের অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা সেরে কারাগার থেকে বের হয়ে আসেন তিনি।

২৪ আগস্ট বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের রাজধানী আটলান্টার ফুলটন কাউন্টি কারাগারে আত্মসমর্পণ করেন ট্রাম্প। সে সময় পুলিশ ডোনাল্ড ট্রাম্পের মাগশট (মুখচ্ছবি) ও আঙুলের ছাপ নেয়। পরে ২ লাখ ডলারের মুচলেকা দিয়ে কারাগার থেকে বের হন তিনি।

ফুলটন কাউন্টি কারা কর্তৃপক্ষ ডোনাল্ড ট্রাম্পের মাগশট নেওয়ার পাশাপাশি তাঁর উচ্চতা, ওজন এবং

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

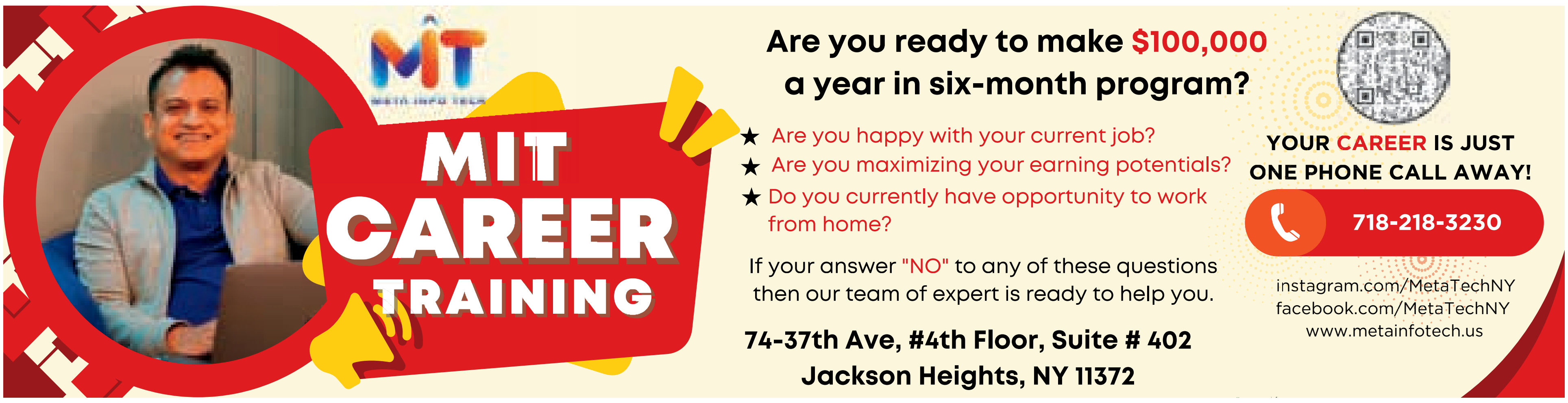

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস (পিকআপ এন্ড ড্রপস)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যায়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

পিকআপ এবং ড্রপস করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে কারাবন্দী খাদিজার মুক্তি চেয়েছে অ্যামনেস্টি

ঢাকা ডেস্ক

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে বিচার ছাড়া কারাবন্দি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী খাদিজাতুল কুবরা। কারাবন্দী খাদিজার অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি চেয়েছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। বিচার ছাড়া কারাবন্দী রাখার এক বছর পূর্তিতে এ দাবি জানিয়েছেন অ্যামনেস্টির দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক অন্তর্বর্তীকালীন উপ-আঞ্চলিক পরিচালক নাদিয়া রহমান।

২৮ আগস্ট সোমবার অ্যামনেস্টির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে নাদিয়া রহমান বলেন, খাদিজাকে এক বছর ধরে কারাবন্দী করা এবং বারবার জামিন না দেয়া বাংলাদেশের মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের পরিহাস ও সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে হবে, ডিগ্রির জন্য পড়াশোনা করতে হবে এবং নিজ ভাগ্য নির্ধারণের জন্য কঠোর আইনের অধীনে তাকে কারাগারে রাখা উচিৎ নয়।

সমালোচনামূলক কথার জন্য তাকে নির্বিচারে আটক করা হয়েছে বলেও প্রতিবেদনটিতে উল্লেখ করা হয়। প্রতিবেদনটিতে বলা হয়, সরকারের কঠোর ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিলের সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ মানবাধিকারকে ক্ষুণ্ণ করতে এবং সমালোচক ও অ্যাক্টিভিস্টদের নিপীড়ন করতে আইনটি ব্যবহার করে চলেছে।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে, খাদিজাসহ যারা নির্বিচারে বাংলাদেশে আটক আছেন, তাদের সবাইকে অবিলম্বে ও নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে। এছাড়া খাদিজার মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত তাকে নিয়মিত পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা দিতে হবে এবং তাকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন অবস্থায় রাখা উচিৎ।'

প্রতিবেদনে মানবাধিকার সংগঠনটি বলছে, খাদিজাতুল কুবরা ঢাকার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ১৭ বছর বয়সী ছাত্রী ছিলেন। তিনি ২০২০ সালে নভেম্বরে 'হিউম্যানিটি ফর বাংলাদেশ' নামে একটি সোশ্যাল মিডিয়া পেইজে ক্যাম্পাসের রাজনীতি নিয়ে একটি ওয়েবিনারের আয়োজন করেছিলেন। প্রায় দুই বছর পর ২০২২ সালে ২৭ আগস্ট খাদিজাকে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অধীনে গ্রেপ্তার করা হয় এবং পরদিন তাকে ঢাকার কাশিমপুর কারাগারে পাঠানো হয় হয়।

পুলিশ কর্মকর্তারা ইউটিউবে আপলোড করা ওয়েবিনারের একটি রেকর্ডিং দেখেছিলেন, যা একজন অতিথি বক্তা আপলোড করেছিলেন। পূর্বে কানাডায় অবস্থানরত একজন বাংলাদেশি সেনা কর্মকর্তা সরকারের সমালোচনামূলক মন্তব্য করেছিলেন বলে মনে করা হয়। এর প্রেক্ষিতে 'আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটানোর চেষ্টা' এবং প্রধানমন্ত্রীকে 'মানহানি' করার অভিযোগে ডিএসএ'র অধীনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

অ্যামনেস্টির প্রতিবেদনে বলা হয়, খাদিজার জামিনের আবেদন বেশ কয়েকবার প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। কিডনি সমস্যাসহ চিকিৎসাজনিত সমস্যা দেখা দেওয়া সত্ত্বেও পরিবার এবং গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে- খাদিজাকে চলতি বছরের শুরুতে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের জন্য সংরক্ষিত একটি সেলে স্থানান্তর করা হয়েছিল। ২০২৩ সালের ১০ জুলাই সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ তার জামিন শুনানি চার মাসের জন্য স্থগিত করেন। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল খাদিজার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে সমর্থন জোগাড় করতে এবং তার অবিলম্বে ও নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে জরুরি পদক্ষেপ নিয়েছে।

নির্বাচনকালীন নির্দলীয় সরকারসহ ৬ প্রস্তাব কামাল হোসেনের

ঢাকা অফিস

ড. কামাল হোসেন

দেশের সব সমস্যা ছাপিয়ে বর্তমানে জাতির জন্য গণতন্ত্রহীনতা সবচেয়ে বড় সংকট হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন গণফোরামের সভাপতি ড. কামাল হোসেন। এই সংকট থেকে উত্তরণে সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে নির্বাচনকালীন নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার গঠনসহ ছয়টি প্রস্তাব দিয়েছেন গণফোরামের সভাপতি।

মঙ্গলবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে গণফোরামের ৩০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনাসভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব প্রস্তাব তুলে ধরেন।

প্রস্তাব তুলে ধরে কামাল হোসেন বলেন, 'একটি অবাধ, সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের লক্ষ্যে সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে নির্বাচনকালীন নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার গঠন করতে হবে। গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করতে হবে। ব্যক্তি, সংবাদপত্র, ইলেকট্রনিক মিডিয়া, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও সব রাজনৈতিক দলের সভা-সমাবেশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে এবং তাদের নিরপেক্ষ ভূমিকায় বাধা দেওয়া যাবে না।'

কামাল হোসেন আরও বলেন, 'নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করতে নির্বাচনকালীন সরকার বাধ্য থাকবে। বিরোধী দলগুলোর নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে।'

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক করার স্বার্থে অবিলম্বে সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপে বসার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে কামাল হোসেন বলেন, 'সংবিধানে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রের মালিক জনগণ। জনগণ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে তার ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সরকার গঠন করতে চায়।

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট্য

WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

NYS
Department of
Health CDPAP

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

www.lovetocarehc.com

SHOWTIME MUSIC PRESENTS
ADULT $50 CHILD $30
INCLUDING BUFFET LUNCH & SOFT DRINKS
ROKSANA MIRZA
TINA
DR KAMRUL
SHAH MAHBUB
FOR MORE INFORMATION 646 546 6038
BOAT
PARTY
GUEST OF HONOR
GAZI LITON
Chairman
Mothers BD Pvt Ltd
Md ABDUR DILIP
CEO,
DIPLOMAT GROUP
FASHION INC, USA.
3 SEPT SUNDAY
11 AM . 4 PM
SKYLINE PRINCESS
1 WORLD'S FAIR MARINA
FLUSHING, NY 11368.
GUEST OF HONOR
MOHAMMED BACHU
ADVISER
GAZIPUR ZILA SHOMITI
GIASH MAJUMDAR
CEO
BOLAKA STAFFING
CONVENOR - ENGR MOHAMMED ABDUL KHALEK 917 667 7324
CHIEF COORDINATOR - ALAMGIR KHAN ALAM 646 546 6038
MEMBER SECRETARY - BADOL MIRZA 347 458-7105

প্রবাসে শিল্প, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হোক
আমাদের নতুন কিছু করার প্রত্যয়
৫ম
সম্মেলন
SEP.9TH & 10TH
3PM-12AM
রকমারী স্টল
ট্যালেন্ট শো
ফ্যাশন শো
সেমিনার
কাব্য জলসা
মেগা কনসার্ট
LAGUARDIA
AIRPORT MARRIOT
102-05 DITMARS BLVD
QUEENS, NY 11369
FREE ENTRY
দুই
দিনব্যাপী
বাংলাদেশ
সম্মেলন
BANGLADESH
CONVENTION
আজই স্টল এর জন্য যোগাযোগ করুন
646 546 6038
NAFIUL ISLAM
PANNA
CONVENOR
NURUL
AZIM
CHAIRMAN
ALAMGIR KHAN
ALAM
MEMBER SECRETARY

সম্পাদকীয়

বন্যার উচ্চ ঝুঁকিতে বাংলাদেশের ৬০ শতাংশ মানুষ, প্রয়োজন উদ্যোগ

বাংলাদেশ দুর্যোগপ্রবণ দেশ। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন- ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, খরা, বন্যা, নদীভাঙন এ দেশের নিত্যসঙ্গী। এছাড়া বিশ্বজুড়ে জলবায়ুর যে পরিবর্তন ঘটছে, তার প্রভাব বাংলাদেশে প্রতিনিয়তই দৃশ্যমান। জলবায়ুর পরিবর্তন স্পষ্টতই মানুষের জীবন ও জীবিকার ওপর প্রভাব ফেলছে। অন্যদিকে, বিশ্বের বৃহত্তম নদী ভিত্তিক ব-দ্বীপ বেঙ্গল ডেল্টায় অবস্থানের ফলে বাংলাদেশে বন্যার প্রবণতাও বেশি। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদ দিন দিন তীব্রতর হচ্ছে। এতে আর্থিক খরচসহ মানবসম্পদের ক্ষতির আশঙ্কাও বাড়ছে। এমতাবস্থায় সম্প্রতি যখন এটা সামনে আসছে যে, দেশের ৬০ শতাংশ মানুষ বন্যার উচ্চ ঝুঁকিতে- তখন পরিস্থিতি আমলে নিয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ অপরিহার্য বলেই প্রতীয়মান হয়। বন্যা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের দুটি গুরুতর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে থাকা বাংলাদেশ বিশ্বকে একটি অশনী সংকেত জানান দিচ্ছে।

২৩ আগস্ট বুধবার প্রকাশিত গ্রান্থাম রিসার্চ ইনস্টিটিউট অন ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড দ্য এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড সেন্টার ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ ইকোনমিক্সের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, বাংলাদেশের ৪৫% মানুষ নদীর পানি বেড়ে সৃষ্ট বন্যার ঝুঁকিতে রয়েছে। যা বিশ্বে সর্বোচ্চ।

এতে আরও বলা হয়, বর্তমানে বন্যায় প্রতি বছর গড়ে বাংলাদেশের স্থলভাগের ২০-২৫% এলাকা জলমগ্ন হয়। অন্যদিকে, চরম বন্যার কারণে দেশের ৫৫-৬০% এলাকা জলমগ্ন হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বন্যার ঝুঁকি আরও বেড়েছে। এতে আর্থিক খরচসহ মানবসম্পদের ক্ষতির সম্ভাবনাও বাড়ছে।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, অবস্থানগত কারণে এবং নিচু সমতল ভূমির জন্য বাংলাদেশে বন্যার প্রবণতা রয়েছে। অতিবৃষ্টির মতো জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বেশ কিছু কারণে বাংলাদেশে বন্যার ঝুঁকি আরও বাড়ছে।

গবেষকদের ধারণা, ক্রমাগত জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে উচ্চ নির্গমন পরিস্থিতিতে নদী প্রবাহের সর্বোচ্চ মাত্রা গড়ে ৩৬% বাড়তে পারে। কম-নির্গমন পরিস্থিতিতে ১৯৭১-২০০০ সালের তুলনায় ২০৭০-২০৯৯ সালের মধ্যে সেটি ১৬% বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সামগ্রিকভাবে ২০০০ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম। জলবায়ু পরিবর্তনের এই ক্ষতিকর প্রভাবের অধিকাংশই বন্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

> বন্যা প্রতিরোধের জন্য বন্যা মোকাবিলায় কার্যকরী পদক্ষেপ এবং আরও বেশি সাংগঠনিক অংশগ্রহণ জরুরী। সরকারী ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর (এনজিও) মধ্যে আরও ভাল সমন্বয়ের মাধ্যমে বন্যা ও দুর্যোগের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে উন্নতি করা যেতে পারে।

১৯৭১ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশে ৭৮টি বন্যায় ৪১,৭৮৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। ফসল ও সম্পত্তি বিনষ্ট হওয়ায় এ সময়ে মোট ১,২২০ কোটি ডলারের আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের ধারণা, শুধুমাত্র ২০১৪ সালেই বন্যার কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রায় ২২০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে, যা দেশের জিডিপির ১.৫% এর সমান। ধারণা করা হচ্ছে, গত বছর বন্যায় বাংলাদেশের ১০০ কোটি ডলারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে এবং ৭৩ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশ একটি লো-এমিটিং (কম নির্গমনকারী) দেশ। ২০২১ সালে পৃথিবীতে নির্গত গ্রিন হাউস গ্যাসের মাত্র ০.২৫% বাংলাদেশ থেকে নির্গত হয়েছে। তবে কৃষি এবং জ্বালানিখাত বেশিরভাগ দেশের গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমনের পেছনে দায়ী। এই দুই খাত থেকে যথাক্রমে ৪৪% ও ৩৯% গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গত হয়। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ থেকে বন্যার ঝুঁকি সবই নির্ভর করে বৈশ্বিক নির্গমন হারের ওপর। বিশেষ করে শিল্পোন্নত দেশগুলোর নির্গমন এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখে, বলা হয় প্রতিবেদনে।

বন্যা মোকাবিলার জন্য প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসেবে বিবেচনা করা হয় বাঁধ নির্মাণকে। মূলত বিভিন্ন জায়গার বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলোকে নিরাপদ রাখতেই এই কাঠামোগত ব্যবস্থার ওপর নজর দেওয়া হয়। কিন্তু বাঁধ নির্মাণ পুরোপুরি কার্যকর না হওয়ায় দেশের জনসংখ্যার একটি বড় অংশই বন্যার ঝুঁকিতে পড়ে। সাম্প্রতিক সময়ে নেওয়া সরকারি নীতিমালার কারণেও বন্যার ঝুঁকি অনেকাংশে বেড়েছে। বাংলাদেশে কার্যকর বন্যা ঝুঁকি প্রতিরোধী ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের পথে বাধা হিসেবে রয়েছে দুর্বলতা এবং স্থানীয় চাহিদা সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মতো স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে সক্ষমতার অভাব, প্রশাসনিক সমস্যা।

বন্যা প্রতিরোধের জন্য বন্যা মোকাবিলায় কার্যকরী পদক্ষেপ এবং আরও বেশি সাংগঠনিক অংশগ্রহণ জরুরী। সরকারী ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর (এনজিও) মধ্যে আরও ভাল সমন্বয়ের মাধ্যমে বন্যা ও দুর্যোগের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে উন্নতি করা যেতে পারে।

বন্যায় প্রতি বছর গড়ে বাংলাদেশের স্থলভাগের ২০-২৫% এলাকা জলমগ্ন হয়। অন্যদিকে, চরম বন্যার কারণে দেশের ৫৫-৬০% এলাকা জলমগ্ন হয়। আরও উদ্বেগের বিষয় হলো, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বন্যার এই ঝুঁকি আরও বেড়েছে। ঝুঁকিতে থাকা মানুষের সংখ্যার দিক থেকে নেদারল্যান্ড ছাড়া বাংলাদেশের চেয়ে আর কোনো দেশ এগিয়ে নেই। বাংলাদেশের ৪৫% মানুষ নদীর পানি বেড়ে সৃষ্ট বন্যার ঝুঁকিতে রয়েছে- যা বিশ্বে সর্বোচ্চ। জলবায়ু পরিবর্তনের এই ক্ষতিকর প্রভাবের অধিকাংশই বন্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। একদিকে বাংলাদেশ দুর্যোগপ্রবণ দেশ। অন্যদিকে, জলবায়ু পরিবর্তের কারণে ঝুঁকি বাড়ছে। সঙ্গত কারণেই পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং যে কোনো দুর্যোগ মোকাবিলায় সতর্ক থাকার পাশাপাশি যথাযথ প্রস্তুতি নিতে হবে। বন্যা মোকাবিলার জন্য প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসেবে বিবেচনা করা হয় বাঁধ নির্মাণকে। মূলত বিভিন্ন জায়গার বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলোকে নিরাপদ রাখতেই এই কাঠামোগত ব্যবস্থার ওপর নজর দেওয়া হয়। কিন্তু বাঁধ নির্মাণ পুরোপুরি কার্যকর না হওয়ায় দেশের জনসংখ্যার একটি বড় অংশই বন্যার ঝুঁকিতে পড়ে। তখন বাঁধ নির্মাণের বিষয়টি সামনে রেখে কার্যকর পদক্ষেপ নিশ্চিত করতে হবে।

সর্বোপরি আমরা বলতে চাই, বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ দেশ। প্রতি বছরই বন্যাসহ নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করতে হয়। ফলে মনে রাখা দরকার, প্রাকৃতিক দুর্যোগকে রোধ করার কোনো উপায় নেই, কিন্তু প্রস্তুতি ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিশ্চিত হলে ক্ষয়ক্ষতি অনেকটাই কমানো সম্ভব। যখন দেশে বন্যার উচ্চ ঝুঁকির বিষয়টি সামনে আসছে- তখন সার্বিক বিষয় আমলে নিতে হবে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় সব ধরনের প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে হবে।

একাত্তরের সাহসী মুখ

শাওন মাহমুদ

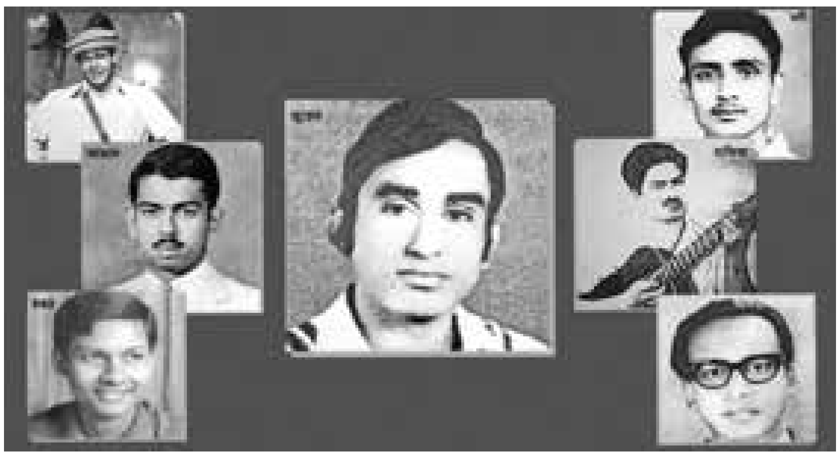

বাবার সঙ্গে হারিয়ে যাওয়া বাকি ছয়জনের সবার পরিবারের সঙ্গে আমার যোগাযোগ নেই। শহীদ হাফিজের ছোট বোন আর তাঁর ভাগনের সঙ্গে অল্প হলেও যোগাযোগটা রয়ে গেছে। ফুপির থেকে হাফিজের অনেক ছবি পেয়েছিলাম। শহীদ বকরের বড় ভাই মোজাফ্ফর মামা ক্যানসারে ভুগে মারা গেছেন। তাঁর থেকেই বকরের একমাত্র ছবিটা পাওয়া। জরাজীর্ণ ছবিটাকে ঠিক করে দিয়েছিলেন শিল্পী অসীম। তবে ওনার স্ত্রী সামিনা মামির সঙ্গে যোগাযোগ আছে। শহীদ জুয়েল, বদী ও আজাদের পরিবারের কারও সঙ্গে কোনো দিনও যোগাযোগ হয়নি বিধায় কাউকে চেনা হয়ে ওঠেনি।

শহীদ রুমীর ছোট ভাই জামী, তাঁর সঙ্গে সব সময়ের যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ শেষে বাবা এবং রুমীকে একসঙ্গে খুঁজতে গিয়ে মায়ের সঙ্গে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের এক প্রগাঢ় বন্ধন তৈরি হয়েছিল। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে পারিবারিক স্বজন হয়ে উঠেছিল দুটো পরিবার।

নাখালপাড়া এমপি হোস্টেল থেকে শুরু হয়েছিল খোঁজাখুঁজি। যেহেতু বাবাদের নিখোঁজের সময়টা আগস্টের শেষে ছিল, ডিসেম্বরে টর্চার সেলগুলোতে তেমন কিছুই পাওয়া যায়নি। ঢাকার গেরিলারা আগস্টে ধরা পড়ার পরবর্তী সময়ে হয়তো পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আর কোনো কার্যক্রম নাখালপাড়ার সেই টর্চার সেলগুলোতে ছিল না। যে কারণে ডিসেম্বর আসতে আসতে জায়গাটাতে তাদের তাণ্ডবের কোনো চিহ্নই তেমন পাওয়া যায়নি। তারপরও তন্ন তন্ন করে মা আর জানু নানু কোনো একটি চিহ্ন খুঁজে বেড়িয়েছেন সেখানে। কিন্তু তাঁরা প্রিয় মানুষের এক টুকরো কাপড় বা এক পাটি স্যান্ডেলের মতো সামান্য জিনিসও খুঁজে পাননি।

১৬ ডিসেম্বর দেশ বিজয়ের খবর আসার পরপরই সঙ্গে আরও অনেক খবর আসছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে করুণ খবরটা ছিল, রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে বুদ্ধিজীবীদের লাশের স্তূপ পাওয়া গেছে। ছুটে গিয়েছিলেন তাঁরা, শত শত শহীদের স্বজনের ভিড় ঠেলে আলতাফ আর রুমীকে খুঁজে পাওয়ার জন্য। সেই দিনটির কথা মাকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম,

'কী দেখতে পেলে তুমি বাবাকে চিনতে?'

'তোমার বাবার হাতের নীলা আংটিটা। ঝাঁকড়া চুলের দীর্ঘদেহী আলতুকে চেনা যায় বহু দূর থেকে।'

'গন্ধ লাগেনি নাকে?'

'না তো! কোনো খারাপ গন্ধ পাইনি সেখানে। কোনো দুর্গন্ধ ছিল না। যাঁরা নিজের ভালোবাসার মানুষকে মৃত, অর্ধগলিত দেহেও খুঁজে পাচ্ছিলেন, তাঁদের দেখে আরও মন খারাপ হয়েছিল। কারণ আমি তো আলতুর কোনো কিছুই খুঁজে পাচ্ছিলাম না।'

এরপর আর আমার প্রশ্ন করা হয় না। নিজে থেকেই বলেছিলেন, 'কোথায় কোথায় যাইনি আমরা আলতু আর রুমীকে খুঁজতে! নাখালপাড়া এমপি হোস্টেলে কিছু না পেয়ে মেজর হায়দারকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকা সেনানিবাসে চলে গিয়েছিলাম। সেখানকার সব কয়টা হাসপাতালের বেড আর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীরা যে বাঙ্কারগুলো ফেলে গিয়েছিল, তার প্রতিটা কোনা ধরে খুঁজেছি। কিচ্ছু পাইনি, কোনো চিহ্ন না। ঢাকা শহরের এপার থেকে ওপারে যত হাসপাতাল, কেন্দ্রীয় জেলখানা, পুলিশের থানাগুলো, একটাও বাকি রাখিনি।'

বাহাত্তরের ২০ জানুয়ারি বাড়িতে জহির রায়হান এসেছিলেন। মাকে কথা দিয়ে গিয়েছিলেন যে ভাই, অর্থাৎ শহীদুল্লা কায়সারের খোঁজ পেয়েছেন, সঙ্গে আলতাফ ভাইয়েরও খোঁজ নিয়ে আসবেন। জানুয়ারির ৩০ তারিখে জহির রায়হানও নিখোঁজ হন। আমাদের শেষ ভরসা, ফিরে আসেননি আর এই স্বাধীন বাংলাদেশে। তবুও আমাদের অপেক্ষা কখনো শেষ হয়নি, শেষ হবেও না আর কখনো।

আগস্টের শেষের দিন আর রাতগুলো কেমন লাগে তা লিখে বোঝানো কঠিন। মনে হতে থাকে, এই বুঝি পুরো বাড়ি ঘিরে রেখেছে জলপাইরঙা জিপের আর্মিরা, ভোরেই হয়তো দরজা ভেঙে বাড়িতে ঢুকবে। যখন দিনের বেলা খেতে বসি, তখন গলা দিয়ে কিছু নামতে চায় না। জেনেছিলাম টর্চার চেম্বারে তাঁদের কিছু খেতে দিত না। জল চাইলে প্রস্রাব করত মুখে। রুটি খেয়ে শুকনো কিনারগুলো ছুড়ে দিত তাঁদের কাছে। রাতে রমনায় নিয়ে এলে রুটি আর ডাল দিত, কখনো সবজি। অত্যাচারে নুয়ে যাওয়া গেরিলারা জ্বরের ঘোরে খেতে পারতেন কি না, জানি না।

বাবা ৩১ তারিখ রাতে শেষ ভাত খেয়েছিলেন, ডাল আর পেঁপে ভাজির সঙ্গে, কাঁচা মরিচ দিয়ে। সেদিন তাঁর শেষ জবানবন্দি দিয়ে এসেছিলেন তিনি। আর কোনো উপলক্ষ ছাড়াই রমনায় সে রাতে কয়েদিদের ভাত খেতে দেওয়া হয়েছিল। বাবা জেনে গিয়েছিলেন, আগামীকাল হয়তো আর ভোর দেখা হবে না, বাড়ি ফেরা হবে না। ভাতপ্রিয় বাবা জীবনের শেষ ভাতটা প্রচণ্ড জ্বরের ঘোরে খেয়ে নিয়েছিলেন।

২৯, ৩০, ৩১ আগস্ট বিভীষিকাময় কালো আঁধারে ঘেরা দিন। মনে হয় এত নির্মমভাবে হত্যা করার চেয়ে বাবাকে গুলি করে একবারে মেরে ফেললে, তাঁর জন্য সহজ হতো। অত্যাচারে জর্জরিত তপ্ত ভাঙাচোরা দেহের আর কিছুই তেমন ঠিক ছিল না, তাঁদের কারোরই। কেউ কখনো জানল না সেই সাতজনের শেষ গন্তব্য কেমন ছিল, কোথায় ছিল! একবার অনেক আগে শুনেছিলাম পুড়িয়ে মারা হয়েছে তাঁদের। সত্যি বলতে, মাটি খুঁড়ে কেউ কখনো খুঁজতে যায়নি ড্রাম ফ্যাক্টরি টর্চার সেলের আশপাশে। যেই সব জীবিত গেরিলা যোদ্ধা, যাঁদের নাম বুকে নিয়ে বাবা নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁরাও কখনো জানতে চাননি এই সাতজনের শেষ মুহূর্ত কেমন কেটেছিল! পরিবারগুলো কেমন আছে, কোথায় আছে!

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের আগস্ট মাসের শেষে এসে এই নিখোঁজ হওয়া সাতজনের জন্য আমি একা রয়ে গেছি, তাঁদের কন্যা হয়ে। সাতজনই সমানভাবে আমার একাত্তরের স্বজন, আমার নিজস্ব বীরশ্রেষ্ঠ। আমাদের কথা মনে রেখো বাংলাদেশে। ভালোবেসো রক্তঋণে আমাদের জয়ী করে স্বাধীন দেশে রেখে যাওয়া, সেই সাহসী মুখগুলোকে।

লেখক: শহীদ আলতাফ মাহমুদের কন্যা

আমাদের নিত্যসঙ্গী প্রাণিকুল

মামুনুর রশীদ

প্রাণিজগতের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের বিষয়টি পৃথিবীর সব জায়গায় গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয়। ছবি: লেখকের সৌজন্যে

ঐতিহ্যের প্রতি অঙ্গীকার সব দেশের মানুষই একটি কর্তব্য বলে মনে করে থাকে। উন্নত দেশগুলো এসব সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে নানা ব্যবস্থা করে থাকে। রাষ্ট্র যদি না-ও করে, তবে সমাজ তার নিজস্ব দায়িত্ব থেকে এসব সংরক্ষণ করে এবং জীবন্ত করে রাখার চেষ্টা করে থাকে। টেক্সাসের ষাঁড় পৃথিবী বিখ্যাত। কৃষিকাজের জন্য যন্ত্র আবিষ্কারের আগে ষাঁড়ের কোনো বিকল্প ছিল না। সেই ষাঁড় পালনের সংস্কৃতি সেখানকার মানুষ নানাভাবে সংরক্ষণ করে চলেছে।

একদিন সকালে আমরা গেলাম একটা জায়গায়, যাকে বলা হয়ে থাকে ফোর্ট ওয়ার্থ স্টকইয়ার্ডস, ডালাস থেকে বেশ দূরে। রাস্তার দুই পাশে নানা দেশের মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। কিছুক্ষণ পরে ষাঁড় গোয়ালঘর থেকে বেরিয়ে আসবে। আলো-বাতাস খেয়ে তারা আরেকটি জায়গায় যাবে। ষাঁড়ের এই দল আসার আগে দর্শকদের সাবধান করে দেওয়া হয় এবং ষাঁড়ের মাহাত্ম্যও বর্ণনা করে থাকেন একজন উপস্থাপক। দর্শকেরা সেভাবেই নিরাপদ জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে। বেশ অপেক্ষার পরেই আসে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। ষাঁড়গুলো বেরিয়ে আসে। তাদের দুদিক থেকে কয়েকজন যুবক ঘোড়সওয়ার পাহারা দিয়ে আনতে থাকে। সম্মানিত দীর্ঘ শিংওয়ালা ষাঁড়েরা বেরিয়ে আসতে থাকে বেশ অহংকারের সঙ্গে। চারদিক থেকে দর্শকেরা 'ধন্য ধন্য' করতে থাকে। ষাঁড়গুলো যেন এই 'ধন্য ধন্য' ধ্বনিকে গ্রহণ করতে করতে চলে যায়।

ডালাসে এখন দাবদাহ। এর মধ্যেই দর্শকেরা এসেছে। এই দাবদাহে বেশিক্ষণ ষাঁড়দের রাখা যায় না। প্রবল এই গ্রীষ্মে তাদের প্যারেডটি দীর্ঘক্ষণ করানো যায় না। এরপর ওরা পানি খেতে চলে যায়। পানি খেয়ে অন্য জায়গায় গিয়ে তারা বিশ্রাম করে। কিন্তু মানুষের ভিড় কমে না। ফোর্ট ওয়ার্থ স্টকইয়ার্ডস ঘিরে আরও অনেক কিছুই দেখার আছে। আছে একটা প্রাচীন রেলস্টেশনও। এই রেলস্টেশন থেকেই একদা ষাঁড়গুলোকে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হতো। যদিও এখন এই স্টেশন থেকে আর রেলপথে কোথাও নিয়ে যাওয়া হয় না, তবু স্টেশনটি আছে এবং রেলপথটি আছে। কারণ পর্যটকদের জন্য দিনে দুটি ট্রেন যাতায়াত করে থাকে। স্টেশনের পাশেই বিলি বব'স। সেটাও সন্ধ্যার পর থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত জাগ্রত, যেখানে কান্ট্রি মিউজিক শুনেছিলাম। ব্লুজ বা জ্যাজ শোনার সুযোগ হয়নি।

সারা বিশ্বেই খাদ্যাভ্যাসের মধ্যে আছে গো-মাংস। এই ষাঁড়গুলোও হয়তো চলে যাবে মানুষের উদরে। বিলি বব'সে এখনো মানুষের সঙ্গে ষাঁড়ের লড়াই হয়। প্রতি রাতেই মানুষ গ্যালারিতে বসে ষাঁড়ের লড়াই উপভোগ করে। স্পেনে এখনো এ লড়াই হয়। আমাদের বাল্যকালে দেশে এই লড়াই আমরা দেখেছি—ষাঁড়ে-ষাঁড়ে লড়াই, আবার মানুষে-মানুষে লড়াই। এই লড়াই বা ষাঁড় নিয়ে যে মেলা বসত তাতে এই প্রাণীর সঙ্গে সমাজের সম্পর্কটি বোঝা যেত। এখন কোরবানির গরুর হাট ছাড়া এই প্রাণীর কোনো যোগাযোগ দেখা যায় না। একদা আমাদের শিল্প-সাহিত্যেও তার প্রবল উপস্থিতি দেখা যেত। শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পটি কালজয়ী হয়ে আছে মানুষ ও প্রাণীর সঙ্গে সম্পর্কের এক অসাধারণ যোগাযোগ হিসেবে।

ফোর্ট ওয়ার্থ স্টকইয়ার্ডস ঐতিহ্যকে জীবন্ত করে রাখার প্রচেষ্টা মাত্র নয়, মানবজাতিকে একটি সময় সম্পর্কে অবহিত করাও। তাই এখানে এসে খুব দ্রুতই এই প্রাণীর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের কথা ভাবতে শুরু করি। মানুষ কি শুধুই মানুষের কথা ভাববে? আমাদের আশপাশের প্রাণিজগতের কথাও কি ভাববে না? কী দ্রুত আমাদের প্রাণী অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ছে! সুন্দরবনের বাঘ, হরিণ, কুমির, শুশুকের কথাও কি আমরা ভাবব না? সুন্দরবনের ডলফিন একসময় সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত ছিল। ছোটবেলায় প্রায়ই আমরা নদীতে শুশুক দেখতে পেতাম, পরে জেনেছি এটাই ডলফিন। এদের তিন বছরের শিশুদের মতো প্রজ্ঞা থাকে। প্রাণিজগতের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের বিষয়টি এখন পৃথিবীর সব জায়গায়ই খুব গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয়। কিন্তু আমাদের দেশের চিড়িয়াখানায় প্রাণীগুলোর অকালমৃত্যু হচ্ছে।

ডালাসে পাখির প্রচুর কিচিরমিচির। ছোট থেকে বড়—কত পাখি! কেউ হয়তো খেয়ালও করে না কী আনন্দে পাখিরা জীবন কাটাচ্ছে। প্রচুর গাছপালা যেখানে, সেখানে পাখির নিরবচ্ছিন্ন কূজন শোনা যায়। আমাদের দেশের শিশু-কিশোরদের সঙ্গে প্রাণিজগতের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। একবার ঢাকায় একটি উচ্চবিত্তের অ্যাপার্টমেন্টে শিশুদের চিত্রাঙ্কনের একটি প্রতিযোগিতা হয়েছিল। বিষয় ছিল—একটি মোরগের ছবি আঁকা। বিচারকেরা বিপদেই পড়লেন। কাউকেই পুরস্কার দেওয়া যাচ্ছে না, কারণ কেউ একটা পুরো মোরগের ছবি ঠিকঠাক আঁকতে পারেনি। মোরগের যে যে অংশ তারা খায়, সেই সব অঙ্গেরই শুধু ছবি আঁকতে পেরেছে। একটা সম্পূর্ণ মোরগের সৌন্দর্য তারা লক্ষ করেনি।

আমাদেরও অনেক ঐতিহ্য আছে। অনেক লড়াই-সংগ্রামের ঐতিহ্য—সেগুলোকে জীবন্ত রাখার কোনো উদ্যোগই আমরা নিই না। আমাদের প্রিয় শহীদ মিনারটি সারা দিনই পরিত্যক্ত থাকে। ফেব্রুয়ারি মাসের দু-তিন দিন আগে একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নের তোড়জোড় দেখা দেয়। আমাদের ভক্তি আছে হয়তো কিন্তু বিশ্বাসটা একেবারেই দৃঢ় নয়। আমরা কি একবার তাকিয়ে দেখব, চারপাশের মানুষ, অতীতের মানুষ এবং মানুষের নিত্যসঙ্গী প্রাণিকুল?

নির্বাক ভালোবাসা

রতন শরীফ

'৭৭ কি '৭৮ সালের কথা । আমি তখন ঢাকা পলিটেকনিকের (DPI 1977-82 batch) ছাত্র - বাসা কমলাপুরে । ৬ নম্বর বাসে মগবাজার নেমে ডাইভারসন রোড দিয়ে হেটে কলেজে যেতাম। তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থেকে অনেক মেয়ে মগবাজার ইস্পাহানি গার্লস স্কুলে যেতো। রাস্তার পূর্ব পাশ ধরে হাটতাম বলে রিকশা আরোহী মেয়েদের সহজেই চোখে পড়তো। এতো মেয়ের ভীড়ে একজনের প্রতি নজর পড়লো । অসম্ভব মিষ্টি চেহারার উজ্জল শ্যামলা - হয়তো নবম বা দশম শ্রেণীর ছাত্রী। প্রতিদিন চোখাচোখি হতে হতে এক পর্যায়ে হাসি বিনিময় তারপর হাত উঠিয়ে নীরব ইশারা। এভাবে চললো বেশ কিছুদিন। একদিন মজা করার জন্য রাস্তার পশ্চিম পাশ ধরে হাটলাম । দেখলাম রিকশার গতি কমতে কমতে এক পর্যায়ে থেমে গেলো । মেয়েটা উঁকি দিয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে । কনফার্ম হলাম আমাকেই খুঁজছে । রাস্তার এপাশে এসে দেখা দিতেই লজ্জা পেয়ে মুখ লুকিয়ে ফেললো। রিকশা আবার চলতে শুরু করলো। এভাবে তাকিয়ে দেখা, মুচকি হাসা, একে অপরের প্রতি হাত উঠিয়ে ইশারা চলতে থাকলো। বন্ধুরা পরামর্শ দিলো - রিকশা থামিয়ে কথা বলতে, না পারলে মনের অনুভূতি জানিয়ে একটা চিরকুট হাতে ধরিয়ে দিতে। South-Indian hero ধানুশকে দেখলাম ভালোবাসার আবেগে আচমকা অটো রিকশায় উঠে সোনম কাপুরের পাশের খালি সিটটাতে বসে পড়লো। ইশ্ - তখন যদি আমার এমন সাহস থাকতো! বন্ধুরা ভীতু বলে আমাকে উপহাস করতে লাগলো। সবুরে মেওয়া ফলে কিন্তু বেশী সবুর করলে মেওয়ার ফলন হয়ে যে পচনও ধরে - তা বুঝেছি অনেক পরে। আস্তে আস্তে মেয়েটার সাথে অলিখিত একটা প্লাটুনিক সম্পর্কে জড়িয়ে গেলাম। হঠাৎ একদিন মেয়েটা গায়েব। কোন অসুখ-বিসুখ হলো না তো ! কোথায় খোঁজ নেবো, কার কাছে খবর পাবো - কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। প্রতি দিন আশায় থাকতাম যে আজ দেখা হবেই। সব আশায় গুড়েবালি দিয়ে আর দেখা হলো না।

বেশ কয়েক বছর পর তিরাশির দিকে PWD-তে চাকুরি করি। Site Engineer হিসাবে আগারগাঁও আবহাওয়া বিল্ডিং construction সুপারভাইজ করি। আবার সেই ৬ নম্বর বাস । ফার্মগেট নেমে টেম্পু দিয়ে আগারগাঁও। একদিন কাজ শেষে ফিরছি। টেম্পু থেকে ফার্মগেটে নেমে কমলাপুরগামী ৬ নম্বর বাস ধরার জন্য ওভার ব্রীজের পশ্চিম পাশের সিড়ি দিয়ে উপরে উঠছি। হঠাৎ খেয়াল করলাম যে, একজন যুবতী মেয়ে সাথে একজন বাচ্চা ছেলে নিয়ে আস্তে আস্তে নামছে আর তীক্ষ্ণ চোখে আমাকে দেখছে। এক পর্যায়ে সিঁড়ির landing-এ এসে আমার মুখামুখি তাকিয়ে কোন কথা না বলে মুচকি হাসছে। হাসিটা খুব পরিচিত কিন্তু সেই মুহূর্তে স্মৃতির এলবামে তার ছবি কোন অবস্থায়ই ধরা দিচ্ছিলো না। আমিও তাকিয়ে আছি। মনে করতে পারছিলাম না যে এটা কে হতে পারে ! চেহারাটাও খুবই পরিচিত লাগছে। একটা অসহায় অবস্থা। হঠাৎ বাচ্চাটা তাগাদা দিলো - আম্মু চলো। কোন কথা হলো না। দুজনেই আবার চলতে শুরু করলাম। আমি উপরের দিকে, সে নীচের দিকে - আমি পূর্ব দিকে, সে পশ্চিম দিকে। ব্রীজের মাঝামাঝি এসে মনে পড়লো - আরে এতো মগবাজার ডাইভারশন রোডের আমার সেই নির্বাক রিকশা আরোহিনী। ফিরে তাকালাম - কয়েক বছর আগের আমার প্লাটুনিক ভালোবাসার মানুষটি বাচ্চাটাকে নিয়ে পশ্চিম দিকে হাটছে। আস্তে আস্তে এক পর্যায়ে মানুষের অরণ্যে হারিয়ে গেলো। তার কিছুদিন পর আমি সুইডেন চলে গেলাম।

শহীদ কাদরী: নির্বাসন কাম্য নয়

শ্রদ্ধাঞ্জলি

জাহীদ রেজা নূর

নিউইয়র্কের পারসন্স বুলভার্ড দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় একটি অ্যাপার্টমেন্ট হাউস দেখিয়ে আমার নিউইয়র্কপ্রবাসী ভাই বলেছিলেন, 'এইখানে কবি শহীদ কাদরী থাকতেন।'

সদাজাগ্রত নিউইয়র্ক শহরের এ এলাকাটিতে বহু বাঙালির বাস। দোকানগুলোর নাম বাংলা। বাঙালিদের নিয়মিত আড্ডা বসে এখানে। আমি সেই অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলাম, ইশ্! যদি বছর দুয়েক আগে নিউইয়র্কে আসতে পারতাম, তাহলে কবিকে দেখতে পেতাম।

২০১৮ সালের শীতের সকালে মৃদু তুষারে ঢাকা পথে চলতে গিয়ে কবির কথা ভেবেছি। সেই যে নির্বাসনে গেলেন কবি, দেশে ফিরলেন না আর! অথচ কবিতার পাশাপাশি তাঁর জীবনচর্চা নিয়ে ভেবেছি কত! শহীদ কাদরী নামটা শুনলেই মনে উঠে এসেছে একটি শব্দ—আড্ডা।আড্ডা ছাড়া শহীদ কাদরীকে কল্পনাই করা যায় না। ঢাকায় যেমন, বোস্টন বা নিউইয়র্কেও চলেছে তাঁর আড্ডার রথ।

২.আড্ডা বাঙালির জীবনের এক বিশাল অনুষঙ্গ। প্রতিটি আড্ডায়ই একজন প্রাণপুরুষ থাকেন। শিক্ষায়-জ্ঞানে আলো ছড়ান যিনি, তিনি হয়ে ওঠেন আড্ডার মধ্যমণি। আর তাঁর কথাবার্তায় থাকতে হয় হিউমার। একটা সার্থক আড্ডার জন্য চাই প্রস্তুতি। আড্ডায় কথারা তো আর আলোচনা সভার মতো পূর্বনির্ধারিত নয়, তাই কোথাকার জল কোথায় গড়ায়, সেটা আগে থেকে জানা থাকে না। শহীদ কাদরী এই 'কোথাকার জল'কে নিজের পথে স্রোতের মতো বইয়ে দিতে পারতেন। আর তাতে বন্ধুজনেরা ভেসে বেড়াতে পছন্দ করতেন। আড্ডার মেজাজ তৈরি করার ক্ষমতা ছিল শহীদ কাদরীর।

৩. প্রথম আলোর ফিচার সম্পাদক সুমনা শারমীন একবার বললেন, 'আমি শহীদ কাদরীর একটা সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। ক্যাসেট থেকে তুলে দিবি?'

আমার মন ছেয়ে গেল রোমাঞ্চে। শহীদ কাদরীর কণ্ঠ শুনব! হোক না সেটা সুমনা শারমীনের নেওয়া সাক্ষাৎকার, হোক না তাতে আমার নাম থাকবে না, কিন্তু আমি যখন তাঁর বলা শব্দগুলো কম্পিউটারের মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে লিখব, তখন আমারও কি প্রাপ্তি কিছু থাকবে না? মূলত সেই ক্যাসেটেই শহীদ কাদরীর উদাত্ত হাসি, দেশ ছাড়ার কারণ, অন্য কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। তাঁর কবিতাগুলো আবার পড়ার চেষ্টা করি। তাঁকে নিয়ে যাঁরা লিখেছেন, তাঁদের লেখার সঙ্গে নতুন করে পরিচিত হই।

৪. শহীদ কাদরী আমার মনকে টেনে নিয়েছিলেন আড্ডাবাজ হিসেবে তাঁর অমূল্য উপস্থিতির কারণে। লোভ হয়, ইশ্! যদি এ রকম কোনো এক আড্ডায় উপস্থিত থাকতে পারতাম! বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর আড্ডাগুলো ছিল অন্তহীন। কিছুক্ষণের বিরতি দিয়ে আড্ডাগুলো চলত দিনের পর দিন।

সেই আড্ডার সময় নিয়ে বন্ধুদের অনেকেই লিখেছেন। সেই লেখাগুলো এক করা হলে শহীদ কাদরীর আড্ডার প্যাটার্নটা বের করা যায়।

শহীদ কাদরীর ভোর হতো দুপুর ১২টার দিকে। এরপর মোটামুটি ঠিক ছিল কীভাবে দিন এবং রাতটা শেষ হবে। তবে ঢাকা শহরের অগুনতি ক্যাফে, রেস্তোরাঁ, চায়ের দোকান অপেক্ষা করে থাকত, কখন আসবেন কবি। চায়ের পেয়ালাগুলো দোকানির হাত থেকে কাদরীর হাতে আসার যেন ফুরসত পেত না। মনে হতো একটা কাপই বুঝি তাঁকে সঙ্গ দিচ্ছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কত কাপ চা ধ্বংস হতো, সে হিসাব করবে কে?

ভরদুপুরে সিদ্দিকবাজারের বাড়িতে যখন শহীদ কাদরীর ভোর হতো, তখন কোনোভাবে চোখে-মুখে জলের ছিটে দিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়তেন আড্ডার খোঁজে। ওয়ারীর কোনো একখানে আড্ডা দিতেন দুপুরবেলায়। সেখানেই খাওয়া-দাওয়া সেরে বিকেলের পড়ন্ত আলোয় ছুটতেন নতুন কোনো আড্ডার খোঁজে। এবারের গন্তব্য বাংলাবাজার। হ্যাঁ, বিউটি বোর্ডিংয়ে কিংবা গোবিন্দ ধামে তখন শহীদ কাদরীর সরব উপস্থিতি। সেখানে আড্ডা চলত রাত ৯টা-১০টা পর্যন্ত। এরপর কি তিনি সুবোধ বালকের মতো ঘরে ফিরে আসতেন?

আরে না! রাত ১২টার পর আড্ডা জমত ফুলবাড়িয়া রেলস্টেশনের চায়ের স্টলে। সে আড্ডা ভাঙত ভোর ৫টার দিকে। এরপর কেবল বাড়ির পথে রওনা হতেন। ঘুম এবং দুপুর ১২টাকে ভোর বানিয়ে আবার নতুন দিন শুরু করা। আড্ডাস্থল হিসেবে 'রেকস'-এর নামও এসেছিল। যৌবনের শহীদ কাদরী বলতে এই রুটিনে এগিয়ে চলা একজন কবির সাক্ষাৎ পাই আমরা।

৫. কম লিখেছেন শহীদ কাদরী। কিন্তু কবিতাগুলো একজন খাঁটি কবির লেখা। বিংশ শতাব্দীর শহুরে মানুষের রুদ্ধশ্বাস নাগরিক জীবন নিপুণভাবে তুলে এনেছেন তিনি তাঁর কাব্যে। কবিতাগুলো ঝকঝকে—যেন কোথাও আলস্য নিয়ে দাঁড়ায় না, এগিয়ে যেতে থাকে তীব্র গতিতে। প্রেমের কবিতাগুলোও যেন পূর্ণ নতুনত্বের সম্ভারে।

একটি ছোট্ট উদাহরণ: 'তোমার নাম লেখার জন্য আমি/ নিসর্গের কাছ থেকে ধার করছি বর্ণমালা/ আগুন, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ ঝড়—আর/ সভ্যতার কাছ থেকে—একটি ছুরি।' (এই সব অক্ষর)। কিংবা, 'ভয় নেই/ আমি এমন ব্যবস্থা করবো যাতে সেনাবাহিনী/ গোলাপের গুচ্ছ কাঁধে নিয়ে/ মার্চপাস্ট করে চলে যাবে/ এবং স্যালুট করবে/ কেবল তোমাকে প্রিয়তমা।; (তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা)।

'সঙ্গতি' কবিতাটি বারবার কেন পড়ি, জানি না, কিন্তু এই পঙ্‌ক্তিগুলোর কাছ থেকে কি সরে আসা যায়? 'ব্যারাকে ব্যারাকে থামবে কুচকাওয়াজ/ ক্ষুধার্ত বাঘ পেয়ে যাবে নীল গাই/ গ্রামান্তরের বাতাস আনবে স্বাদু আওয়াজ/ মেয়েলি গানের—তোমরা দুজন একঘরে পাবে ঠাঁই।' এখানে তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে এসে ছন্দ ভাঙার এই দোলা উপভোগ করতে ভালো লাগে।

৬. শহীদ কাদরীর প্রতি আমার পক্ষপাতিত্বের কথাটা বলি। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বহু কবিতা লেখা হয়েছে। এর মধ্যে কোনো কোনো কবিতা কালোত্তীর্ণ হবে। সেই কবিতাগুলোর মধ্যে শামসুর রাহমানের লেখা 'কাক' কবিতাটি আমার সবচেয়ে প্রিয়। চার পঙ্‌ক্তির ছোট্ট একটি কবিতা, যুদ্ধ নিয়ে একটি শব্দও নেই, অথচ তা যেন মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে পাকিস্তানি বাহিনীর চালানো জেনোসাইডকে মূর্ত করে তোলে। তেমনি বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড নিয়ে অনেক কবিতা লেখা হয়েছে, কিন্তু শহীদ কাদরীর 'হন্তারকদের প্রতি' কবিতাটিকে মনে হয় যেন ১৫ আগস্টের সংহত দলিল। কবিতাটি তুলে দিতে চাই পাঠকের জন্য:

বাঘ কিংবা ভালুকের মতো নয়,
বঙ্গোপসাগর থেকে উঠে আসা হাঙরের দল নয়
না, কোনো উপমায় তাদের গ্রেপ্তার করা যাবে না
তাদের পরনে ছিল ইউনিফর্ম
বুট, সৈনিকের টুপি,
বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাদের কথাও হয়েছিলো,
তারা ব্যবহার করেছিল
এক্কেবারে খাঁটি বাঙালির মতো
বাংলা ভাষা। অস্বীকার করার উপায় নেই ওরা মানুষের মতো
দেখতে, এবং ওরা মানুষই
ওরা বাংলা মানুষ
এর চেয়ে ভয়াবহ কোনো কথা আমি আর শুনবো না কোনোদিন।

৭. 'আমার চুম্বনগুলি পৌঁছে দাও' ছিল কবির শেষ কবিতার বই। এ বইটি নিয়ে দীর্ঘ একটি স্বতন্ত্র লেখা লিখতে হবে। এ বইয়ে এমন কয়েকটি কবিতা রয়েছে, যাতে ওই সময়ের রাজনীতি বিষয়ে কবির মনোভাবের প্রকাশ রয়েছে; বিশেষ করে 'বিপ্লব', 'তুমি', 'একে বলতে পারো একুশের কবিতা', 'তাই এই দীর্ঘ পরবাস' কবিতাগুলোর বিশ্লেষণ করা দরকার।

২০১৬ সালের ২৮ আগস্ট চলে গেছেন কবি। কিডনি বিকল হয়েছিল অনেক আগেই। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আরও কিছু অসুখ। তাই 'কোনো নির্বাসনই কাম্য নয় আর'-এর কবি চলে গেলেন বটে, কিন্তু নির্বাসিত হলেন না। এই তো রয়েছেন আমাদের মাঝে তাঁর সৃষ্টি নিয়ে।

গোলমেলেই থেকে যাচ্ছে খাদ্যপণ্যের বাজার

হাসান মামুন

আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যসামগ্রীর দাম কমে এলেও দেশীয় বাজারে এর প্রভাব পড়তে অনেক সময় লেগে যাওয়ার মতো একটা পরিস্থিতি আমাদের আছে। এ জন্য আলাদা করে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে দায়ী করার প্রবণতাও রয়েছে। সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ ব্যাপারটা ঠিকমতো মনিটর ও ম্যানেজ করে না বলে অভিযোগও কম নেই।

খোদ সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে আন্তর্জাতিক বাজারে দাম কমে এলেও তার বিক্রি করা পণ্যের দাম না কমানোর। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দামের যে পরিস্থিতি, তাতে সরকার এর দাম কিছুটা কমিয়ে আনতে পারে বলে মনে করেন অনেক বিশ্লেষক।

তেমন প্রতিশ্রুতি দেওয়াও হয়েছিল, যখন ডিজেলসহ সব জ্বালানির দাম বাড়ানো হয় রেকর্ড পরিমাণে। সেই প্রতিশ্রুতি রাখা হচ্ছে না এ যুক্তিতেও যে আগে দীর্ঘদিন ভর্তুকি দামে জ্বালানি পণ্য বিক্রি করে লোকসান দিয়েছিল রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা। সেটা পুষিয়ে নিতে হবে না? এই 'যুক্তি' যখন বেসরকারি খাতের ভেতর থেকে দেওয়া হয়, তখন কিন্তু আমরা এর তীব্র সমালোচনা করে থাকি।

জ্বালানি তেল, বিশেষ করে ডিজেলের দাম কমানো হলে এর একটা প্রভাব পড়ত পরিবহনসহ বিভিন্ন খাতে। তাতে সব ধরনের পণ্যসামগ্রীর দাম কমে আসার প্রবণতাও লক্ষ করা যেত। তবে কতটা যেত, তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। দাম বাড়ার বিষয়টি এ দেশে যত দ্রুততার সঙ্গে ঘটে থাকে; দাম কমে আসাটা তত দ্রুত ঘটতে দেখা যায় না। সম্প্রতি পেঁয়াজের বাজারে এটা দেখা গেল। ভারত থেকে কম দামে আমদানি হলেও খুচরা বাজার পর্যন্ত এর দাম কমে আসতে অনেক সময় লেগেছে।

আমাদের জন্য পেঁয়াজ আমদানির সহজ গন্তব্য ভারতে এর ওপর সম্প্রতি উচ্চহারে শুল্ক বসানো হচ্ছে বলে খবর প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এখানে দাম বেড়ে গেছে নতুন করে। দেশে উৎপাদিত এবং ইতিপূর্বে কম খরচে আমদানি করা পেঁয়াজ দুটোর দামই বেড়ে গেছে। কোনো পণ্যের দাম বাড়ার ওপর এ-সংক্রান্ত নেতিবাচক খবরের একটা ভূমিকা আছে অবশ্য। আমাদের দেশে সেটা বোধ হয় বেশি ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। এ অবস্থায় বাজার ব্যবস্থাপনায় সরকারের সংশ্লিষ্টদের আরও বেশি করে দায়িত্ব গ্রহণের ওপর জোর দেওয়া হয়। একা ভোক্তা অধিদপ্তরের পক্ষে এ গুরুদায়িত্ব পালন যে সম্ভব নয়, সেটা বুঝতে কারও কষ্ট হচ্ছে না।

খাদ্যপণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার মাঝে বেশ অস্থির হয়ে উঠেছিল। এটা কতটা বৈশ্বিক আর কতটা অভ্যন্তরীণ কারণে, তা নিয়ে অবশ্য বিতর্ক আছে। এর মধ্যে ওই বাজারে বেশ কিছু পণ্যের দাম কমে আসার প্রবণতাও লক্ষণীয়। তাতে আশা জেগেছিল, যেসব পণ্য আমরা বেশি বেশি আমদানি করে থাকি, সেগুলোর দাম কমে আসবে। সেটা হয়নি দুদিক থেকে।

এক. দ্রুততার সঙ্গে হয়নি। দুই. হিসাবে যতটা কমার কথা, ততটা কমেনি। এর কারণ হিসেবে অবশ্য বলা হচ্ছে ডলারের দাম অব্যাহতভাবে বেড়ে যাওয়ার কথা। গত এক বছরে দেশে এর দাম কমপক্ষে ২৫ শতাংশ বেড়েছে। বেশি দামেও ডলার প্রাপ্তিতে সমস্যা দেখা দেয় মাঝেমধ্যে। তাতে আমদানি-প্রক্রিয়াই ঝুলে পড়ে। এ অবস্থায় ওষুধ তৈরির উপকরণের মতো কিছু জরুরি পণ্যের আমদানি ব্যাহত হওয়ারও খবর মিলেছিল।

শিল্পের কাঁচামাল আর মেশিনারিজ আমদানিও কমে যায় উল্লেখযোগ্যভাবে। তার প্রভাব নিশ্চিতভাবে পড়েছে কর্মসংস্থানে। মানুষ কাজ হারালে এবং নতুন করে কাজ না পেলে আয় কমে যায়। এটা যখন ঘটে নিত্যপণ্যের দাম বাড়তে থাকা পরিস্থিতিতে, তখন সেটা হয় বিপজ্জনক। এ অবস্থায় সরকারকে উদ্যোগী থাকতে হয় যেখানে যেখানে দাম কমানোর সুযোগ রয়েছে, তা পরিপূর্ণভাবে নিতে।

ব্যবসায়ীদের মুনাফার পক্ষে কম থেকে ভোক্তাস্বার্থের পক্ষে বেশি করে থাকতে হয় তখন। আন্তর্জাতিক বাজারে বেশ কিছু পণ্যের দাম কমে আসার সময়টায় স্থানীয় বাজারের নড়াচড়া দেখে কিন্তু তা মনে হয়নি। ডলারের দাম বেড়ে যাওয়ায় আমদানি ব্যয় কমেনি বলে দামও সেভাবে কমানো যায়নি—ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের এ ঢালাও বক্তব্য মেনে নেওয়া যায় না। সংবাদপত্রে এ বিষয়ে তো কম প্রতিবেদন আসেনি। অনেক ক্ষেত্রেই নিত্যপণ্যের দাম যে আরও কমানো সম্ভব ছিল, সেই প্রশ্নের সদুত্তরও মেলেনি।

১৭-১৮ কোটি মানুষের দেশে কোনো সরকারের পক্ষেই চিনি, ভোজ্যতেলের মতো পণ্য অব্যাহতভাবে কম দামে দিয়ে বেসরকারি খাতের প্রতিযোগী হয়ে বাজার শান্ত রাখা সম্ভব নয়। এতটা আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা অর্জনের বিষয়টি কল্পনা করাও কঠিন।

এ সমস্যা বেশি দেখা দেয় আমদানিনির্ভর পণ্যের ক্ষেত্রে। এখানে চিনির কথা তোলা যায়। চিনিতে আমরা আমদানিনির্ভর। চিনি পরিশোধন করে যারা বাজারে ছাড়ে, তাদের জোটবদ্ধতাও দেখার মতো। লক্ষ করা গেল, সরকার দফায় দফায় বসে বাহাস করেও তাদের নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হলো। মাঝে তারা নিজেরা ঘোষণা দিয়ে দাম বাড়িয়ে দেওয়ার ঘটনাও ঘটান। আন্তর্জাতিক বাজারে অন্যান্য পণ্যের মতো চিনির দাম অবশ্য সেভাবে কমেনি। তারপরও প্রশ্ন ওঠে সংশ্লিষ্ট জোটবদ্ধ ব্যবসায়ীদের আচরণে।

এদিকে ভোজ্যতেলের দাম বাড়তে বাড়তে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল গত এক বছরে। এ ক্ষেত্রেও আমরা আমদানিনির্ভর। আর এ ক্ষেত্রেও আছে ভোজ্যতেল পরিশোধনকারীদের জোটবদ্ধতা। আন্তর্জাতিক বাজারে দাম কমে আসার প্রবণতা থাকলেও ডলারের দামকে অজুহাত করে ভোজ্যতেলের দাম সেভাবে কমতে তাঁরা দিচ্ছেন না। রাষ্ট্রীয় সংস্থা টিসিবির মাধ্যমে একটি জনগোষ্ঠীকে অবশ্য ভর্তুকি দামে চিনি ও ভোজ্যতেল জোগানো হচ্ছে। নানা অভিযোগ থাকলেও এতে করে কিছু উপকার যে হচ্ছে না, তা নয়। তবে মূল্যস্ফীতির সামগ্রিক চাপ কমিয়ে আনতে এসব পদক্ষেপ প্রভাব রাখতে পারছে কমই।

১৭-১৮ কোটি মানুষের দেশে কোনো সরকারের পক্ষেই চিনি, ভোজ্যতেলের মতো পণ্য অব্যাহতভাবে কম দামে দিয়ে বেসরকারি খাতের প্রতিযোগী হয়ে বাজার শান্ত রাখা সম্ভব নয়। এতটা আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা অর্জনের বিষয়টি কল্পনা করাও কঠিন। সরকারকে এ ক্ষেত্রে তথাকথিত সিন্ডিকেটের কাছে অসহায়ত্ব প্রকাশ না করে বরং তীক্ষ্ণভাবে হিসাব করে দেখতে হবে, নিত্যপণ্যের বাজার স্বাভাবিকভাবে কাজ করছে কি না। সেটি না করলে রীতিমতো গবেষণা করে যেসব জায়গায় পদক্ষেপ নেওয়া দরকার, তা নিতে হবে।

খুচরা পর্যায়ে দৈহিকভাবে উপস্থিত হয়ে জরিমানার মতো পদক্ষেপ নেওয়ার প্রবণতা অবশ্য দেখা যায়। তা প্রচারও পেয়ে থাকে। কিন্তু এর সুফল সামান্য। এরই মধ্যে বাণিজ্যমন্ত্রীর এ বক্তব্য তীব্রভাবে সমালোচিত হলো যে সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হলে পণ্যবাজার হয়তো আরও অস্থিতিশীল হবে। কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়।

সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে, সিন্ডিকেট গড়ে উঠতেই বা দেওয়া কেন? যেসব পণ্যের বাজারে সিন্ডিকেশনের সুযোগ সত্যিই রয়েছে, সেখানে বিপুলসংখ্যক ভোক্তার পক্ষে সরকার কী করতে পারে—তাহলে তো সে আলোচনা হওয়া দরকার। বাংলাদেশের সমমানের দেশগুলোর অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করে দেখাটাও এ ক্ষেত্রে জরুরি।

সরকার উদ্যোগী হলে যে কঠিন পরিস্থিতি থেকেও বেরিয়ে আসা যায়, সাম্প্রতিককালে শ্রীলঙ্কা এর দৃষ্টান্ত। তারা অর্থনৈতিকভাবে এমন এক পরিস্থিতিতে পড়েছিল, যাতে নজিরবিহীন গণ-অভ্যুত্থান ঘটে দেশটিতে। নতুন সরকার দায়িত্ব নিয়ে কতটা কী করতে পারবে, তা নিয়েও সংশয় কম ছিল না। কিন্তু দেখা গেল, উপযুক্ত সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নেওয়ায় পরিস্থিতি ক্রমে নিয়ন্ত্রণে চলে আসছে। শ্রীলঙ্কায় মাত্রাছাড়া মূল্যস্ফীতিও এখন নিয়ন্ত্রিত।

যে খাতগুলো তার অর্থনীতির প্রাণ, সেগুলো ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। তাতে দেশটির রিজার্ভ পরিস্থিতিরও উন্নতি লক্ষণীয়। তারা বাংলাদেশ থেকে নেওয়া ঋণের একাংশ ইতিমধ্যে ফেরত দিতে সক্ষম হয়েছে। বাকি ঋণও সময়মতো ফেরত দিতে পারবে বলে আশা। এতে বাংলাদেশও উপকৃত হবে। আমরা তো আছি রিজার্ভ-সংকটে। প্রকৃত রিজার্ভ এত দিন দেখানো না হলেও আইএমএফের চাপে যখন এটা প্রকাশ করতে হচ্ছে, তখন দেখা যাচ্ছে রিজার্ভ আসলেই কম। স্বস্তিকর সময়ে সরকার এর সদ্ব্যবহার কতটা করতে পেরেছিল, সে প্রশ্নও কম উঠছে না। পরে অধিকতর রিজার্ভ-সংকটের আশঙ্কায় সরকার আমদানি নিয়ন্ত্রণে যাওয়াতেও নিত্যপণ্যের বাজারে সংকট বেড়ে উঠেছে বললে কি ভুল হবে?

আন্তর্জাতিক বাজারে কিছু জরুরি খাদ্যপণ্যের দাম আবার নতুন করে বাড়তে পারে বলে খবর মিলছে। এর মধ্যে গমের পাশাপাশি রয়েছে চাল। চাল আমাদের প্রধান খাদ্যশস্য। এর মজুত সরকারিভাবে যথেষ্ট বলা হলেও চালে কিছু আমদানিনির্ভরতা কিন্তু রয়েছে। গমের ক্ষেত্রে আমরা অনেক বেশি আমদানিনির্ভর। দেশে ধারাবাহিকভাবে উৎপাদন ভালো হওয়ায় চালের দাম অবশ্য কিছুটা কমে এসেছিল।

আন্তর্জাতিক বাজারে গমের দাম কমে আসায় আটা-ময়দার দামও কমে আসার প্রবণতা ছিল; বিশেষ করে দরিদ্রদের খাদ্যনিরাপত্তার দিকে তাকিয়ে সরকারকে এখন থেকে এ ব্যাপারে সতর্কভাবে পদক্ষেপ নিতে হবে। সামনেই রয়েছে অতিগুরুত্বপূর্ণ জাতীয় নির্বাচন। তার উপযুক্ত আয়োজন নিয়ে সংকটও কম নেই। এ অবস্থায় জরুরি খাদ্যপণ্যের বাজার নতুন করে অশান্ত হলে পরিস্থিতি জটিল হয়ে পড়তে সময় লাগবে না।

সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশী কাক

জামাল সৈয়দ

সুইজারল্যান্ডের জুরিখ শহর ভ্রমণ করতে গিয়ে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটলো। এই শহরের সেন্ট্রাল রেল স্টেশনের আশেপাশের এলাকা বেশ জাঁকজমকপূর্ণ। উচু উঁচু দালান। বেশ সাহেবী পোশাক আশাক পড়ে লোকজনের চলাফেরা। আমি হা করে উপরে তাকিয়ে দালানের তলা গননা করি.. সতেরো, আঠারো, উনিশ ইত্যাদি। হঠাৎ দেখি এক দালানের উঁচুতে বিশাল করে লেখা সুইস ক্রেডিট ইউনিয়ন। এই সেই জগৎ বিখ্যাত সুইস ব্যাংক যেখানে ধনীদের সম্পদ লুকিয়ে থাকে। আশেপাশে এই ব্যাংকের আরও অনেক দালান।

ভাবলাম এত বড় লোকদের ব্যাংকের সামনে দিয়ে যাচ্ছি একটু লেনদেন বা ঢু না মারলে তো ইজ্জতের ব্যাপার। গেলাম এটিএম মেশিনের সামনে। উদ্দেশ্য বিশ ডলার উত্তোলন।এটিএম কার্ড ঢোকানোর পর মেশিন তার পর্দায় দেখালো ইনভেলিড কাস্টমার। অর্থাৎ অবৈধ গ্রাহক।

কি আর করা। উল্টো দিকে ফিরে দরজা দিয়ে ফেরত আসবো এমন সময় দেখি দরজার পাশে দুই কাক বিধ্বস্ত অবস্থায় মাটিতে বসে বাংলায় ঝগড়া করছে,

-'তোর লাইগা আমার আইজ্কা এই অবস্থা?

-চুপ কর, দ্যাশে গেলে তোর বিচার করমু।

মাটিতে মুখ আটকানো অবস্থায় একটা ছালার ব্যাগ পড়ে আছে।

আমাকে দেখেই পুরুষ কাকটা ঝগড়া থামিয়ে বলে উঠলো,

-ভাইজান কি বাংলাদেশী?

- জ্বী,

- আপনারা?

-আমরাও। দ্যাশ থাইক্যা আইছি এই ব্যাংকে টেকা থোয়নের লাইজ্ঞা।

-কিন্তু এই ব্যাংকের দরজায় বসে কি করছেন? ব্যাগ কার? কি আছে তাতে?

-ভাই, আমাগো একটু সাহায্য করেন। কাহিনী অনেক লম্বা। গত ১১ দিন যাবত ঢাকা থেকে এই ব্যাগ নিয়া উড়াল দিয়া আমি আর আমার বউ এইখানে আসছি।

বলেন কি! আপনার পরিচয়? ব্যাগের ভেতর কি? কেন এসেছেন? এক সাথে অনেকগুলো প্রশ্ন।

কাক: আমার নাম আলফাজ মিয়া। আমার বউয়ের নাম মুন্নি আক্তার (কাকী)। এই ব্যাগের ভিতর বাংলাদেশী টাকা। শুনছিলাম সুইস ব্যাংকে টাকা রাখলে নাকি দুনিয়ার কেউ সেই টাকায় হাত দিতে পারে না। তাই এত কষ্ট কইরা ঢাকা থেকে টাকা নিয়া সোজা উইড়া আইছি।

- তাই নাকি! কিন্তু ব্যাংকে জমা দেন নাই কেন?

-ভাই, বিরাট ভুল হইছে। গেছিলাম জমা দিতে। বলল ওরা নাকি সরাসরি টাকা জমা নেয় না। এই সবগুলি টাকারে ডলার বানায়া নিয়া আসতে হবে। দ্যাশে থাকতে আমারে একজন এই কথা বলছিল কিন্তু শুনি নাই। এখন বিরাট বিপদে আছি।

-কি আজব ব্যাপার। আচ্ছা, আলফাজ মিয়া, আপনি ঢাকায় করেন কি? থাকেন কোথায়?

আলফাজ মিয়া: আমি ঢাকার রাজউক বিল্ডিংয়ের ৫ নাম্বার নারিকেল গাছে থাকি ৯ বছর যাবত। আমার বউ থাকে দুদক বিল্ডিংয়ের কাঁঠাল গাছে। আপনাদের দোয়ায় উত্তরা ও বানানী এলাকায় আমার আরো ১১টা বাসা আছে। আমার বউয়ের নামে নিকেতনে নতুন বাসা বানাইতাছি। নাম দিছি 'কাকালয়'। ওই বাসাটা হইবো ইরানী রাজহাঁসের পালক দিয়া। কসম দিয়া কইতে পারি এই রকম বাসা দুনিয়ায় আর কোন কাকের নাই। আমার বউয়ের আবার স্বাদ আল্লাদ একটু বেশি তো। হের অনেক দিনের হাউশ রাজহাঁসের পালক দিয়া তৈরি বাসায় থাকবো।

- বাহ বেশ! কিন্তু এখন এই টাকা নিয়ে কি করবেন?

- ভাই, আইছিলাম তো জমা দিতে কিন্তু এখন কি করমু কিছুই বুঝতে পারতাছি না। ব্যাংকের একজন কইলো দুবাই'তে চেষ্টা করতে। আমি এখন এত দূরে কেমনে যামু? আমার বউয়ের অবস্থা আরো খারাপ। আইছিলাম তার নামে একাউন্ট খুইলা টাকা জমা দিমু।

আমি লক্ষ্য করলাম কাকী মুন্নি আক্তারের অবস্থা বেশ খারাপ। দীর্ঘ ভ্রমণে সে বিপর্যস্ত। দুই ডানা ছেড়ে দিয়ে মাটিতে শুয়ে শুয়ে আমাদের কথা শুনছে। কোথাও কোথাও পালক এবড়ো থেবড়ো হয়ে গেছে। ঠোঁটের এক পাশ দিয়ে লালা পড়ছে। খুব কষ্ট করে অস্পষ্ট ভাষায় আমাকে বলল,

- আফনে আমার ধর্মের ভাই লাগেন গো ভাই। এই ব্যাগে যত টেকা আছে সব আফনের ভাই গো। বিনিময়ে আমাগো দুইজনরে যেমনেই হউক একটু দ্যাশে পাডানোর ব্যাবস্থা করেন। আমরা মইরা যামু। এই মরার দ্যাশে সারাদিন খুইজ্জাও কোন খাবার পাই নাই। সব ডাস্টবিন তালা মারা থাকে। এই টাকার ব্যাগ নিয়া হেয় আর আমি কত হোটেলে গেলাম খাইতে। কেউ পাত্তা দিলো না। এহন আমরা কি করুম কন দেহি?

- আচ্ছা, এতো টাকা পেলেন কোথায়?

-টেকা আমাগো আরও আছে। হের এই বস্তা আইছে বি.সি.এস-এর নির্বাচনের নমিনেশন থেইক্কা।

বলেন কি? কাক'দেরও আবার বি.সি.এস পরীক্ষা আছে নাকি?

-না ভাই। এইডা পরীক্ষা না, আলাদা ব্যাপার। আলফাজ মিয়া তার স্ত্রীর কথার ধারাবাহিকতা চালিয়ে গেলো...

-এই বি.সি.এস হইলো বাংলাদেশ ক্রো সোসাইটির নির্বাচন। পুরা বাংলাদেশের কাকদের নিয়ে আমাদের এই সংগঠন। ভাইজান মনে হয় জানেন না যে আমরা কাক হইলেও দেশ স্বাধীন হইবার পর থেকে আমাদের আধিকার আদায়ের জন্য ফাইট কইরা যাইতাছি।

-খুবই ভাল উদ্দ্যোগ। আপনারা কি নিয়ে ফাইট করেন?কিছু উদাহরণ দেন তো?

-এই ধরেন আমরা এখন দুই দফা দাবী আদায়ের জন্য আন্দোলন করতাছি।

এক, কাক জাতীয়করণ দাবী (কাজাদা)। আমরা চাই সরকার অতি শীঘ্রই কাক'কে জাতীয় পাখি হিসাবে স্বীকৃতি দেউক।

-ভাই আপনেই কন, শুধু ঢাকার হাইকোর্ট এলাকায় আমরা যে কয়জন কাক আছি, পুরা বাংলাদেশ খুঁজলেও কি সেই কয়টা দোয়েল পাখি পাইবেন? তাইলে কন! আমরা কেন জাতীয় পাখি হিসাবে স্বীকৃতি পাব না ?

দুই নাম্বার দাবী, কাকদের গৃহায়ন বা আবাসিক সমস্যা সমাধানের জন্য শহরগুলোতে কাক বান্ধব বৃক্ষরোপন। দেশের মানুষ খালি ফুল আর ফলের গাছ লাগায়। আমাগো কথা চিন্তা করে কেউ বড় বড় গাছ লাগায় না।

কি কমু ভাই, কয়েক বছর আগে শুধু রমনা পার্কের বড় বড় কিছু গাছ কাটাতেই প্রায় সাড়ে তিন হাজার কাক বাস্তহারা হয়।

কন দেহি, হেরা যাইব কই? আমরাতো চড়ুই পাখি না যে আপনের দালানের চিপায় গিয়া ডিম দিবো বা সংসার পাতবো। আমাদের এই দাবিতে আমেরিকান ক্রো এসোসিয়েশন পুরা সমর্থন দিতাছে। ভবিষ্যতে জাতিসংঘ ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাথেও কাজ করার ইচ্ছা আছে।

-মানলাম, আপনার কথায় যুক্তি আছে। কিন্তু এতো টাকা পেলেন কোথায়?

- ভাই, কাকদের নিয়া রাজনীতি করি ৭ বছর ধইরা। আমি মহানগর কাক সমিতির প্রেসিডেন্ট.....

কাকী মুন্নি আক্তার হঠাৎ আলফাজ মিয়াকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠলো...

- হের এই টেকার পুরাডাই চুরির। সামনে বি.সি.এস নির্বাচনের নমিনেশন বিক্রি কইরা এই বস্তা বানাইছে। এই বুইড়ার লোভে পইড়া আমার এই অবস্থা।

কাক আলফাজ মিয়া ইতস্তত করে কিছু বলতে চাচ্ছিল। কাকী মুন্নি আক্তার তাকে থামিয়ে দিয়ে

বলে চললো....

-বিয়ার পরে রাজউক বিল্ডিংয়ের নারিকেল গাছে যখন উঠি তখন আমাগো সংসার মহাসুখের। খাই-দাই আর দুইজনে মিইল্ল্যা উড়ি। ইস্টেডিয়ামে খেলা দেহি, বুড়িগঙ্গা নদীর উপর দিয়া উড়ি, ঢাকায় বড় বড় বিয়া থাকলে বাসার পিছনে গিয়া খাবার খাই আরও কত কত ফুর্তি করি। প্রেগনেন্যান্ট হওয়ার পর প্রথমবার চাইরটা ডিম দিলাম। সব কয়ডা থিক্ক্যাই বাচ্চা ফুটলো। তিনটা পোলা একটা মাইয়া। বড় পোলা জুলহাস ১৭ দিনের মাথায় গাছ থিইক্ক্যা পইড়া মইরা গেল। অনেক দুঃখ পাইছিলাম। তারপরেও আমি মানায় নিলাম।

....কিন্তু জুলহাসের বাপে'রে লোভে পাইলো। হের নতুন নতুন এলাকায় নতুন নতুন গাছে বাসা বানানোর নেশায় পাইলো। শুধু তাই না। সাথে মেয়ে লোকের নেশাও। খরকুটা বাদ দিয়া সোনার চেইন, চুরি, বিদেশি পাখির পালক দিয়া বাসা বানানোর নেশা। বনানী, গুলশান, উত্তরা সহ ঢাকার সব নামি-দামী এলাকায় হের বাসা আছে। নতুন নতুন বাসায় নতুন নতুন মেয়েলোক তোলে।

তারপর রাজুউকে শুরু করলো দালালি। ওই অফিসে জমিজমা, বাসা-বাড়ির সমস্যা নিয়া যত লোকজন আইতো হেগো গোপন কথা শুইনা অফিসের কর্মচারীদের জানায় দিত। ওইখান থিইক্ক্যা সে পার্সেন্টেজ নেয়া শুরু করল। তারপর আরও কিছু সন্ত্রাসী কাক নিয়া দল কইরা দালালি শুরু করল দুদক, ওয়াসা ভবন, পি, জি হাসপাতাল, কাওরান বাজার সহ শহরের সব অলি-গলিতে।

রমনা পার্কে যে কয়টা গাছ কাটা হইছে তাতে ওর হাত আছে। শুনছি ওই গাছগুলিতে ওর বিরোধী দলের কাকেরা থাকতো.....

তিন মাস আগে ঢাকা মেডিক্যাল হাসপাতালে যে তিনডা বিলাই'রে গলা কাটা অবস্থায় পাওয়া যায় হের মূলেও এই বেডা আছিলো।...

কি সর্বনাশ? বিড়ালের সাথে আবার আপনার মতো কাকদের কি সম্পর্ক?

-শুধু বিলাই না। কুত্তাগো লগেও আমাগো যুদ্ধ করতে হয়। বেশিরভাগই হয় কাঁচা বাজারের দখল লইয়া নাইলে খাবারের ভাগ বাটোয়ারা লইয়া। গত বছর কাওরান বাজারের কসাই পট্রিতে পুরান ঢাকা আর এলাকার গলির কাকগো লইয়া বিরাট ক্যাচাল হয়। ওই ক্যাচালে সন্ত্রাসী লেঞ্জা কাটা মিউ বিলাইরে মাইরা ফ্যালায় জিমি কুত্তা। জিমি কুত্তারে ৯ কেজি গোশতের বিনিময়ে ভাড়া করে গলির কাকেরা। হুনছি কাম সাইরা জিমি গা ঢাকা দিছে। মিউ বিলাই বহুদিন ধইরা কাকেগো কিছুরই ভাগ দিতো না। সব একাই খাইতো।

কাকী মুন্নী আক্তার যখন তার গল্পের ঠিক এই পর্যায়ে এলো তখন এক সুইস গ্রাহক বিশাল আকৃতির জার্মান শেফার্ড কুকুর নিয়ে দরজার ভেতর ঢুকলো। মাটিতে বসা দুই কাক দেখে কুকুরটি ভয়ংকর শব্দে ঘেউ ঘেউ করে উঠলো।

কাকী মুন্নি আক্তার মরি কি বাঁচি বলে কা.... কা.... কা... কা.... চিৎকার করে উঠলো,

'ও...রে জুলহাসের বাপ, এইডা তো দেহি জিমির থিক্ক্যাও বড়। আমারে মাইরা ফালাইবো। জলদি পালাও। কা...কা....কা...

...ও মা গো..বাঁচাও বাঁচাও বলে কোন রকমে দরজার ফাঁক দিয়ে সে উড়ে চলে গেল। তার পেছন পেছন ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে গেল আলফাজ মিয়া।

আমি খুব দ্রুত বাইরে এসে তাদেরকে অনেক করে খুঁজলাম। কিন্তু আশপাশের দালান গুলোতে কোথাও খুঁজে পেলাম না।

জুরিখ শহরের পরিস্কার নীলাকাশে শুধু দেখলাম একদল কবুতর পশ্চিম আকাশের দিকে উড়ে যাচ্ছে।

উপায়ান্তর না বুঝে আমি অগত্যা জুরিক সেন্ট্রাল রেল স্টেশনের দিকে পা বাড়ালাম।

(পুনশ্চ: এটি একটি অলীক কাহিনী বা গল্প। কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দলকে হেয়প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে নয়। স্রেফ বিনোদন।)

অনলাইনে আর্থিক প্রতারণা : লোভ নিয়ন্ত্রণ করে বিনিয়োগ করুন

এস এম রাহমান জিকু

বাংলাদেশে অনলাইন আর্থিক প্রতারণায় এক অনন্য নজির স্থাপন করেছে এমটিএফই নামের একটি আলোচিত প্রতিষ্ঠান, যা ভয়ংকর এক ইতিহাস রচনা করেছে। প্রযুক্তির যুগে এসে মানুষ কীভাবে এ ধরনের একটা প্রতিষ্ঠানের ওপর আস্থা রাখে?

হাওয়া... কত টাকা, কত কোটি টাকা! এটার সুনির্দিষ্ট পরিমাণও বলা মুশকিল। সম্প্রতি এক ভিকটিমের গল্পে উঠে আসে, ভুক্তভোগী গরু বিক্রি করে ৬০ হাজার টাকা এখানে বিনিয়োগ করছে। অতঃপর টাকাটা হাওয়া।

যে ভদ্রলোক, তিনি খুব সম্ভবত মালিক নন। আবার কেউ কেউ বলছেন তিনি বাংলাদেশে পরিচালিত এমটিএফই শাখার মালিক। আসলে তিনি মালিক নন। তিনি তো নিজেই বলছেন, তিনি নিজে যখন শুরু করেন দুবাইতে, ৩০ হাজার টাকা পকেটে নিয়ে শুরু করেছিলেন।

এখনো কেউ কেউ আশাবাদী, এমটিএফই ফিরে আসবে। কিন্তু অভিজ্ঞতা বলে, ইতিহাস বলে সচরাচর এ ধরনের বিষয় ফিরে আসার নজির বাংলাদেশে না, পৃথিবীর ইতিহাসে ঘটেনি। বাংলাদেশে ডেসটিনির মতো ঘটনার পর, ইভ্যালির মতো ঘটনার পর, আপনারা এই ধরনের একটা ভাসমান প্রতিষ্ঠানে যারা টাকা বিনিয়োগ করেছেন, অথচ বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে তার কোনো হিসাব নেই। আপনি কার কাছে, কোথায় টাকা বিনিয়োগ করছেন নিজেই জানেন না।

আপনি যার কাছে, আপনার সব উপার্জন দিয়ে এলেন, আপনি তার চেহারা দেখেননি এবং তাকে চেনেনও না। আপনি জানেন না যে, আপনার এই টাকাটা সে কোথায় নিয়ে বিনিয়োগ করবে? আপনাদের এই বিষয়টা দেখলাম এবং খুবই আশ্চর্য হলাম যে, ১ লাখ ১০ হাজার টাকা যদি আপনি বিনিয়োগ করেন, তবে আপনাকে ৪৫ হাজার টাকা মাসে ফেরত দেয়া হবে। এদিকে আপনি জানেন না যে, কোথা থেকে দেয়া হবে এত টাকা। এই ভদ্রলোকের কি ফ্যাক্টরি আছে, নাকি টাকা বানানোর মেশিন আছে? সে কি টাকা উৎপাদন করে? উৎপাদনই যদি না করে, তাহলে সেটা কিসের বিজনেস? আপনি না জেনে, না বুঝে এনজিও থেকে লোন নিয়ে লোনের টাকাটা এই প্রতারক প্রতিষ্ঠান এমটিএফই-এর মধ্যে বিনিয়োগ করে দিলেন। আহ্! চড়া হারে সুদের টাকাটা, ৪০ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশ সুদ নেয় এনজিও প্রতিষ্ঠান! এ ধরনের ভুক্তভোগী মানুষের সংখ্যা এত বেশি যে, তা খুবই দুঃখজনক। এ ছাড়া ভুক্তভোগী শ্রেণি সামনাসামনি হেয়প্রতিপন্নের শিকার হচ্ছে।

দেখেন, কি আশ্চর্য ব্যাপার! প্রথমত কাজটা করছেন, ধরলাম, বাইরের কোম্পানি তারা। নামসর্বস্ব ও অনলাইনভিত্তিক বা অ্যাপভিত্তিক কোম্পানি। অথচ আপনি অ্যাপের কিছুই জানেন না। ক্রিপ্টো অ্যান্ড কারেন্সি কীভাবে হচ্ছে আপনি জানেন না। ক্রিপ্টো অ্যান্ড কারেন্সির ব্যাপারটা অনেকেই ভালোমতো বোঝেন না। এখনো পর্যন্ত হাওয়ায় কীভাবে এই টাকাগুলো? কীভাবে বিট কয়েন, বিট কয়েন ছাড়া বাকি কয়েনগুলো এখন পর্যন্ত ধরেন এই যে, ক্রিপ্টো কারেন্সি এক ধরনের ট্রেন্ডিংয়ের মাধ্যমে আপনাদের টাকা এখানে দিয়ে দেবে এমনটাই বলা হচ্ছিল। সেই টাকাটা সম্পর্কে আসলে আইডিয়া নেই। কিন্তু আমি সেখানে বিনিয়োগ করব না, যেখানে টাকাটা ফিরে পাওয়ার ধারণা আমার জানা নেই। আমি সেখানেই বিনিয়োগ করব, আমি যেখানে জানব যে, এখানে বিনিয়োগ করলে সে এখান থেকে মুনাফা অর্জন করবে এবং আমি এখানে যথাযথ মুনাফা পাব।

আপনি যখন কাউকে টাকা ধার দিচ্ছেন, আপনি সেই মানুষকে টাকা ধার দেবেন না, যে মানুষ আপনার টাকা ফেরত দেয়ার সামর্থ্য রাখে না। আপনি সেই মানুষকে টাকা ধার দেবেন না, যে মানুষকে আপনি চিনেন না। আপনি সেই মানুষের

❯❯ বিনিয়োগ যদি করতে হয়, আপনার এই ছোট্ট ছোট্ট সঞ্চয় আপনার চোখের সামনে ভূমিতে বিনিয়োগ করেন। আপনি যদি ভূমিতে বিনিয়োগ করেন, প্রচুর জায়গা বাংলাদেশে আছে এখনো। প্রত্যেকটি মানুষের বেসিক জায়গা হচ্ছে ভূমি।

কাছে আপনার টাকাটা চোখ বন্ধ করে দিয়েন না, যে মানুষ যেকোনো সময় হাওয়া হয়ে যেতে পারেন। সে আপনাকে যত টাকা বেশি মুনাফা যুক্ত, মানে যত বেশি মুনাফা আপনাকে ফেরত দেবে, তার কোনো পরিচয় নেই, কোনো ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড নেই। মানে তাকে খুঁজে পাওয়ার কোনো জায়গা নেই। তার কোনো পাসপোর্ট বা কোনো এনআইডি আপনার কাছে নেই, তার কোনো ছবিও নেই। আসলে এটা খুবই হাস্যকর এবং খুবই অবিশ্বাস্য।

তার পরও মানুষ এ ধরনের ভুল অহরহ করছে।

কী পরিমাণ টাকা এখনো পর্যন্ত এই প্রতারক প্রতিষ্ঠান এমটিএফই বাংলাদেশ থেকে নিয়ে গেছে, সেটার পরিষ্কার তথ্য কোনো সময়ই সামনে আসবে না। শুধু যে ৪০০ সিইও-ও যাদের বানানো হয়েছিল, তারাই তাদের ৩০ জনকে যদি কেউ একত্রিত করতে পারে অথবা এখানে অনবোর্ড করতে পারে এবং তাকে সিইও বানানো হয়, তার পরিমাণ পড়ে দেড় কোটি টাকার মতো। ৪০০ জনের খোঁজ পাওয়া গেছে এ রকম। আরও ৪০০ জন ফাইট লাইনে, ৮০০ জন লোক ফাইট লাইনে। কী পরিমাণ লোক দেখেন?

আমি হিসাব করে দেখলাম, যদি সাড়ে ৩ হাজার ডলার বিনিয়োগ করি, তাহলে মাসে ৪ লাখ টাকা পাব। এ জন্য পাগলের মতো বিশ্বাস করবেন না যে, আপনি সাড়ে ৩ হাজার ডলার বিনিয়োগ করে মাসে ৪ লাখ টাকা পাবেন। মানে কী চিন্তা করে, কী লোভ করে আপনি এই টাকাটা এখানে বিনিয়োগ করলেন?

বিনিয়োগ যদি করতে হয়, আপনার এই ছোট্ট ছোট্ট সঞ্চয় আপনার চোখের সামনে ভূমিতে বিনিয়োগ করেন। আপনি যদি ভূমিতে বিনিয়োগ করেন, প্রচুর জায়গা বাংলাদেশে আছে এখনো। প্রত্যেকটি মানুষের বেসিক জায়গা হচ্ছে ভূমি। তবে আমি এটা দেখে খুবই আশ্চর্য হয়েছি এবং আমার কাছে মনে হয়েছে যে, এই রকম ভুল আমরা কীভাবে করি? যেটা আমাদের চোখের সামনে। আপনি বলবেন, হ্যাঁ এই কোম্পানি যারা শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত ক্রিকেট লীগেও স্পন্সর করছে এবং বিজ্ঞাপন দিয়েছে। যেখানে সাকিব আল হাসান ও লিটন দাশ খেলেছিল। আমরা দিনের পর দিন দেখছি। জাতীয় দলের জার্সিতে তাদের এটা দিলেই তারা একটা জায়গায় পৌঁছে যায় না। এটা দিলেই তারা মনে করে যে, কী পরিমাণ সম্পদ আছে আপনার?

আপনার যে পুঁজিটা মার্কেট থেকে সংগ্রহ করা হচ্ছে তার বিপরীতে কী পরিমাণ সম্পদ আছে? আপনি যে টাকাটা দিয়েছেন, দেখেন বাংলাদেশ থেকে কী পরিমাণ টাকা পাচার হয়ে গেল। আপনার ব্যক্তিগত সর্বনাশ তো হয়েছে এবং আপনি দেশেরও সর্বনাশ করে ফেলেছেন। আপনার টাকা মানে দেশের টাকা। ওই টাকাটা কনভার্ট হয় ডলারে। ডলারে কনভার্ট করার পরও নিয়ে গেল। ধরেন ১০ হাজার কোটি টাকা। কী পরিমাণ ডলার সে বাংলাদেশ থেকে নিয়ে গেছে। আমরা এমনিতে বাঁচতে পারছি না যে অবস্থা, তার মধ্যে আপনি এই টাকাটা হারিয়েছেন। আপনি কিন্তু অন্যায়ও করছেন। অন্যায় করছেন কী জানেন? আপনার এই টাকাটা, টাকা পাচারের যে গল্প জানেন না আপনারা। কীভাবে টাকাটা পাচার হয়? এর মাধ্যমে টাকা পাচারও হয়েছে কিন্তু। কেস করলে এই কেসটা দিয়ে কী সমাধান আপনি প্রত্যাশা করবেন এবং সেখানে আপনি কী লিখবেন এটাও কিন্তু আরেকটা ধোঁয়াশা।

আর্থিক বিষয়গুলো বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা নেই। সেখানে আপনি বিনিয়োগ করছেন এবং সেটা দেশের বাইরে। সেটা আপনি কীভাবে পারেন? এটা তো এক রকমের অর্থ পাচারের আওতাভুক্ত। সুতরাং আপনি ক্লেইমও করতে পারবেন না। এই ধরনের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আপনাকে তো ঝুঁকি নিতেই হবে। তা ঠিক আছে। কিন্তু ঝুঁকিটা একটু বেশি হয়ে গেল না। তাকে চিনলেন না, জানলেন না, অথচ আপনি টাকাটা দিয়ে এলেন। কী অদ্ভুত লেনদেন! ১ লাখ টাকায় ৫০ হাজার করে মাসে ফেরত পাবেন।

আসলে কিছুই বলার নেই! আমার ধারণা এরপরও বাংলাদেশে প্রতিনিয়তই এমনটা ঘটবে। এরপরও অনলাইনে জুয়া হবে। জুয়ার পেজে বিভিন্ন সেলিব্রিটিদের ছবি ব্যবহার করে হাজার হাজার মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। আর আপনি ওটা দেখেই বিশ্বাস করে নেবেন যে, ওই রকম ঘটনায় তারাও উৎসাহ দিচ্ছেন বা সেলিব্রিটিদের কেউ বললে সেটা আপনি বিশ্বাস করে নেবেন।

এ ধরনের মানুষ ঠকানো, পরিষ্কারভাবে মানুষ ঠকানো। এ ধরনের স্কিপ, এ ধরনের এমটিএফই বিজনেস বোধ হয় এখনো বাংলাদেশে হয় কি না জানি না। কিন্তু এই বিজনেসের ওপর আমার কোনো দিনই আস্থা নেই। সে বিজনেস আপনাকে বসে বসে সুদ দেবে। ইসলামে সুদ কেন হারাম করা হয়েছে? আপনি বসে বসে, মনে মনে ব্যাংকে টাকা রেখেছেন। আপনার টাকাটা এখানে দিয়ে যাবে। হ্যাঁ, ব্যাংক এক ধরনের বিজনেস করে। আস্থা আছে। সে এটা বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে জমা রেখে তারপর আমানত হিসেবে আপনার টাকাটা সে ব্যবসা করছে এবং সে একটা সহনীয় পরিমাণ টাকা আপনাকে দিচ্ছে। যদিও এটা মারাত্মক রকমের ভুল। মারাত্মক রকমের ভুল মানে বিনিয়োগ হিসেবে ভুল।

সর্বোপরি আপনার বা আপনাদের এই টাকাটা এভাবে দেয়া একদমই উচিত হয়নি। যার ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে আপনাকে এবং দেশকে।

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে
আমাদের ক্লায়েন্টদের
জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন
ডলার আদায়
করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের
জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ইনভেস্টমেন্ট ভিসা
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

নালন্দা পুরস্কার পেলেন সুব্রত কুমার দাস

টরন্টো প্রতিনিধি

কানাডার অন্টারিও প্রদেশের ব্রাম্পটন শহরে ২৫, ২৬ এবং ২৭ আগস্ট প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয়েছে দক্ষিণ এশিয় সাহিত্য উৎসব। ২৫ আগস্ট শুক্রবার সন্ধ্যায় তিন দিনব্যাপী এই সাহিত্য উৎসবের জাঁকজমকপূর্ণ উদ্বোধন হয় শহরের অভিজাত এক হোটেলে। দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন ভাষার লেখকদের উৎসাহিত করতে দেওয়া হয় নালন্দা সাহিত্য পুরস্কার। কানাডার শ্রেষ্ঠ বাংলাভাষী লেখক হিসেবে এই পুরস্কার লাভ করেন বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও সংগঠক সুব্রত কুমার দাস।

উল্লেখ করা যেতে পারে সুব্রত কুমার দাস রচিত, অনুবাদিত এবং সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা ঊনত্রিশ। ২০03 সালে তিনি বাংলা সাহিত্য নিয়ে প্রথম ওয়েবসাইট বাংলাদেশি নভেলস (http://en.bdnovels.org/) এর প্রকাশ ঘটান। গত দুই দশক ধরে বাংলাদেশের সাহিত্যকে আশ্রয় করে নির্মিত এই দ্বিভাষী ওয়েবসাইট সাহিত্য অনুরাগীদের মনের খোরাক জুগিয়ে আসছে। ২০১৩ সাল থেকে কানাডায় অভিবাসী বাংলাদেশের এই লেখকের বই ‘কানাডীয় সাহিত্য: বিচ্ছিন্ন ভাবনা’ একটি বহুল প্রশংসিত গ্রন্থ। ঢাকা থেকে প্রকাশিত এই গ্রন্থের প্রকাশক মূর্ধন্য। সাহিত্যে অবদানের জন্য ২০১৮ সালে তিনি আমেরিকার নিউ জার্সি শহর থেকে গায়ত্রী গ্যামার্স পুরস্কার লাভ করেন। ২০২১ সালে কানাডার শ্রেষ্ঠ অভিবাসীর সংক্ষিপ্ত তালিকায় তাঁর নাম উঠে আসে। ২০২০ ও ২০২২ সালে তিনি টরন্টো আন্তর্জাতিক লেখক উৎসব (টিফা)-তে যোগ দেন। এ বছর মূর্ধন্য থেকে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর আত্মজৈবনিক গ্রন্থ ‘উৎস থেকে পরবাস’।

উদ্বোধনী পর্বে আমন্ত্রিত দুই শত অতিথির মধ্যে ছিলেন কানাডায় থাকা দক্ষিণ এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ লেখকদের সাথে কানাডার বিভিন্ন প্রান্তে থাকা দক্ষিণ এশিয়ার বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ। বাঙালি সমাজ থেকে উপস্থিত ছিলেন এনআরবি টেলিভিশনের সিইও এবং সাপ্তাহিক বাংলামেইল পত্রিকার সম্পাদক শহিদুল ইসলাম মিন্টু, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মহসিন ভুইয়াঁ, তাঁর স্ত্রী ডলি ভুইয়াঁ, ব্যারিস্টার সূর্য চক্রবর্তী, শিল্পী অমল দেব এবং আইটি স্পেশালিস্ট জয়দীপ ভৌমিক।

কানাডায় ভারতীয় হাই কমিশনার সঞ্জয় কুমার ভার্মা সুব্রতর হাতে পুরস্কার তুলে দেন। সে সময় মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন আয়োজনের অন্যতম উদ্যোক্তা বহুল পরিচিত লেখক ও টেলিভিশন উপস্থাপক তাহির আসলাম গোরা। পুরস্কার ঘোষণাকালে অন্যতম আয়োজক হালিমা সাদিয়া কানাডায় বাঙালিদের সাহিত্যাঙ্গনে সুব্রতর অবদানের কথা তুলে ধরেন।

পুরস্কার গ্রহণকালে সুব্রত দৃঢ়তার সাথে বলেন, কানাডীয় দক্ষিণ এশিয় সাহিত্য উৎসব যেমন কানাডায় থাকা দক্ষিণ এশিয়ার লেখকদের মধ্যে সেতুবন্ধ তৈরি করতে সাহায্য করবে, তেমনি কানাডার মূল ধারার লেখকদের সাথে দক্ষিণ এশিয় লেখকদের সংযোগ তৈরিতেও ভূমিকা রাখবে। তিনি প্রত্যয় ব্যক্ত করেন, ভবিষ্যতে দক্ষিণ এশিয় সাহিত্য উৎসবে আরও অধিক সংখ্যক বাঙালি লেখক যোগ দেবেন এবং তাঁদের যোগদান হবে আরও বেশি সক্রিয় ও প্রত্যক্ষ।

প্রবাসী আয় আবারও নিম্নমুখী

ঢাকা ডেস্ক

২০২৩ এর আগস্ট মাসে রেমিট্যান্স এসেছে খুবই ধীর গতিতে। আগস্ট মাসের প্রথম ২৫ দিনে রেমিট্যান্স এসেছে ১৩২ কোটি ৩০ লাখ ৭০ হাজার ডলার, বাংলাদেশি মুদ্রায় যা প্রায় সাড়ে ১৪ হাজার কোটি টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ প্রতিবেদনে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

রেমিট্যান্সের এই ধারা অব্যাহত থাকলে মাস শেষে ১৬৫ কোটি ডলার বা ১.৬৫ বিলিয়ন ডলারের আসবে। এই হার গত জুলাই মাসে যে রেমিট্যান্স এসেছে তার চেয়ে কম। ১৯৭ কোটি ৩০ লাখ ডলার রেমিট্যান্স এসেছিলো জুলাই মাসে। এই সময়ে রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে ১৪ কোটি ৯২ লাখ ৮০ হাজার ডলার, বিশেষায়িত দুই ব্যাংকের মধ্যে কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে ২ কোটি ৪৯ লাখ ৯০ হাজার ডলার। আর বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ১১৪ কোটি ৪০ লাখ ৬০ হাজার ডলার এবং বিদেশি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ৪৭ লাখ ৪০ হাজার ডলার।

১৪ তম ব্রুকলিন পথমেলা: আয়োজকদের মিট দা প্রেস

ফরিদা ইয়াসমীন

আসন্ন ১৪তম ব্রুকলিন প্রথমেলা উপলক্ষে ২৫ আগস্ট শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন চার্চ ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশি বিজনেস অ্যাসোসিয়েশন ইনক(CMBBA)এর দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যরা । তারা জানান সেপ্টেম্বরের ১৬ তারিখ পথমেলার আয়োজন করা হয়েছে। সেই মেলা সম্পর্কে বিস্তারিত জানাতে এবং মেলার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য ও সুন্দরভাবে পালন করতে তারা সবার সহযোগিতা কামনা করেছেন।

সবাই উপস্থিত ছিলেন CMBBA এর বর্তমান কার্যকরী কমিটির সভাপতি আব্দুর রব চৌধুরী, সহ-সভাপতি মোহাম্মদ লিয়াকত আলী, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম পাটোয়ারী, সহ-সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল আজিম, সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুল আলম, কোষাধ্যক্ষ মীর কাসেম ও অন্যান্য সদস্যরা।

তারা জানান ব্রুকলিনের এ প্রথমেলা নিউইয়র্কের মধ্যে সর্ববৃহৎ এবং সুসংগঠিত একটি পথ মেলা। এই মেলার বৈশিষ্ট্য জানিয়ে আয়োজকরা জানান, তাদের মেলায় পোর্টেবল বাথরুম রাখা হয় , মেলার জায়গাটা প্রশস্ত এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। যারা মেলায় স্টল দিবেন তাদের সুবিধার্থে স্টল গুলো একটু দূরে দূরে স্থাপন করা হয় যাতে মেলায় আগত মানুষজন নির্বিঘ্নে কেনাকাটা করতে পারেন। তাদের মঞ্চের অবস্থান এমন থাকে যাতে মেলায় অবস্থিত সব মানুষজন খুব অনায়াসে অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারেন। অনুষ্ঠানে শিল্পী আনার ব্যাপারে উনারা অনেক পরিকল্পিত। নতুন প্রজন্মের জন্য তারা আলাদা অনুষ্ঠান রাখেন যাতে নতুন প্রজন্ম তাদের সংস্কৃতিকে জানতে পারে।

লটারির ব্যাপারে জানালেন , এবার প্রথম পুরস্কার থাকবে একটি গাড়ি।

সাংবাদিকদের সহযোগিতার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

ভূমিকম্পে আবারো কাঁপলো সিলেট!

সিলেট প্রতিনিধি

ভূমিকম্প আবারও অনুভূত হয়েছে সিলেটে। ২৯ আগস্ট মঙ্গলবার দুপুর একটা ১৩ মিনিট ৩৮ সেকেন্ডে এ ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ভূমিম্পের উৎপত্তিস্থল সিলেট জেলার জৈন্তাপুর উপজেলা থেকে ১৮ কিলোমিটার দূরে বলে জানিয়েছে অ্যান্ড্রয়েড ভূমিকম্প সতর্কতা সিস্টেম। রিখটার স্কেলে যার মাত্রা ৪ দশমিক ৬ বলে জানা গেছে। নগরের বাসিন্দারা বলছেন, ভূমিকম্পে বেশ জুড়েই ধাক্কা দেয় এবং বেশ কয়েক সেকেন্ড এটি স্থায়ী ছিল।

ভূমিকম্পের কারণে নগরবাসীর মনে আতঙ্ক দেখা দেয়। নগরের বাসিন্দাদের অনেকে দোকানপাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছেড়ে রাস্তায় নেমে আসেন। তবে এখন পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির কোন খবর পাওয়া যায় নাই। এর আগে গত ১৪ আগস্ট সোমবার রাত ৮ টা ৪৯ মিনিটের দিকে সিলেটে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। সেই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল সিলেটের সীমান্তবর্তী কানাইঘাট উপজেলার কাছাকাছি বলে জানা যায়। রিখটার স্কেলে যার মাত্রা ৫ দশমিক ৫।

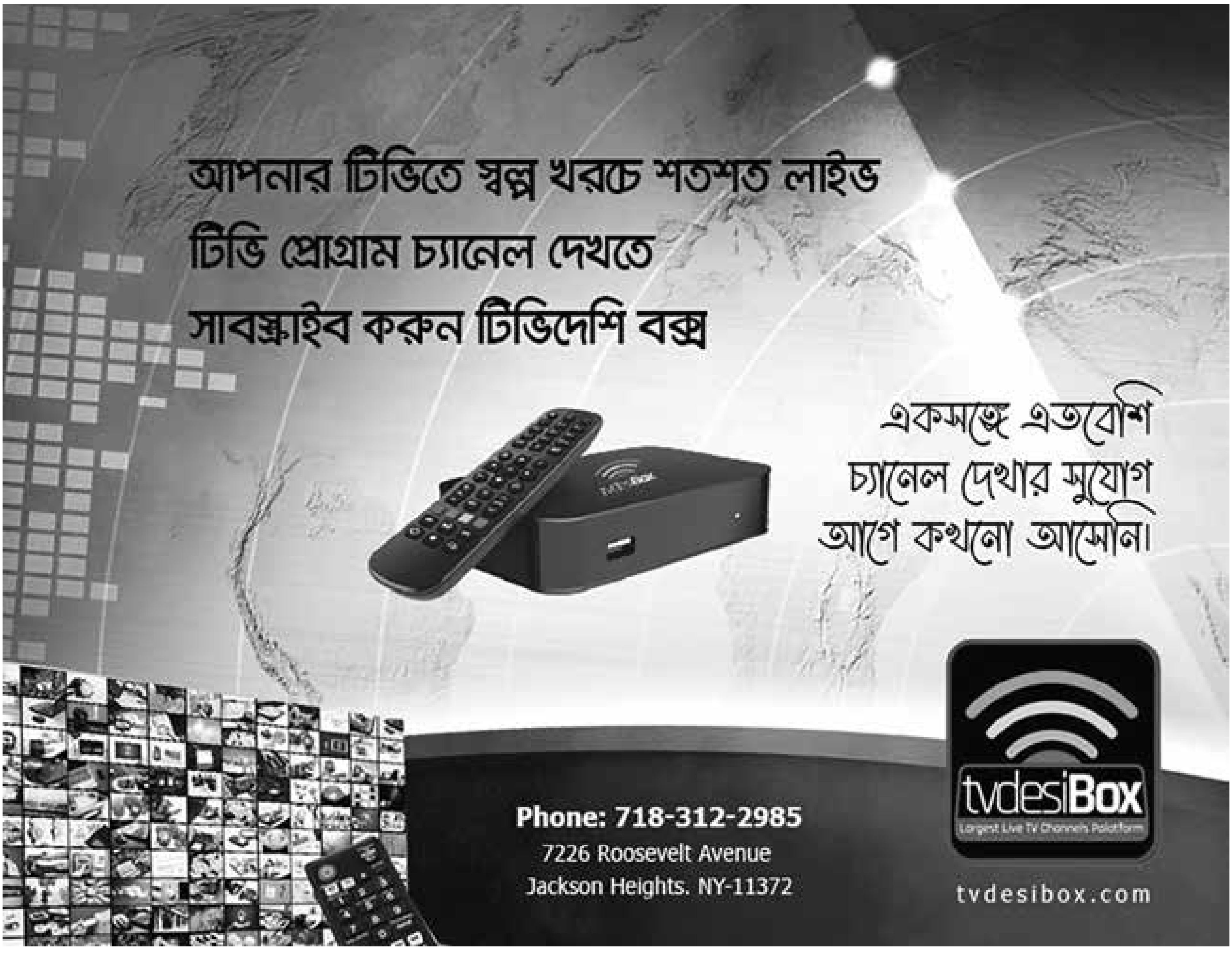

সিরাজুল আলম খান স্মৃতি রক্ষা পরিষদ উত্তর আমেরিকা গঠিত

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা আন্দোলনের রুপকার ও নিউক্লিয়াসের প্রতিষ্ঠাতা সিরাজুল আলম খানের স্মৃতি রক্ষা ও সংগ্রামী জীবনকে তুলে ধরার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ২৭ আগস্ট রোববার মরহুম সিরাজুল আলম খানের অনুসারীরা নিউইয়র্কের জ্যামাইকার ঢাকা সুইটস রেস্টুরেন্টে সন্ধ্যায় এক আলোচনায় মিলিত হন। আলোচনা সভায় সর্বসম্মতিতে সিরাজুল আলম খান স্মৃতি রক্ষা পরিষদ উত্তর আমেরিকা নামকরণ করে যুক্তরাষ্ট্রে আগ্রহী সকলকে নিয়ে বড় পরিসরে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের লক্ষ্যে ৬ মাসের জন্য একটি আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়। সভায় অনেকে তাদের মতামত তুলে ধরেন এবং উদ্যোগকে স্বাগত জানান। অনুষ্ঠানের শেষের দিকে ডাকসুর সাবেক জিএস ডাঃ মোস্তাক আহমেদ অনুষ্ঠানে আসেন এবং সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন এবং স্মৃতি রক্ষার উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

সিরাজুল আলম খাঁন স্মৃতি রক্ষা পরিষদ উত্তর আমেরিকার আহবায়ক কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে রয়েছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ডঃ মহসিন পাটোয়ারি, যুগ্ন আহবায়ক-ডাঃ মুজিবুল হক, সদস্য সচিব-শাহাবউদ্দিন এবং সদস্য হিসেবে রয়েছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মতিউর রহমান, মোঃ জামান তপন, মোশারফ খান, এ ওয়াই এম জাকারিয়া চৌধুরী, সুবাস মজুমদার, সরোয়ার হোসেন, সৈয়দ জুয়েল, মুজাহিদ আনসারী এবং আবু তাহের।

মির্জা ফখরুলের ত্রাণ তহবিলের টাকা নেওয়ার তথ্যটি অসত্য: বিএনপি

ঢাকা অফিস

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ দলটির তিন শীর্ষ নেতার সিঙ্গাপুরে অবস্থান নিয়ে রাজনৈতিক মহলে চলছে নানা আলোচনা। চিকিৎসার জন্য তারা সিঙ্গাপুরে অবস্থান করছেন দলের পক্ষ থেকে এ কথা বলা হলেও গুঞ্জন থেমে নেই। এই গুঞ্জনের মাঝেই আজ রোববার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ত্রাণ তহবিলের টাকা ও চিকিৎসা সংক্রান্ত ছবি ছড়িয়েছে।

ছবিতে দেখা যায়, ৫০ লাখের চেক হাতে মির্জা ফখরুল। ছবির ক্যাপশনে লেখা, 'প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে চিকিৎসা সহায়তা নিয়ে বিদেশ ভ্রমণে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।' ছবিটির সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে এরই মধ্যে। বিষয়টিকে অসত্য বলে দাবি করেছে বিএনপি।

বিএনপি মহাসচিবের ব্যক্তিগত সহকারী ইউনুস আলী বলেন, মহাসচিবের সঙ্গে ছবির বিষয়টি নিয়ে কথা হয়েছে। তিনি এটাকে পুরোপুরি গুজব, ভিত্তিহীন ও বানোয়াট বলে উল্লেখ করেছেন। সেই সঙ্গে বলেছেন, সম্মানহানি এবং হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে নকল চেক বানিয়ে সামাজিক মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে।

ভিজিট ভিসাতেও বাংলাদেশি ও পাকিস্তানিরা ওমরাহ করতে পারবেন

ঢাকা ডেস্ক

সৌদি হজ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, মক্কা–মদিনায় ওমরাহ পালনের জন্য পাঁচটি 'সহজ' উপায় রয়েছে। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের নাগরিকেরা এই পাঁচটির মধ্যে একটি নির্বাচন করতে পারবেন।

পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের মুসলমানদের জন্য পবিত্র ওমরাহ পালনের সুবিধার্থে বিশেষ ব্যবস্থা চালু করেছে সৌদি আরব। সৌদি হজ ও ওমরাহ মন্ত্রী পাকিস্তান ও বাংলাদেশে সফরকালে এসব সুবিধা চালু করা হয়েছে। এই সফরে দুই দেশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে ওমরাহ যাত্রীদের জন্য সৌদি পরিষেবাগুলো তুলে ধরেন সৌদির হজ ও ওমরাহ বিষয়ক মন্ত্রী ড. তওফিক বিন ফাওজান আর-রাবিয়াহ। এসবের মধ্যে রয়েছে, তাঁরা সৌদি সরকারি প্ল্যাটফর্ম 'নুসুকের' মাধ্যমে অনলাইনে ওমরাহ প্যাকেজ রিজার্ভ করতে পারবেন। একইসঙ্গে সৌদি আরবে থাকা বন্ধু বা পরিচিতদের কাছে ভিজিট ভিসাতেও ওমরাহ পালন করতে পারবেন বাাংলাদেশি ও পাকিস্তানিরা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং শেনজেন ভিসাধারী এবং জিসিসি দেশের বাসিন্দারাও এসব নিয়মে ওমরাহ করার জন্য সৌদি আরব যেতে পারেন। সৌদি আরবের একজন বাসিন্দার মাধ্যমে পারিবারিক ভিজিট ভিসাতেও ওমরাহ করা যায়।

সম্প্রতি সৌদি আরব বিদেশি মুসলমানদের ওমরাহ করতে দেশে আসার জন্য অনেক সুবিধা উন্মুক্ত করেছে। ব্যক্তিগত, ভিজিট এবং ট্যুরিস্ট ভিসার মতো বিভিন্ন ভিসায় মুসলমানদের ওমরাহ এবং মদিনায় নবীর মসজিদে নববী পরিদর্শনের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে।

সৌদি কর্তৃপক্ষ ওমরাহ ভিসা ৩০ দিন থেকে বাড়িয়ে ৯০ দিন করেছে এবং স্থল, আকাশ এবং সমুদ্রপথে দেশটিতে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে। এইসব সুযোগ সুবিধার ফলে বিদেশ থেকে প্রায় এক কোটি মুসলমান ওমরাহ করতে পারবে বলে আশা সৌদি আরবের।

UCS Ultra Credit Solutions Inc.
CREDIT REPAIR
ক্রেডিট রিপেয়ার

আমাদের সেবাসমূহঃ
পাবলিক রেকর্ড, কালেকশন একাউন্ট, ব্যাংকক্রাপসি, ডেবট সেটেলমেন্ট, লেট-পেমেন্ট, ষ্টুডেন্ট লোন, মেডিক্যাল বিল ও কার রিপজিশানিং রিমুভাল।
(এটি একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান)
Public Record Removal, Collection Removal
Bankruptcy Removal, Debt Settlement, Debt Elimination
929-386-6426
929-386-4705
37-18 73rd Street, Suite #2C (Floor 2nd)
Jackson Heights, NY 11372
34-18 Northern Blvd, Suite #5/14
Long Island City, NY 11101 (বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিসের উপর তলায়)
www.ultracreditsolutions.com

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়
আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

■ প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
■ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
■ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।
PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- **Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit**
- **Tax Preparation:** Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Accounting:** Payroll, Sales Tax, etc.
- **Business Licenses**

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member: naea

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue	170-12 Highland Avenue
LIC, NY 11106	Jamaica Estates, NY- 11432
Tel: 718-383-4500	www.drmrahman.com

Tax & Immigration Services

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

IRS e-file

- Tax
- Immigration
- Real Estate
- Mortgage
- Notary

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses
mortgage services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

দীর্ঘ ১০ বছরের সাফল্য ও অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায়

সকল ধরনের ইনস্যুরেন্সের জন্য একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

আপনার গাড়ি বাড়ি ব্যবসা ও TLC ইন্সুরেন্সের জন্য আমাদের প্রফেশনালদের সহায়তা নিন

Low Down Payment
No Extra Fee
6 Hours DDC Classs

Experienced
Tax Professional
IRS e-file
IRS Authorized e-file Provider

Auto Home Business & TLC Insurance

TDS Insurance Brokerage Corp.

BROOKLYN
118 Beverley Road, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-483-9310, Fax: 718-483-9311
Email: team@tdsinsurance.com

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে
সিপিএ'র মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

TAX FILING 2023
WE DO ALL TYPES OF TAXES

CONTACT
KALIANNA LAKSHMANAN,CPA,PC
7232 BROADWAY,SUITE 306
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
Phone: 347-279-6001, 646 4818369
Fax: 718-799-9181
Email: lakashmanan@kali-cpa.com

আবু জামান
ম্যানেজার
Tel: 6462844776

KALIANNA LAKSHMANAN
CPA,PC
Tel: 347-279-6001

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে দেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভেলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

বাড়ি ক্রয়ে
২৫% ডাউন
পেমেন্ট দিলে
নো ব্যাকগ্রাউন্ড
চেক

- রেন্টাল
- প্রপার্টি কেনা-বেচা, শর্ট সেল-নেগোসিয়েশন কেনাবেচার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ
- অকশন-সিটি হাড (HUD) ব্যাংক
- মর্টগেজ ব্যবস্থা
- রি-ফাইন্যান্সসহ যাবতীয় সহযোগিতার জন্য কথা বলুন

Please call or text
646 284 4776
Abu Zaman
Licensed Real Estate Salesperson
abuzaman45@hotmail.com

Silver & Gold Realty

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

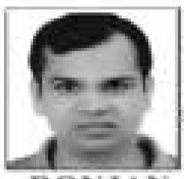
RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার
পেতে পারেন

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হাঁটুর ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, মাংসের ব্যাথা, অবশ হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইটিকা টিস্যুর ব্যাথা নিয়মমতের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B | L1A VISA
EB5 | E2 VISA
POLITICAL ASYLUM

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New addres 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

হটলাইন: +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

দুই যুগপূর্তিতে বাংলা ট্রাভেলসের বিভিন্ন প্যাকেজ ঘোষণা

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলা ট্রাভেলসের দুই যুগপূর্তি উপলক্ষ্যে ২১ আগস্ট জ্যাকসন হাইটের গোল্ডেন এজ পার্টি সেন্টারে বাংলা ট্রাভেলসের প্রেসিডেন্ট ও সিইও মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন বেলাল সাংবাদিক ও পৃষ্ঠপোষকদের নিয়ে মতবিনিময় সভার আয়োজন করেছিলেন। দুই যুগ পুর্তি উপলক্ষে বাংলা ট্রাভেলসের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্যাকেজ ঘোষনা করেন বেলায়েত হোসেন বেলাল। প্যাকেজের আওতায় বাংলা ট্রাভেলস ২৪ ঘন্টায় যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্ট পাওয়ার নিশ্চয়তা দিচ্ছে। আর ১৭৯৫ ডলারে ওমরাহ হজ্ব পালনের প্যাকেজের ব্যবস্থা রয়েছে যাতে বিমান ভাড়া, হোটেল, জেদ্দা এয়ারপোর্ট থেকে পিক আপ ও ড্রপ, মক্কা ও মদিনায় যাতায়াতের ব্যবস্থা অর্ন্তভূক্ত। মদিনা মসজিদে অধ্যয়নরত উচ্চ শিক্ষিত বাংলাদেশি গাইডস সর্বদা সেবাদানে প্রস্তুত থাকবে।

বাংলা ট্রাভেলসের প্রেসিডেন্ট ও সিইও মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন বলেন, আমাদের প্রতিষ্ঠানসমুহে দুই যুগ যাবৎ একটি দক্ষ পেশাজীবী টিম নিয়ে নিউইয়র্কসহ আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটে সার্ভিস দিয়ে আসছি। আমাদের সেবাসমুহের বিষয়ে আপনাদের মতামত ও ভ্রমণের বিষয়ে পরামর্শ নিয়ে আরো ভাল করতে চাই।

তিনি বলেন, বাংলা ট্রাভেলস একটি ভালো, দক্ষ গ্রুপ পবিত্র মক্কা নগরীতে ওমরাহ হজ সহজভাবে সম্পন্ন করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করছে। নিউইয়র্র্কসহ আমেরিকার যে কোন স্টেট থেকে প্রবাসী বাংলাদেশিসহ অন্যান্য দেশ ও ভাষার ধর্মপ্রাণ নারী পুরুষ এই সার্ভিস পেয়ে থাকেন। পবিত্র মক্কা নগরী, পার্শ্ববর্তী মদিনা নগরী এবং মিডল ইষ্ট এর অন্যান্য শহরে আপনাদের পরামর্শ আশা করি। বরাবরের মতো আপনাদের মিডিয়ার মাধ্যমে বাংলা ট্রাভেলসকে কমিউনিটির সেবামূলক কাজে আমরা সব সময় আপনাদের পরামর্শ চাই। অনুগ্রহ করে বরাবরের মতো আপনাদের মিডিয়ার মাধ্যমে বাংলা ট্রাভেলসকে কমিউনিটির সেবায় আপনাদের সাথে সাথে রাখবেন।

তিনি বলেন, ব্যবসা এবং সামাজিক উন্নতিতে বাংলা ট্রাভেলস আপনাদের সাথে অংশীদার হতে চেষ্টা করে এবং আগামীতেও বাংলাদেশ ও উত্তর আমেরিকার প্রবাসী কমিউনিটির সাথে ও ভাল কাজে সবার সাথে থাকবার জন্য অঙ্গিকারবদ্ধ

অনুষ্ঠানে কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও দোয়া করেন আবু হুরায়রা মসজিদের ইমাম মাওলানা ফায়েক উদ্দিন। এরপর বেলায়েত হোসেন বেলালকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান বাংলা ট্রাভেলস এর স্টাফদের পক্ষ থেকে চিফ অপারেটিং অফিসার আবু তাহের

বিএনপি-জামায়াত ক্ষমতা পেলে আমিও থাকব না, বাংলাদেশও থাকবে না

বললেন আইনমন্ত্রী

ঢাকা অফিস

আনিসুল হক

আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, 'ওই বিএনপি-জামায়াতের কাছে যদি বাংলাদেশ যায় তাহলে আপনারাও থাকবেন না, আমিও থাকব না, বাংলাদেশও থাকবে না। বাংলাদেশ রক্ষা করার জন্য সকলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলব আগামী নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুকন্যাকে আবারও নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে নির্বাচিত করতে হবে।'

রোববার রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। বঙ্গবন্ধু কৃষিবিদ পরিষদ ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন যৌথভাবে এ আলোচনা সভার আয়োজন করে।

সংগঠন সভাপতি ও আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য, কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য দেন আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক আবদুস সবুর, সংসদ সদস্য সাহাদারা মান্নান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক শারফুদ্দিন আহমেদ, কবি নির্মলেন্দু গুণ, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ওয়াহিদা আক্তার প্রমুখ।

উপস্থিত কৃষিবিদদের উদ্দেশে আনিসুল হক বলেন, 'আজকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নেই। তাঁর কিছু যায় আসবে না যদি বাংলাদেশ থাকে বা না থাকে। কিন্তু আমাদের যায় আসবে। তাই এ বাংলাদেশকে রক্ষা করতে হবে।'

গ্রামের কৃষকদের নৌকা মার্কায় ভোটদানে উদ্বুদ্ধ করতে কৃষিবিদদের প্রতি আহ্বান জানান আইনমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আপনারা বলবেন নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে বাংলাদেশকে জীবিত রাখতে হবে। তাই শেখ হাসিনার নেতৃত্ব চাই।'

শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে পরিচিত করেছেন উল্লেখ করে আনিসুল হক বলেন, 'শেখ হাসিনা আমাদের দেশ দিয়েছেন, যেখানে গৃহহীনরা বলতে পারেন আমাদের গৃহ আছে। যাদের বিদ্যুৎ ছিল না, তারা বলতে পারে বিদ্যুৎ পেয়েছি।

বাংলাদেশী এমপ্লয়িস অব এনওয়াইসিটিএ-এমটিএ'র বার্ষিক বনভোজন ২০২৩

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

২৩ আগস্ট রোববার নিউইয়র্কে আনন্দমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশী এমপ্লয়িস অব এনওয়াইসিটিএ-এমটিএ'র বার্ষিক বনভোজন ২০২৩।

ইয়র্কটাউন হাইটসে এফডিআর স্টেট পার্কে বর্নাঢ্য আয়োজনে উদযাপিত হয়েছে এই বনভোজন। নিউইয়র্কে কর্মরত বাংলাদেশী এমপ্লয়িস অব এনওয়াইসিটিএ-এমটিএ'র এমপ্লয়িরা স্ব-পরিবার অংশ নেন এ বনভোজনে। এছাড়াও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দও যোগদান করেন এ আয়োজনে।

দিনের শুরুতে মিষ্টিমুখ করানো দিয়ে শুরু হওয়া বনভোজনের পরবর্তী কার্যক্রম ছিলো বিভিন্ন খেলা-ধূলা। শিশু-কিশোর, নবীন-প্রবীণরা বিভিন্ন ইভেন্টে অংশ নেন। পার্কের খোলা মাঠে খেলাধুলাসহ আনন্দে উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন অংশগ্রহণকারীরা। বনভোজনে বিভিন্ন খেলা-ধূলা ছাড়াও বিশেষ আর্কষণ ছিল র‍্যাফেল ড্র।

দুপুরে খাবারে পরিবেশন করা হয় গোল্ডেন প্যালেস পার্টি হল ক্যাটারিং এর সুস্বাদু খাবার। মহিলাদের মিউজিক্যাল বালিশ নিক্ষেপ ইভেন্টের মাধ্যমে খেলাধুলা পর্ব শেষ হয়।

বনভোজন উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক সাঈম মোস্তাকিমের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টিডাব্লিউ ইউ লোকাল ১০০ প্রেসিডেন্ট রিচার্ড ডেভিস, সাবেক প্রেসিডেন্ট টনি উতানো, সেক্রেটারি লাটোনিয়া ক্রিস্প ও ট্রেজারার জা চোরেলো।

অন্যদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন সুপার মোহাম্মদ মনসুর ও আলী হায়দার, সুপারভাইজার অজয় সরকার, মো: শামীম মিয়া, নিলুফার বেগম, অরুণ দাশ গুপ্ত, গৌতম দাস, সিদ্ধার্থ চৌধুরী ও বোরাল প্রমুখ।

সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন উদযাপন কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক সামাদ মিয়া জাকারিয়া, আখলাকুর রহমান আপন, নিজাম উদ্দিন, একেএম মামুন খান, সাফওয়ান এ চৌধুরী, প্রধান সমন্বয়কারী সৈয়দ তাহমীদুল হক, সমন্বয়কারী মো. আজাদ মিয়া, জামাল আহমেদ, ফরিদ খান, মোখলেসুর রহমান, মই রাজ্জাক, মো. রশিদ, মোহাম্মেদ তুষার, শামীম আহমেদ, ফারহানা চৌধুরী, বীথি, সোহেল, নুরুল সরকার, সোলায়মান, মঞ্জুর, কুদ্দুস, জুয়েল, নাজমুল, সিদ্দিক প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন জনপ্রিয় শিল্পী শারমিন তানিয়াসহ

কানাডার জিটিপি স্কিম

আওতায় পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশ শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবে ২০৩৪ সাল পর্যন্ত

ঢাকা ডেস্ক

জেনারেল প্রেফারেনশিয়াল ট্যারিফ (জিপিটি) স্কিমের আওতায় কানাডা সরকার উন্নয়নশীল দেশগুলোকে শুল্কমুক্ত বাজারসুবিধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই স্কিমের আওতায় তৈরি পোশাক উৎপাদনের নিয়ম শিথিল করাসহ অন্যান্য পণ্যও দেশটিতে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে। নতুন এই স্কিমে শিল্পের শ্রম ও পরিবেশগত কমপ্লায়েন্সের ওপর ভিত্তি করে এই বাজার প্রবেশাধিকার সুবিধাগুলোকে সম্প্রসারিত করার প্রস্তাবও রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশ ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে বেরিয়ে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে যুক্ত হবে আশা করা হচ্ছে। জেনারেল প্রেফারেনশিয়াল ট্যারিফ (জিপিটি) স্কিমের আওতায় তখনো কানাডায় শুল্কমুক্ত বাজারসুবিধা পাবে বাংলাদেশ। ২০৩৪ সাল পর্যন্ত অন্যতম এই বড় বাজারে শুল্কমুক্ত বাজারসুবিধা থাকায় কিছুটা হলেও হাঁফ ছেড়ে বাঁচবেন উদ্যোক্তারা।

২৭ আগস্ট রোববার তৈরী পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সভাপতি ফারুক হাসান জানান, কানাডার পার্লামেন্ট গত ৮ জুন একটি ফাইন্যান্স বিল পাস করেছে; সেখানে জিপিটি স্কিমের মেয়াদ ২০৩৪ সালের শেষ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। ফারুক হাসান বলেন, 'বাংলাদেশ থেকে কানাডা মাত্র মোট তৈরি পোশাকের ১৩ দশমিক ৯৫ শতাংশ আমদানি করে। তার মানে, এ বাজারে বাংলাদেশের আরও বড় সম্ভাবনা আছে। জিপিটি প্লাস সুবিধা নিয়ে দেশটিতে রপ্তানি আরও বাড়াতে আমাদের কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া উচিত।'

তথ্য সূত্রে জানা যায়, বাংলাদেশ ২০০৩ সাল থেকে লিস্ট-ডেভেলপমেন্ট কান্ট্রি ট্যারিফ (এলডিসিটি) স্কিমের আওতায় কানাডায় সম্পূর্ণ শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা ভোগ করছে। এলডিসিটি স্কিম জিপিটির আওতায় পড়ে। জিপিটি স্কিম প্রতি ১০ বছর পরপর নবায়ন করা হচ্ছে।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ সরকারকে জাতিসংঘের প্রস্তাব গ্রহনের আহবান

গুমের ঘটনা তদন্ত

ঢাকা ডেস্ক

৩০ আগস্ট বুধবার 'গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্মরণে আন্তর্জাতিক দিবস' উপলক্ষে গুমের ঘটনা তদন্তে জাতিসংঘের দেওয়া প্রস্তাব গ্রহনের আহবান জানিয়েছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ আহবান বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে গুমের ঘটনা তদন্তে একটি স্বাধীন কমিশনকে সহায়তার জন্য জাতিসংঘের প্রস্তাব সরকারের গ্রহণ করা উচিত। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এই আহ্বান সংগঠনটির ওয়েবসাইটে ২৮ আগস্ট মঙ্গলবার প্রকাশ করা হয়েছে।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলেছে, বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে গুমের ঘটনা দেশটির কর্তৃপক্ষ বারবার অস্বীকার করে আসছে। উল্টো তারা প্রহসনমূলক দাবির পুনরাবৃত্তি করে বলে আসছে, নিখোঁজ ব্যক্তিরা আত্মগোপনে আছেন।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলেছে, বাংলাদেশি মানবাধিকার পর্যবেক্ষকদের মতে, নিরাপত্তা বাহিনী ২০০৯ সাল থেকে ৬০০-এর বেশি ব্যক্তিকে গুম করেছে। যদিও পরে কিছু লোককে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, আদালতে হাজির করা হয়েছিল বা নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে গুলিবিনিময়ে মারা গেছেন বলে বলা হয়েছিল। তবে এখনো প্রায় ১০০ ব্যক্তি নিখোঁজ। আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গুমের অভিযোগ তদন্তে একটি বিশেষ পদ্ধতি গড়ে তুলতে জাতিসংঘের সহায়তার প্রস্তাব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছে সরকার।

একই মঞ্চে গাইলেন মিতালী মুখার্জী এবং বাদশা বুলবুল

উত্তর আমেরিকা অফিস

দুই বাংলার জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী মিতালী মুখার্জী নিউ ইয়র্কে গ্যালাক্সী মিডিয়ার আয়োজনে ২৬ আগস্ট শনিবার নিউ ইয়র্কের জ্যামাইকার মেরী লুইস একাডেমী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল মিউজিক্যাল নাইট মিতালী মুখার্জী এন্ড বাদশা বুলবুল। "এ জীবন তোমাকে দিলাম বন্ধু তুমি শুধু ভালোবাসা দিও" "ভালোবাসা যত বড় জীবন তত বড় নয়" "যেটুকু সময় তুমি থাকো পাশে" সহ অসংখ জনপ্রিয় গান গেয়ে দর্শকদের বিমোহিত করে রেখেছেন।

সুকণ্ঠি মিতালী মুখার্জীর গাওয়া "এই দুনিয়া এখনতো আর সেই দুনিয়া নাই" "দুই পয়সার আলতা"ছবির এই গানটিও শোভা পায় অনুষ্ঠানে। সাথে ছিলেন আরেক বরেন্য ও দেশ সেরা গায়ক বাদশা বুলবুল।যার গানে মুগ্ধ পুরো অডিটোরিয়াম। প্রথমেই মা মাটির গান দিয়ে মিউজিক নাইটের শুরুটা করেন বাদশা বুলবুল। একের পর এক পরিবেশন করেন নিজের এবং দর্শকের পছন্দের গান। দর্শকের পছন্দের তালিকায় ছিলো মান্না দে, জগজিত সিং, মোহাম্মদ রফিক সহ বিভিন্ন শিল্পীর গাওয়া গজল ও পরিচিত সব গান। বাদশা বুলবুল টানা এক ঘন্টা গান পরিবেশন করে মুগ্ধ করেন দর্শক শ্রোতাদের।

গ্যালাক্সী মিডিয়ার কর্নধার বদরুদ্দোজা সাগর বলেন- রুচির দুর্ভিক্ষের প্রতিবাদে প্রবাসে সঙ্গীতের নান্দনিক ধারাকে অভ্যাহত রাখতে আজকের এই পরিবেশনা। আর এই রকম নান্দনিক অনুষ্ঠান উপস্থাপন করতে গ্যালাক্সী মিডিয়া বদ্ধপরিকর। তারই ফলশ্রুতিতে মিতালী মুখার্জীর মত একজন জনপ্রিয় এবং গুণী শিল্পী নিয়ে আমাদের এই আয়োজন। এই অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেছেন প্রিসিলা এবং মিডিয়া পার্টনার হিসেবে ছিলেন আরটিভি ও ঠিকানা।

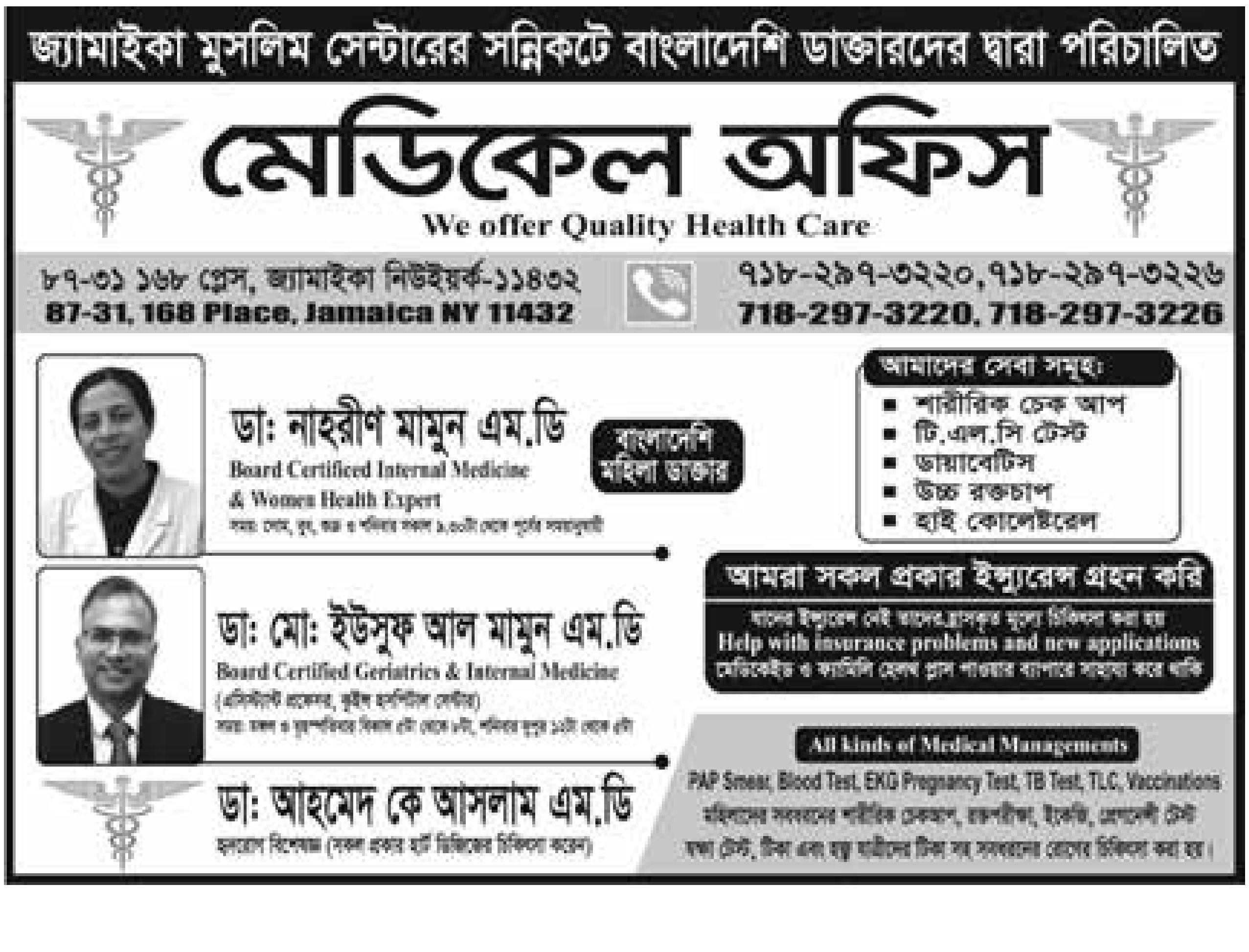

চীন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় না যুক্তরাষ্ট্র, শ্রদ্ধা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান চায় বেইজিং

উত্তর আমেরিকা অফিস

চীনের প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াং বলেছেন, উভয় দেশের (যুক্তরাষ্ট্র ও চীন) মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং উভয় পক্ষের সমান সহযোগিতা অংশীদারত্বই দুই দেশের সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। চীন সফররত যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যমন্ত্রী জিনা রাইমন্দোর সঙ্গে বেইজিংয়ে বৈঠককালে কিয়াং এ কথা বলেন। জবাবে জিনা রাইমন্দো বলেন, চীন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় না যুক্তরাষ্ট্র।

চীনের রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদমাধ্যম সিনহুয়ার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গতকাল মঙ্গলবার চীনের রাজধানী বেইজিংয়ের গ্রেট হলে মার্কিন বাণিজ্যমন্ত্রী জিনা রাইমন্দোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন চীনের প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াং। বৈঠকে দুই দেশের শীর্ষ নেতারা উভয় পক্ষের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির আহ্বান জানান।

লি বলেন, 'বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যকার বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক পারস্পরিকভাবে সুবিধাজনক এবং দুই পক্ষের জন্যই ইতিবাচক। কিন্তু অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ইস্যুর মধ্যে রাজনীতি আনলে তা কেবল দুই পক্ষের মধ্যকার দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক ও আস্থাকেই বিনষ্ট করবে না, পাশাপাশি দুই দেশের ব্যবসায়ী ও জনগণের স্বার্থকেও গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। এ ছাড়া এই অবস্থা বিশ্ব অর্থনীতিতেও বিপর্যয়কর প্রভাব ফেলবে।' লি আরও বলেন, 'চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের সুন্দর সম্পর্ক দুই দেশের পাশাপাশি বিশ্বকে উপকৃত করে। বালিতে দুই দেশের শীর্ষ নেতারা যে এজেন্ডাগুলোতে একমত হয়েছিলেন, সেগুলো নিয়ে কাজ করার প্রতি যুক্তরাষ্ট্র গুরুত্বারোপ করছে দেখে চীন আনন্দিত।'

চীনের প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'পারস্পরিক শ্রদ্ধা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং পারস্পরিক সমান সহযোগিতা চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সঠিক পথ। আমরা আশা করি, যুক্তরাষ্ট্র দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক বজায় রাখতে এবং এগিয়ে নিতে আরও যুগোপযোগী ও ফলপ্রসূ পদক্ষেপ নিতে চীনের সঙ্গে কাজ করবে।' তিনি বলেন, চীন অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা ও সহযোগিতা জোরদার করতে এবং দ্বিপক্ষীয় অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের সুষ্ঠু বিকাশে ইচ্ছুক। তিনি আশা প্রকাশ করেন, যুক্তরাষ্ট্র একই বিষয়ে চীনের সঙ্গে কাজ করবে।

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ লায়ন্স ক্লাবের অভিষেক

উত্তর আমেরিকা অফিস

২৬ আগস্ট শনিবার ম্যারিয়ট প্লাজা হোটেলে অনুষ্ঠিত নিউইয়র্ক বাংলাদেশ লায়ন্স ক্লাবের বর্ণাঢ্য অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়েছে। লায়ন শাহ নেওয়াজ ও লায়ন জেএফএম রাসেলের নেতৃত্বাধীন কমিটি (২০২৩-২০২৪) অভিষেক অনুষ্ঠানে দায়িত্ব গ্রহন করেন। প্রধান নির্বাচন কমিশানার লায়ন মোহাম্মদ সাইয়িদ নবনির্বাচিত কমিটিকে শপথ বাক্যপাঠ করান। এর পরপরই বিদায়ী কমিটির সভাপতি আহাসান হাবিব ও সাধারন সম্পাদক হাসান জিলানী নতুন কমিটির সভাপতি ও সাধারন সম্পাদকের হাতে দায়িত্ব হস্তান্তর (গংবেল) করেন। নতুন সভাপতি শাহ নেওয়াজ গংবেল বাজিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন কমিটির কার্যক্রম শুরুর ঘোষণা দেন।

অভিষেক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আল হারমাইন গ্রপের কর্ণধার, দেশে ও প্রবাসের বিশিষ্ঠ ব্যবসায়ী মাহতাবুর রহমান। তিনি প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেশে বিনিয়োগের আহবান জানান। স্পেশাল গেষ্ট হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লায়ন্স ডিস্ট্রিক্ট গর্ভনর রেমন স্মিথ। নিউইয়র্ক স্টেট এসেম্বলি ওম্যান জেসিকা গনজালেজ, জেনিফার রাজ কুমার , স্টেট সিনেটর জন ল্যু ও সাবেক ডিস্ট্রিক্ট গর্ভনর মেদাদি সাই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান পরিচলনায় ছিলেন এফইএমডি রকি। তাকে সহায়তা করেন এএফএম জামান।

লায়ন্স ক্লাবের অভিষেক অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য গঠিত কনভেনিং কমিটিতে লায়ন রকি আলিয়ান আহবায়ক ও লায়ন এফইএমডি রকি সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। নতুন কমিটির নির্বাচিত কর্মকর্তারা হলেন সভাপতি শাহ নেওয়াজ, ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট রকি আলিয়ান, ভাইস প্রেসিডেন্ট একেএম রশীদ,রেজা রশীদ,সাইফুল ইসলাম ও রুহুল আমীন, সেক্রেটারি জেএফএম রাসেল, জয়েন্ট সেক্রেটারি আবুল কাশেম চৌধুরী, কামরুল মজুমদার ও ট্রেজারার মশিউর রহমান মজুমদার।

অভিষেক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রেসিডেন্ট শাহ নেওয়াজ, সেকেন্ড ভাইস ডিস্ট্রিক্ট গর্ভনর আসেফ বারী টুটুল, সাবেক প্রেসিডেন্ট মতিউর রহমান, সাবেক প্রেসিডেন্ট আহসান হাবিব, সাবেক সেক্রেটারি হাসান জিলানী ও সাইফুল ইসলাম, লায়ন ফাহাদ সোলায়মান ও আলমগীর খান আলম।অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক স্টেট এসেমব্লিওম্যান জেনিফার রাজকুমার কমিউনিটিতে ব্যাপক সেবা প্রদানের জন্য লায়ন শাহনেওয়াজকে 'প্রোক্লেমেশন' প্রদান এবং তা পাঠ করেন। অনুষ্ঠানে চন্দ্রা ব্যানার্জি ড্যান্স গ্রুপ নৃত্য পরিবেশন করে অতিথিদের প্রসংশা কুড়িয়েছে। সহযোগিতা, ভাতৃত্ব, নেতৃত্ব ও সম্মান প্রদর্শনের একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন হয় এই অভিষেক অনুষ্ঠানে। ক্লাবের গত নির্বাচনে শাহনেওয়াজের প্রতিদ্বন্দ্বি ছিলেন মুনমুন হাসিনা বারি। অল্প ভোটে মুনমুন সভাপতি পদে হেরে যান। শনিবার অভিষেক অনুষ্ঠানে আসেফ বারী ও মুনমুন বারীকে ক্রেস্ট দিয়ে বরন করে নেন শাহ নেওয়াজ ও রানো নেওয়াজ। এ সময় হল ভর্তি অতিথি ও লায়ন্স সদস্যরা করতালি দিয়ে এ দৃশ্যকে স্বাগত জানায়।

আইএসকে সহায়তা করায় পাকিস্তানি চিকিৎসকের ১৮ বছরের কারাদণ্ড

ইমা এলিস

মোহাম্মদ মাসুদ

ইসলামিক স্টেটকে (আইএস) সহায়তা দেওয়ার চেষ্টার দায়ে অভিযুক্ত এক পাকিস্তানি চিকিৎসককে ১৮ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন মার্কিন আদালত। স্থানীয় সময় ২৫ আগস্ট শুক্রবার সেন্ট পলে মোহাম্মদ মাসুদ নামে ওই পাকিস্তানি চিকিৎসককে এ সাজা দেন মার্কিন জেলা বিচারক পল ম্যাগনুসন। মার্কিন বিচার বিভাগের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মাসুদ জঙ্গি গোষ্ঠী ইসলামিক স্টেটে (আইএস) যোগ দেওয়ার ইচ্ছা নিয়ে একাধিক বিবৃতি দিয়েছেন এবং তিনি সংগঠন ও এর নেতার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের বাংলা সংবাদমাধ্যম বাংলা প্রেস এ খবর জা্নিয়েছে।

সিরিয়ায় যুদ্ধ করার জন্য ইসলামিক স্টেটে যোগ দিতে চেয়েছিলেন তিনি। লক্ষ্য ছিলো মার্কিন মাটিতে হামলা চালানো। ৩১ বছরের মাসুদ এক বছর আগে একটি বিদেশী সন্ত্রাসী সংগঠনকে সহায়তা দেওয়ার চেষ্টা করার কথা স্বীকার করেন ।

প্রসিকিউটররা বলেছেন যে মাসুদ ২০20 সালে যুক্তরাষ্ট্র থেকে জর্ডান হয়ে সিরিয়া যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তারপরে মিনিয়াপলিস থেকে লস অ্যাঞ্জেলেসে উড়ে গিয়ে এমন একজনের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেন যে তাকে আইসিসের কাছে পৌঁছে দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো।

কিন্তু ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই) এজেন্টরা তাকে ১৯ মার্চ মিনিয়াপলিস বিমানবন্দরে তার ফ্লাইটে চেক ইন করার পরেই গ্রেফতার করে।

প্রসিকিউটররা আরও বলেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রে হামলা চালানোর ছক ছিল মাসুদের।

মাসুদ ২০২২ সালের ১৬ আগস্ট একটি বিদেশী সন্ত্রাসী সংগঠনকে বস্তুগত সহায়তা দেওয়ার চেষ্টার জন্য দোষী সাব্যস্ত হন। গত ২৫ আগস্ট জ্যেষ্ঠ বিচারক পল এ ম্যাগনুসনের আদালতে তাকে এ সাজা দেওয়া হয়।

জুম্মা ও রমযানে মাগরিবের আযান মাইকে দেয়া যাবে

নিউইয়র্ক

সৈয়দ মাসুদুল কবির

নিউইয়র্ক সিটির মসজিদ থেকে প্রতিদিন পাঁচবার নয়, কেবল শুক্রবারে জুম্মার নামাজের জন্য শুব্দযন্ত্র ব্যবহার করে আযান দেয়া যাবে। এছাড়া মুসলমানদের পবিত্র মাস রমযানে মাগরিবের নামাজের সময়েও মাইকে বা যেকোন শব্দযন্ত্র ব্যয়ভার করে আযান দেয়া হবে। আযান দেয়ার সময় সহনীয় মাত্রার শব্দের দিকে নজর রাখতে হবে।

২৯ আগস্ট মঙ্গলবার নিউইয়র্কের সিটি হলে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানিয়েছেন মেয়র এরিক অ্যাডামস । পুলিশ কমিশনার অ্যাডওয়ার্ড এ ক্যাবান সহ অন্যান্য উর্ধ্বতন সিটি কর্মকর্তা, মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও কমিউনিটি মিডিয়ার উপস্থিতিতে সংবাদ সম্মেলনে মেয়র এ সিদ্ধান্তকে মুসলমান কমিউনিটির জন্য ঐতিহাসিক বলে উল্লেখ করেন।

নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী সিটি এলাকার মসজিদগুলোতে প্রতি শুক্রবার দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে দেড়টার মধ্যে মাইকে আযান দেয়া যাবে। পাশাপাশি রমজান মাসে প্রতিদিন সন্ধ্যায় ইফতার বা মাগরিবের নামাজের সময় মাইকে উচ্চস্বরে আযান সম্প্রচার করা যাবে।

মেয়র অ্যাডামস সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, দীর্ঘদিন থেকে ধারনা ছিল মুসলিম কমিউনিটিকে তাদের আযান সজোরে সম্প্রচার করতে দেয়া হচ্ছে না। প্রশাসনিক লালফিতার অবসান ঘটেছে

এবং সকলের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি সমান এ কথা নিশ্চিত করতে পেরে সিটি প্রশাসন গর্বিত বলে মেয়র সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করেন।

পুলিশ কমিশনার অ্যাডওয়ার্ড এ ক্যাবান বলেছেন, এনওয়াইপিডি কমিউনিটি অ্যাফেয়ার্স ধর্মীয় স্বাধীনতার মৌলিক বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে শান্তি ও উন্নতির জন্য নিবেদিত রয়েছে। সিটির পুলিশ সদস্যরা নিউইয়র্কের জনমিশ্রন এবং উন্নত বিভিন্ন কমিউনিটির সম্পর্কে অবগত ও অভিজ্ঞ বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এর আগে ২৪ আগস্ট এনওয়াইপিডির ডেপুটি কমিশনার মার্ক টি স্টিয়ার্ট স্বাক্ষরিত একটি বিজ্ঞপ্তির জের ধরে প্রচার করা হয়েছিল প্রতিদিনই ফজরের ও এশার নামজ ছাড়া সন্যান্য নামাজের সময়ে মাইকে আযান দেয়া হবে। বেশ কিছু মসজিদে এমন আযান দেয়ার প্রস্তুতীও নেয়া হয়। মঙ্গলবার সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস ও পুলিশ কমিশনারের সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে নগরীর মসজিদগুলোর জন্য আযান সংক্রান্ত নির্দেশনা স্পষ্ট করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ঢাকা দূতাবাসের অভিযোগে খুলনায় তরুণ গ্রেপ্তার

ঢাকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের করা এক মালায় মো: সামির (২০) নামের এক তরুণকে খুলনা থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। যুক্তরাষ্ট্রের এক কিশোরীর সঙ্গে অনলাইনে বন্ধুত্ব করেন খুলনার এই তরুণ। বন্ধুত্বের সুযোগে কিশোরীকে প্রলুব্ধ করে নগ্ন ছবি হাতিয়ে নেন। পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রের ঢাকা দূতাবাসের অভিযোগে খুলনা থেকে ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এই ঘটনায় ঢাকার যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের এক কর্মকর্তা গুলশান থানায় পর্নোগ্রাফি আইনে একটি মামলা করেছেন।

মামলাটি তদন্ত করছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ইউনিটি (সিটিটিসি)। ২৭ আগস্ট রোববার সন্ধ্যায় ডিএমপির সিটিটিসি প্রধান ও অতিরিক্ত কমিশনার মো. আসাদুজ্জামান জানান, গত ২১ আগস্ট খুলনা শহরের সোনাডাঙ্গা থানার নিউমার্কেট এলাকা থেকে সামিরকে গ্রেপ্তার করা হয়।

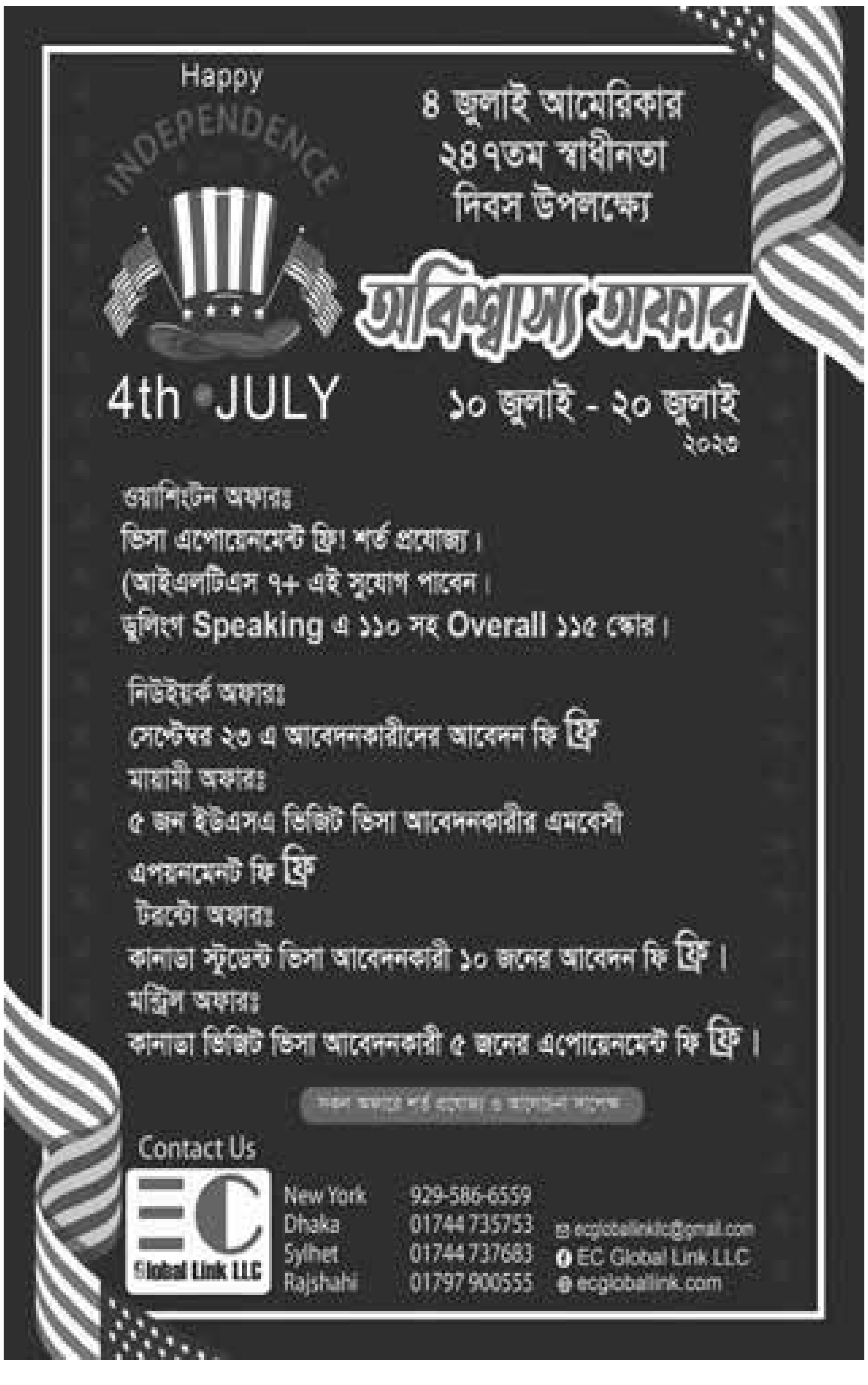

আমেরিকায় মানবাধিকার, নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ

কংগ্রেসওম্যান লুইস ফ্র্যাঙ্কেল

জুয়েল সদত

লুইস ফ্র্যাঙ্কেল

মার্কিন কংগ্রেসে শ্রমিক, স্বাস্থ্য, মানবসম্পদ এবং শিক্ষা সম্পর্কিত কমিটির প্রভাবশালী সদস্য কংগ্রেসওম্যান লুইস ফ্র্যাঙ্কেল বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনী ব্যবস্থা, এমনকি এই ফ্লোরিডা স্টেটের রাজনীতি, প্রশাসন, মানবাধিকার নিয়ে যে অচলাবস্থা বিদ্যমান সেদিকে নজর দেয়া উচিত আমাদের প্রশাসনের। সেখানে যদি আমরা বাংলাদেশের সরকার কিংবা নির্বাচনী ব্যবস্থার সমালোচনা করি, সেটা অনধিকার চর্চা। আমাদের যুক্তরাষ্ট্র নানা সমস্যায় জর্জরিত।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ, নানা সূচকে বাংলাদেশ এগিয়ে আছে। বিশ্বের নানা দেশের শান্তি রক্ষায় বাংলাদেশের পীস কোর কাজ করছে। বাংলাদেশ তাদের নিজেদের আইন ও সংবিধান অনুযায়ী একটি নির্বাচন করবে, সেখানে অন্য কারও জড়ানো উচিত নয়।

আমেরিকায় বসবাসরত বাংলাদেশীরা আমেরিকা বিনির্মানে ভুমিকা রাখছেন।

বাংলদেশের জনগনই তাদের পছন্দের সরকার বেছে নিবে। আমেরিকার উচিত আমেরিকার আভ্যন্তরিন সমস্যায় গুরুত্ব দেয়া, আমেরিকায় মানবাধিকার প্রশ্নবিদ্ধ। আমাদের অন্যদেশগুলোর আভ্যন্তরিন বিষয় থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আমেরিকার অর্থনীতি, বেকারত্ব, মানবাধিকার লঙ্গন ও সামগ্রিক ইমেজ সংকটে ভুগছে। আমি আপনাদের বিষয়গুলো অন্যদের সাথে আলাপ করব। বাংলাদেশ নিয়ে যে ভুল তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে তা অন্যদের সাথে শেয়ার করব।

২৩ আগস্ট বুধবার সন্ধ্যায় ফ্লোরিডার পামবীচে বাংলাদেশি আমেরিকানদের এক সমাবেশে বক্তব্যকালে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির এই কংগ্রেসওম্যান আরও বলেন, ইতিমধ্যেই ওয়াশিংটনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরানের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। বাংলাদেশের উন্নয়ন-অগ্রগতি এবং ১৩ লাখের মতো রোহিঙ্গা রিফিউজিকে আশ্রয় প্রদান, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং আইনের শাসনের ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপের পাশাপাশি সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন গঠন করার কথা জেনেছি বিস্তারিতভাবে। আমি ক্যাপিটল হিলে ফিরে গিয়ে সহকর্মীদের সঙ্গে আবারও কথা বলব বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচন যাতে ব্যাহত না হয় তেমন যে কোনো পরিস্থিতির ওপর নজর রাখতে। কংগ্রেসওম্যান লুইস ফ্র্যাঙ্কেল বলেন, আমরা যারা ডেমোক্র্যাট তারা আমেরিকান মূল্যবোধে বিশ্বাস করি এবং সেভাবেই সবকিছু করার চেষ্টায় থাকি।

কিন্তু অন্যেরা গত নির্বাচনে কী করেছে? ব্যালট ব্যবস্থাকে মুছে ফেলতে কী ধরনের জঘন্য ষড়যন্ত্র চালিয়েছে- তা কি ভুলে গেলে চলবে?

বাংলাদেশি আমেরিকান ডেমোক্র্যাটিক ক্লাব এবং বাংলাদেশি আমেরিকান কম্যুনিটি অব ফ্লোরিডার যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে পামবীচ কাউন্টি ডেমোক্র্যাটিক পার্টির চেয়ারম্যান মিন্ডি কোচ, সদ্যবিদায়ী চেয়ারম্যান টেরি রিজ্জোও বাংলাদেশী আমেরিকানদের প্রশংসা করে বক্তব্য দেন এবং বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বিদ্যমান সম্পর্ক অটুট রাখতে করণীয় সবকিছু তারা করবেন বলে উল্লেখ করেন।

মার্কিন রাজনীতিক ও নীতিনির্ধারকদের ধন্যবাদ জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা এম ফজলুর রহমান বলেন, বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার দূরদর্শিতাপূর্ণ নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। জাতীয় এবং আঞ্চলিক সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে শেখ হাসিনার জিরো টলারেন্সে আজ অনেকেই সন্ত্রস্ত। কারণ, সেই অশুভ শক্তি আর মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারবে না শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে অধিষ্ঠিত থাকলে। এটাই হচ্ছে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচারণার অন্যতম কারণ।

এ সমাবেশে কম্যুনিটি নেতাদের মধ্যে আরও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশি আমেরিকান ডেমোক্র্যাটিক ক্লাবের কর্মকর্তা জুনায়েদ আকতার ও হাসান জাহাঙ্গির, ফ্লোরিডা স্টেট আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা নান্নু আহমেদ এবং সাধারণ সম্পাদক মুজিবউদ্দিন, সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি আসিফ কাজী সুকন ও কমিউনিটি একটিভিস্ট ইমতিয়াজ হাসান।

বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন লিটন খান, ওসমান অপু, রানা খান, শেখ বাবুল, সাজ্জাদুর রহমান, ইফতেখার চৌধুরী, তৌহিদুল ইসলাম, মিম খান, জামি খান, মোজাম্মেল হক, আনোয়ার খান দিপু, সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা মহানগর আওয়ামী লীগের মুক্তিযোদ্বা শামীম মৃধা, সাবেক ছাত্র নেতা আনোয়ার হোসেন সেন্টু, সাবেক ছাত্র নেতা নাজিম উল্লাহ লিটন, জাহাঙ্গীর সরদার, নাসিমা মৃধা প্রমুখ।

সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারন আনোয়ার হোসেন সেন্টু ও যুগ্ম সাধারন সম্পাদক নাজিম উল্লাহ লিটন জানান, সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে সেন্ট্রাল ফ্লোরিডায় বেশ কয়েকজন কংগ্রেস ম্যান, স্টেট সিনেটর, মেয়র সহ আমেরিকার মুল ধারার রাজনীতিবিদদের নিয়ে বড় আকারের আমরা একটা সেমিনার করব, বাংলাদেশ কে নিয়ে আমেরিকার প্রশাসনে যে ভুল তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে তার সঠিক তথ্য তুলে ধরা হবে।

চলতি বছর ১৭২ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে ইসরায়েল

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

চলতি বছরের শুরু থেকে আগস্ট পর্যন্ত ১৭২ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে ইসরায়েলি দখলদার বাহিনী। যেখানে পুরো ২০২২ সালে তারা হত্যা করেছে ১৫৫ জনকে। জাতিসংঘের মানবিকবিষয়ক সমন্বয় দপ্তর গতকাল সোমবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য প্রকাশ করে।

মিডল ইস্ট মিররের এক প্রতিবেদন অনুসারে, পাক্ষিক এ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০০৫ সালের পর ২০২২ সালে পূর্ব জেরুজালেমসহ পশ্চিম তীরে সর্বোচ্চ প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে।

এতে আরও বলা হয়, ৮ থেকে ২১ আগস্ট দুই সপ্তাহের মধ্যে পশ্চিম তীরজুড়ে ইসরায়েলি বাহিনীর গুলিতে ৫৫৯ ফিলিস্তিনি আহত হয়েছে। এর মধ্যে ১৪৮টিই ছিল শিশু।

চলতি বছরের শুরু থেকে পশ্চিম তীরে মোট ৭০৫ ফিলিস্তিনি ইসরায়েলি বাহিনীর গুলিতে আহত হয়েছে। এ সংখ্যা ২০২২ সালের একই সময়ের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। ২০২২ সালে এ সংখ্যা ছিল ৪১১।

জাতিসংঘের মানবিকবিষয়ক সমন্বয় দপ্তরের প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২৩ সালের শুরুতেই ‘শাস্তিমূলক খেসারত’ হিসেবে ১৬টি ঘর ও একটি কৃষি অবকাঠামো ভেঙে ফেলা হয়েছে। ২০২২ সালে ভাঙা হয়েছিল ১৪টি এবং ২০২১ সালে ৩টি।

‘শাস্তিমূলক খেসারত’ হলো সামষ্টিক শাস্তির একটি রূপ। আন্তর্জাতিক আইনে এ ধরনের ধ্বংসযজ্ঞ অবৈধ বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

পশ্চিম তীরের বেশ কয়েকটি এলাকায় ফিলিস্তিনিদের যাতায়াত নিষিদ্ধ করেছে ইসরায়েল। এতে হাজার হাজার ফিলিস্তিনি আয়-উপার্জনের পথ ও বিভিন্ন সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

নিউজিল্যান্ডের হার আমেরিকার কাছে

ফরিদা ইয়াসমীন

ফিলিপাইনের ম্যানিলায় ২৬ আগস্ট শনিবার ফিবা বিশ্বকাপে তাদের উদ্বোধনী খেলায় নিউজিল্যান্ডের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছেআমেরিকার দল। শনিবার অনুষ্ঠিত বিশ্ব বাস্কেট বলের উদ্বোধনী খেলায় আমেরিকান দল ৯৯- ৭২ পয়েন্টে নিউজিল্যান্ড দলকেপরাজিত করেছে।

খেলার প্রথম দিকে আমেরিকার দলকে পিছিয়ে থাকতে দেখা যায়। নিউজিল্যান্ড প্রথম পাঁচ মিনিটে ১৪-৪ এগিয়েছিল কারণমার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাঁচটি শট মিস করেছিল এবং তার প্রথম ১১টি দখলে চারটি টার্নওভার করেছিল। কিন্তু খেলার মধ্যভাগ থেকে আমেরিকার দল নিউজিল্যান্ডকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলে। পাওলো বানকেরো বেঞ্চ থেকে নেমে আসেন আমেরিকানদের হয়েএবং ৮-০ রানে ছয় পয়েন্ট করেন। বানকেরো, যিনি অরল্যান্ডো ম্যাজিক এর জন্য খেলেন, তিনি চারটি রিবাউন্ড করেন এবংচারটি ব্লকের পাশাপাশি ফ্লোর থেকে ৮-এর-১০-শুটিংয়ে ফোকাস করে ২১ পয়েন্ট নিয়ে দলকে জয়ের মুখ দেখতে সাহায্য করেন।

অ্যান্থনি এডওয়ার্ডস, মার্কিন সূচনাকারীদের একজন, যিনি ১৪ পয়েন্ট তুলেন এবং দলে সাতটি রিবাউন্ড অবদান রেখেছেন।

জ্যারেন জ্যাকসন জুনিয়র, অস্টিন রিভসের প্রতিটিতে ১২ পয়েন্ট রয়েছে এবং জ্যালেন ব্রুনসন এবং টাইরেস হ্যালিবার্টনঅতিরিক্ত ১০টি পয়েন্টে ফোকাস সহ দ্বিগুণ পরিসংখ্যানে পৌঁছেছেন।

নিউজিল্যান্ডের নেতৃত্বে ছিলেন রুবেন তে রাঙ্গি, যিনি ১৫ পয়েন্ট নিয়ে খেলা শেষ করেছেন। টিম ইউএসএ প্রধান কোচ স্টিভ কের বলেছেন, "নিউজিল্যান্ডের দ্রুত শুরুটা ছিল দলের জন্য একটি শালীন লড়াই। নিউজিল্যান্ড আবির্ভূত হয়েছিল এবং আমাদের মুখেআঘাত করেছিল। তবে তারা দুর্দান্ত ছিল-এটা ভাল, আমাদের সবকিছু অনুভব করা ভাল।"

কোচ স্টিভ কের খুবই উচ্ছ্বসিত ছিলেন। তিনি আরো বলেন "টিম ইউএস-এ খুবই শক্তিশালী একটি দল এবং আমি আমারদলের ব্যাপারে অনেক আশাবাদী। আমার কোচিং পেশাটি আনন্দের সাথে উপভোগ করছি।"

২৮ আগস্ট সোমবার সি গ্রুপে যুক্তরাষ্ট্রের পরের দিকে রয়েছে গ্রিস। মিলওয়াকি তারকা জিয়ানিস আন্তেটোকাউনম্পো হাঁটুতে অস্ত্রোপচারেরপর গ্রিসের হয়ে বিশ্বকাপে আর খেলছেন না।

সোলায়মানের মায়ের মৃত্যুতে দোয়া মাহফিল

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব ২৫ আগস্ট শুক্রবার নিউইয়র্ক প্রেসক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদক ও ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভির যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি এস এম সোলায়মানের মা আয়েশা বেগমের মৃত্যুতে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব এক শোকসভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে। আয়েশা বেগম ২১ আগস্ট বাংলাদেশে ইন্তেকাল করেছেন। জ্যাকসন হাইটস্থ নামিরাহ মসজিদে বাদ মাগরিব এই দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রেসক্লাবের কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন গনমাধ্যমের সাংবাদিক ও কমিউনিটি নেতৃবন্দ অংশ নেন। মাওলানা ফখরুল ইসলাম মাসুম আয়েশা বেগম, এবং আশা হোম কেয়ারের সিইও আকাশ রহমানের বাবা শামসুর রহমান মিয়া ও সাংবাদিক মনোয়ারুল ইসলামের ছোট ভাই এডভোকেট নাসির উদ্দীনের মৃত্যুতে দোয়া পরিচালনা করেন। এর আগে শোক সভা ও দোয়া মাহফিলে অংশ নিয়ে আলোচনা করেন নিউইয়র্ক বাংলাদেশে প্রেস ক্লাবের সভাপতি আবু তাহের, সাবেক সভাপতি ডা. ওয়াজেদ এ খান, কমিউনিটি একটিভিষ্ট আব্দুল্লাহ আল আরিফ, ক্লাবের সাধারন সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম ,যুগ্ম সাধারন সম্পাদক মমিন মজুমদার, সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম সোলায়মান, কোষাধ্যক্ষ মাওলানা আহমেদ রশীদ ও কার্যকরি কমিটি সদস্য ফরিদ আলম।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাপ্তাহিক জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার, প্রেসক্লাবের সহসভাপতি শেখ সিরাজুল ইসলাম, নবযুগ সম্পাদক সাহাবউদ্দিন সাগর, নিউইয়র্ক কাগজ সম্পাদক আফরোজা ইসলাম, প্রবীন সাংবাদিক জয়নাল আবেদীন, বাগ সভাপতি জয়নাল আবেদিন, কুইন্স কমিউনিটি বোর্ড সদস্য আমিন মেহেদি, সাদাকালো সম্পাদক ও আশা হোম কেয়ারের কর্ণধার আকাশ রহমান, মূলধারার রাজনীতিক জয় চৌধুরী, কুমিল্লা সোসাইটির কাজি এনাম, বিশিষ্ঠ শিক্ষানুরাগী মোশাররফ হোসেন, ক্রেডিট স্পেশালিস্ট আবুল কাশেম, শাপলার রুহুল আমীন ও নওশাদ চৌধুরী।

আটলান্টিক সিটিতে বিএএসজের কমিউনিটি বারবিকিউ পার্টি

সুব্রত চৌধুরী

২৩ আগস্ট বুধবার বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির উদ্যোগে আটলান্টিক সিটিতে 'কমিউনিটি বারবিকিউ পার্টি'র আয়োজন করা হয়। আটলান্টিক সিটির ফেয়ারমাউন্ট এভিনিউয়ের বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টারে ওইদিন বিকেল থেকে রাত সাড়ে নয়টা পর্যন্ত চলা এ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন আয়োজনের মধ্যে ছিল সুহৃদ সমাবেশ, জম্পেশ আড্ডা ও বারবি কিউ পার্টি।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুল, সাধারণ সম্পাদক জাকিরুল ইসলাম খোকা ও ট্রাষ্টি বোর্ডের সভাপতি আব্দুর রফিক অভ্যাগতদের স্বাগত জানান।

নিউ জার্সি রাজ্যের সিনেটর ভিন্স পলিসতিনা, অ্যাসেম্বলিম্যান ডন গার্ডিয়ান, অ্যাসেম্বলিওম্যান ক্লেয়ার সুইফট, আটলান্টিক সিটির মেয়র মার্টি স্মল, সিনেটর পদ প্রার্থী কারেন ফিংজ প্যাট্রিক, আটলান্টিক কাউন্টি শেরিফ এরিক শেফলার, আটলান্টিক সিটির পুলিশ প্রধান জেমস সারকোস, কাউন্সিল এট লারজ জর্জ টিবিট, কাউন্সিল এট লারজ স্টিফ্যানি মার্শাল, আটলানটিক সিটি স্কুল বোর্ড সদস্য সুব্রত চৌধুরী, কাউন্টি কমিশনার এট লারজ প্রার্থী হাবিব রেহমান সহ বিভিন্ন কমিউনিটির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করেন। এর ফলে অনুষ্ঠানটি কমিউনিটির মিলনমেলায় পরিনত হয়।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহনকারী অতিথিরা এধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য বিএএসজে কতৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুল, সাধারণ সম্পাদক জাকিরুল ইসলাম খোকা ও ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান আবদুর রফিক কমিউনিটি বারবি কিউ পার্টি সফল করায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

সিলিকন ভ্যালি থেকে উচ্চদক্ষ অভিবাসী নিয়োগ করছে কানাডা

এইচ বি রিতা

কানাডা উচ্চদক্ষ অভিবাসীদের নিয়োগের জন্য একটি নতুন কর্মসূচী চালু করেছে। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ, সারা বিশ্ব থেকেবিদেশী প্রযুক্তি কর্মীদের জন্য কাজের ভিসা পাওয়া সহজ করবে। গত মাসে, কানাডা ইউএস H-1B ভিসাধারী যে কাউকে তিনবছরের ওয়ার্ক পারমিট অফার করেছে। প্রযুক্তি খাতে কর্মরত অভিবাসীদের সাধারণ প্রবেশের অনুমতি দেয় এটি। সিলিকনভ্যালির সাম্প্রতিক মন্দায় শ্রমিকদের ছাঁটাই করার লক্ষ্যে এই প্রোগ্রামটি প্রথম ২৪ ঘন্টায় ১০ হাজার আবেদনকারীকে চিহ্নিতকরেছিল। এ নিয়ে দেশটির অভিবাসন মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র বলেছেন, "কানাডা বিশ্ব মঞ্চে কতটা প্রতিযোগিতামূলক, এটি তার একটি শক্তিশালী ইঙ্গিত।"

মার্কিন ভিসা ব্যবস্থাকে কঠিন এবং ধীর মনে করেন অনেক অভিবাসী। এটি অভিবাসীদের হতাশারও ফেলে। একটি অনুমানঅনুসারে, বার্ষিক H-1B লটারির জন্য নিবন্ধন করা ১০ জনের মধ্যে একজন ভিসা পান। সেক্ষেত্রে কানাডার ভিসা অনেকসহজ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা উভয়ই বিশ্বের সেরা প্রযুক্তিবিদদের প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করছে, কিন্তু অভিবাসন নীতিরক্ষেত্রে তারা খুব ভিন্ন কৌশল ব্যবহার করছে।

লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস্ এক প্রতিনিধি ডয়েলে ম্যাকমেনাসকে, ভারতের একজন ২৯ বছর বয়সী সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার গিরেশবন্দলামুদি বলেন, "কানাডার ভিসা পাওয়া অনেক সহজ। আমার ভিসা চার সপ্তাহের মধ্যে হয়েছে।" একটি মার্কিন চাকরির প্রস্তাব এবং H-1B লটারির সম্ভাবনা হাতে থাকার পরও গিরেশ কানাডায় আবেদন করেছিলেন। তিনি এখন ভ্যাঙ্কুভারে তার নতুন বাড়ি থেকে সান ফ্রান্সিসকোর একটি ফার্ম যেটি ট্রাকিং কোম্পানিগুলিতে আর্থিক পরিষেবা প্রদান করে AtoB-এর সাথেরিমুটে কাজ করছেন।

মার্কিন নীতি অনেকটাই স্ব-সীমাবদ্ধ। ১৯৯০ সাল থেকে, মার্কিন আইনে প্রতি বছর ৬৫ হাজার নতুন H-1B ভিসা প্রদান করে, এছাড়াও আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর বা ডক্টরেট ডিগ্রিধারীদের জন্য ২০ হাজার ভিসা রয়েছে। বিপরীতে, কানাডা তার অর্থনীতি বৃদ্ধির জন্য একটি বিস্তৃত কৌশলের অংশ হিসাবে ইচ্ছাকৃতভাবে অভিবাসনে একটি বড় পরিবর্তন চাইছে। প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর লিবারেল পার্টি সরকার গত পাঁচ বছরে ৪০ শতাংশের বেশি অভিবাসন বাড়িয়েছে, ২০২১সালে ৪ লাখের বেশি নতুন স্থায়ী বাসিন্দাকে আমন্ত্রণ করেছে। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতি বছর প্রায় এক মিলিয়ন স্থায়ীবাসিন্দার অনুমতি দেয়, কারণ মার্কিন জনসংখ্যা কানাডার আকারের আট গুণেরও বেশি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন নীতি কংগ্রেসে উগ্র বিতর্ক সৃষ্টি করতে পারে যেখানে রিপাবলিকান কট্টরপন্থীরা যুক্তি দিয়েছেন যে আইনি অভিবাসন হ্রাস করা উচিত। কিন্তু কানাডায় এমনটার সম্ভাবনা নেই। এখানে, বর্ধিত অভিবাসন দীর্ঘকাল ধরে দেশের বেশিরভাগ প্রধান দলগুলির দ্বারা সমর্থিত হয়েছে।

ক্যালগারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ডরিন ব্যারি বলেছেন, "সরকার খুব দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে, কিন্তু এটি প্রতি অভিবাসন বিরোধী ভিত্তিতে তৈরি করা হচ্ছে না। এটি পরিবর্তন হতে পারে যদি আমরা লক্ষ লক্ষ অভিবাসীদের যোগ করি এবং অর্থনীতি ব্যর্থ হয়। সেখানে সব ভালো কানাডিয়ান নেই। এমন কিছু ব্যক্তি আছেন যারা আরও সমজাতীয় সমাজের পক্ষে থাকতে পারেন।" ব্যারি উল্লেখ করেছেন, "মেক্সিকোর সাথে আমাদের কোন সীমান্ত নেই, কানাডায়, কে আসবে তা আমরা বেছে নিতে পারি।"

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রিপাবলিকানদের বিপরীতে, কানাডার রক্ষণশীলরা এখনও পর্যন্ত অভিবাসনকে একটি প্রধান রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত করা এড়িয়ে গেছে। ট্রুডোর উদারপন্থীদের মতোই, কনজারভেটিভ পার্টির নেতারাও অর্থনৈতিক বৃদ্ধির কৌশল হিসেবে আইনি অভিবাসন বৃদ্ধির পক্ষে কথা বলেছেন।

ফুটবল ও ক্রিকেট লীগের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত

সিকান্দর হক

নিউইর্য়ক পুলিশ বিভাগের অন্যতম ইউনিট কমিউনিটি অ্যাফের্য়াস ব্যুরো কর্তৃক আয়োজিত এনওয়াইপিডি পুলিশ কমিশনার ২০২৩ যুব ফুটবল ও ক্রিকেট লীগের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। খেলায় বাংলাদেশি যুব ক্রিকেট দল সন্দ্বীপ স্পোটিং ক্লাব ৭ উইকেটের ব্যবধানে ব্রংকস রয়েলসকে হারিয়ে প্রথমবারের মত এনওয়াইপিডি যুব ক্রিকেট লীগের শিরোপা জয়ের গৌরব অর্জন করে।

নিউইর্য়কের কুইন্সে অবস্থিত সাউথ জ্যামাইকার বেইসলে পন্ড পার্কের ক্রিকেট গ্রাউন্ডে ২৪ আগস্ট বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় সকাল ৯ টায় ক্রিকেট লীগের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এর আগের দিন একই স্থানে ফুটবল লীগের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। লীগে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ওয়েস্টইন্ডিজ ও গায়েনা, হিস্পানিক, মধ্যপ্রাচ্য, পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মোট ১০ টি যুব ক্রিকেট দল ও ৫ টি যুব ফুটবল দল অংশ নেয়।

ক্রিকেট লীগের ১০ টি দলের মধ্যে ফাইনালে পৌছেঁ বাংলাদেশি অনুর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দল ব্রংকস রয়েলস এবং সন্দ্বীপ স্পোটিং ক্লাব। খেলায় টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ব্রুকলিন রয়েলস ২০ ওভারে ৭ উইকেটে হারিয়ে ১০৮ রান করে। জবাবে ১০৯ রানের জয়ের টার্গেট নিয়ে খেলতে নেমে ১৪.৪ ওভারে ৩ উইকেটে জয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায় সন্দ্বীপ স্পোটিং ক্লাব। ব্যক্তিগত ২ উইকেট ও ৩৫ রান করে ফাইনালের ম্যান অব দ্য ম্যাচ হন সন্দ্বীপ স্পোটিং ক্লাবের খেলোয়াড় সাব্বির আহমেদ এবং ক্রিকেট লীগে ম্যান অব দ্য সিরিজ হন নিউইর্য়ক টাইগার্সের সাফওয়ান। সন্দ্বীপ স্পোটিং ক্লাবের অধিনায়ক তাছবীহ শাহরিয়ার বলেন, সন্দ্বীপ স্পোটিং ক্লাব ৭ উইকেটের ব্যবধানে ব্রং রয়েলসের মত শক্ত প্রতিপক্ষকে হারিয়ে প্রথমবারের মত যুব ক্রিকেট লীগের শিরোপা জয়ের গৌরব অর্জন করায় আমি খুবই আনন্দিত।

Shahjalal®
শাহজালাল
পরোটা
এখন সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে
Shahjalal
25
ORIGINAL
Paratha
AUTHENTIC TASTE
Home Made Style
FROZEN
PREMIUM FOODS USA INC.
50-49, 49th Street, Woodside, New York 11377
Tel: 718 440 9451, 718 392 0024 | Fax: 718.360.0439
www.premiumfoods.us

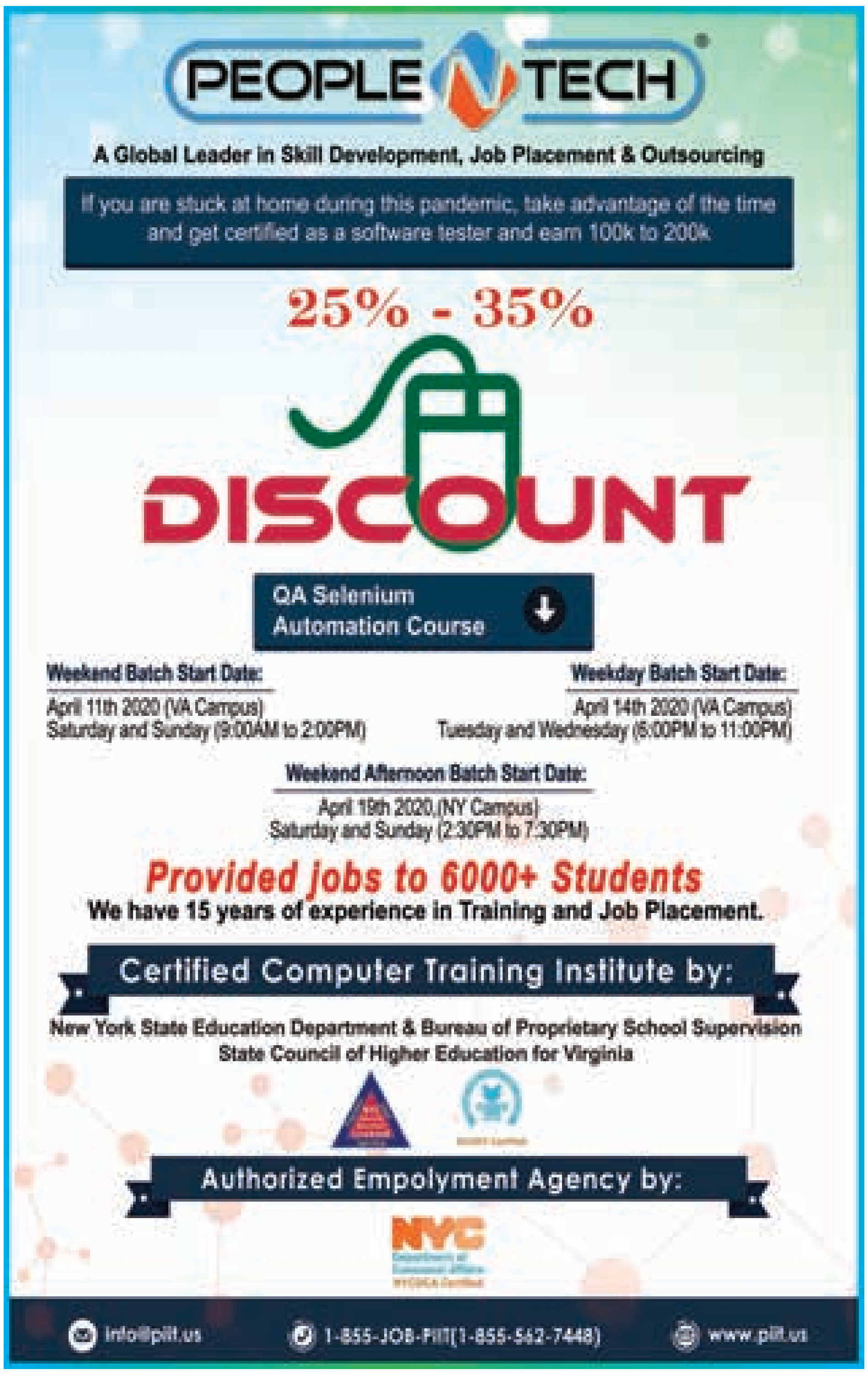
PEOPLE N TECH
A Global Leader in Skill Development, Job Placement & Outsourcing
If you are stuck at home during this pandemic, take advantage of the time and get certified as a software tester and earn 100k to 200k
25% - 35%
DISCOUNT
QA Selenium Automation Course
Weekend Batch Start Date:
April 11th 2020 (VA Campus)
Saturday and Sunday (9:00AM to 2:00PM)
Weekday Batch Start Date:
April 14th 2020 (VA Campus)
Tuesday and Wednesday (6:00PM to 11:00PM)
Weekend Afternoon Batch Start Date:
April 19th 2020 (NY Campus)
Saturday and Sunday (2:30PM to 7:30PM)
Provided jobs to 6000+ Students
We have 15 years of experience in Training and Job Placement.
Certified Computer Training Institute by:
New York State Education Department & Bureau of Proprietary School Supervision
State Council of Higher Education for Virginia
Authorized Empolyment Agency by:
NYC
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free
Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই
আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহঃ
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহঃ
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা
নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308
Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

FOBANA
৩৭তম ফোবানা সম্মেলন ২০২৩
টরন্টো, কানাডা
অনুভবে চেতনায়
আমাদের বাংলাদেশ
পবন দাস বাউল
বেবি নাজনীন
মমতাজ
সেলিম চৌধুরী
বিন্দু কনা
প্রতিক হাসান
তাহমিনা মিম
তানজিন তিশা
37TH FOBANA
CONVENTION
GRAND SPONSORS
96.4 SPICE FM
CONVENOR
RUSSEL RAHMAN MD HASAN
(647) 886-6427 (416) 832-9487
SEPTEMBER
1, 2 & 3
DON VALLEY HOTEL
EGLINTON & DON VALLEY PARK HIGHWAY CORNER
TORONTO
Chairman : Giash Ahmed
Chief Advisor : Mahbub Rob Chiwdhury
Chairman Host Committee : Syed Shamsul Alam
Vice Chairman : Azim Dewan
Executive Secretary : Khokon Rahman
Executive Member : Faroque Hasan, Topan Sayed, Dara Abu Zubair
বাংলাদেশ, কানাডা ও আমেরিকার জনপ্রিয় শিল্পীদের নিয়ে মনমাতানো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
তিন দিনব্যাপী থাকছে
রকমারি স্টল | ট্যালেন্ট শো | ফ্যাশন শো | সেমিনার | কাব্য জলসা | মেগা কনসার্ট
আয়োজনে ঃ বাংলাদেশ সোসাইটি এস সি
For Hotel Reservation and Direction: +1 416 299 1500

PREMIUM SUPERMARKET

حلال HALAL

Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (September 01 - 07, 2023) | Promo Code : PSP35

$5 off $99 Purchase | $10 off $200 Purchase | $20 off $300 Purchase | DISCOUNT WILL BE AVAILABLE ON TUESDAY, WEDNESDAY & THURSDAY (multiple sales cannot be combined)

- SALE $3.99/LB — PRE-CUT — ZABIHA HALAL — FROZEN GOAT
- SALE $2.49/LB — ZABIHA HALAL — FRESH WHOLE CHICKEN WITH NECK N FEET
- SALE $7.99/LB — SIZE 8-10 — HILSHA
- SALE $8.99/LB — SIZE 10-12 — HILSHA
- SALE $2.49/LB — SIZE 4 KG — ROHU
- SALE $2.99/LB — SIZE 3 KG — MRIGAL
- SALE $2.49/LB — SIZE 7-9 KG — KATLA
- SALE $3.49/LB — SIZE 5/7 — TILAPIA FILLET
- SALE $9.99/EA — 16/20 2LB BAG — RAW SHRIMP
- SALE $14.99/EA — 20 LB BAG — ABDULLAH LONG GRAIN RICE
- SALE 2/$8.99 — 25 PCS FAMILY PACK — SHAHJALAL PLAIN PARATHA
- SALE $6.99/EA — 7 OZ, 200 G — NESCAFE COFFEE
- SALE 2/$6.00 — 496 GM — BANGLADESHI MAGGI NOODLES
- SALE 2/$5.00 — 360 G — BEDESSEE VEGGIE CRACKERS
- SALE $11.99/EA — 96 OZ — MAZOLA CORN / CANOLA / VEG OIL
- SALE 4/$5.00 — 400 ML — BEDESSEE COCONUT MILK
- SALE $1.49/LB — POI LEAF
- SALE $1.49/LB — GUAVA
- SALE 99¢/LB — LONG SQUASH
- SALE 2/$6.00 — 1 DZ — BARNYRD'S CAGE FREE LARGE BROWN EGG

PREMIUM SUPERMARKET CONTACT — WhatsApp Number

168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432	347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004	347-657-8911
1196 LIEBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208	347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372	347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462	347-658-0134

FREE PARKING IN BELLEROSE STORE

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

Premium Supermarket

Premium Winner of The Week

Premium Supermarket STORE VOUCHER $250 VALID FROM SEPTEMBER 01 TO DECEMBER 28, 2023

15 WINNERS WEEKLY
WEEKLY 3 WINNERS WITH $250 STORE VOUCHERS
IN EACH STORE
BRONX | GLEN OAKS | JAKSON HEIGHTS | JAMAICA | OZONE PARK
FROM SEPTEMBER 01 TO DECEMBER 28, 2023
VALID FOR PURCHASES OF $50 AND ABOVE
Conditions Apply

WE ACCEPT CATERING ORDERS FOR ANY OCCASION

আমরা যে কোন অনুষ্ঠানের জন্য ক্যাটারিং অর্ডার গ্রহণ করি

- Chicken Curry
- Goat Curry
- Shrimp Curry
- Chili Chicken
- Chicken Roast
- Fish Curry (at your Choice)
- Mixed Vegetables
- Rice Pudding

Premium Special Sweets

GOAT BIRYANI | BEEF TEHARI | CHICKEN BIRYANI | BEEF CURRY

Premium Sweets & RESTAURANT — REFLECTING NATIONS HERITAGE

PREMIUM SWEETS & RESTAURANT CONTACT — WhatsApp Number

168-03 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432	347-626-6892, 718-739-6105
37-14 73RD ST, JACKSON HEIGHTS, NY 11372	347-658-0297, 718-672-5000
2104, STARLING AVE, BRONX, NY 10462	347-626-8341, 718-239-9500

حلال HALAL

www.premiumsweetsus.com

রমজান মোবারক
আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন
BARI HOME CARE
বারী হোম কেয়ার
আপনি ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ ৬৬,০০০ ডলার আয় করতে পারেন
আজই ফোন করুন
718-898-7100
631-428-1901
Asif Bari (Tutul) C.E.O
Email: info@barihomecare.com
www.barihomecare.com
বারী সুপার মার্কেট
WE ACCEPT EBT
আমরা ইবিটি ও ফুড ষ্ট্যাম্প গ্রহণ করি
Ramadan Sale
FLAT 10% OFF
$ 100 শপিংয়ে
২৩ মার্চ-২৩ এপ্রিল, ২০২৩
Munmun Hasina Bari
Chairman
Bari Supermarket
HALAL FOOD
বারী পার্টি হল
পার্টি হলে
বুকিং নেওয়া হচ্ছে
Ramadan Kareem
Party hall is available for any occasion
বারী রেস্টুরেন্ট
We Care For Your TASTE
IFTER AVAILABLE
We do catering for any occasion
BARI SUPERMARKET
BARI PARTY HALL
BARI RESTAURANT
BARI HOME CARE
BARI &BARI
BARI CHARITY FOUNDATION
1412 Castle Hill Ave. Bronx, NY 10462 Tel: 718-409-3940, 646-427-4867

sunman express
global money transfer
টাকা পাঠানো
এখন আরো
সহজ
DOWNLOAD
MOBILE APP
SUNMAN EXPRESS MOBILE APP
sunmanexpress.com
718-505-2224
DHAKA BANK LIMITED
EXCELLENCE IN BANKING
aibl
UCB
bKash

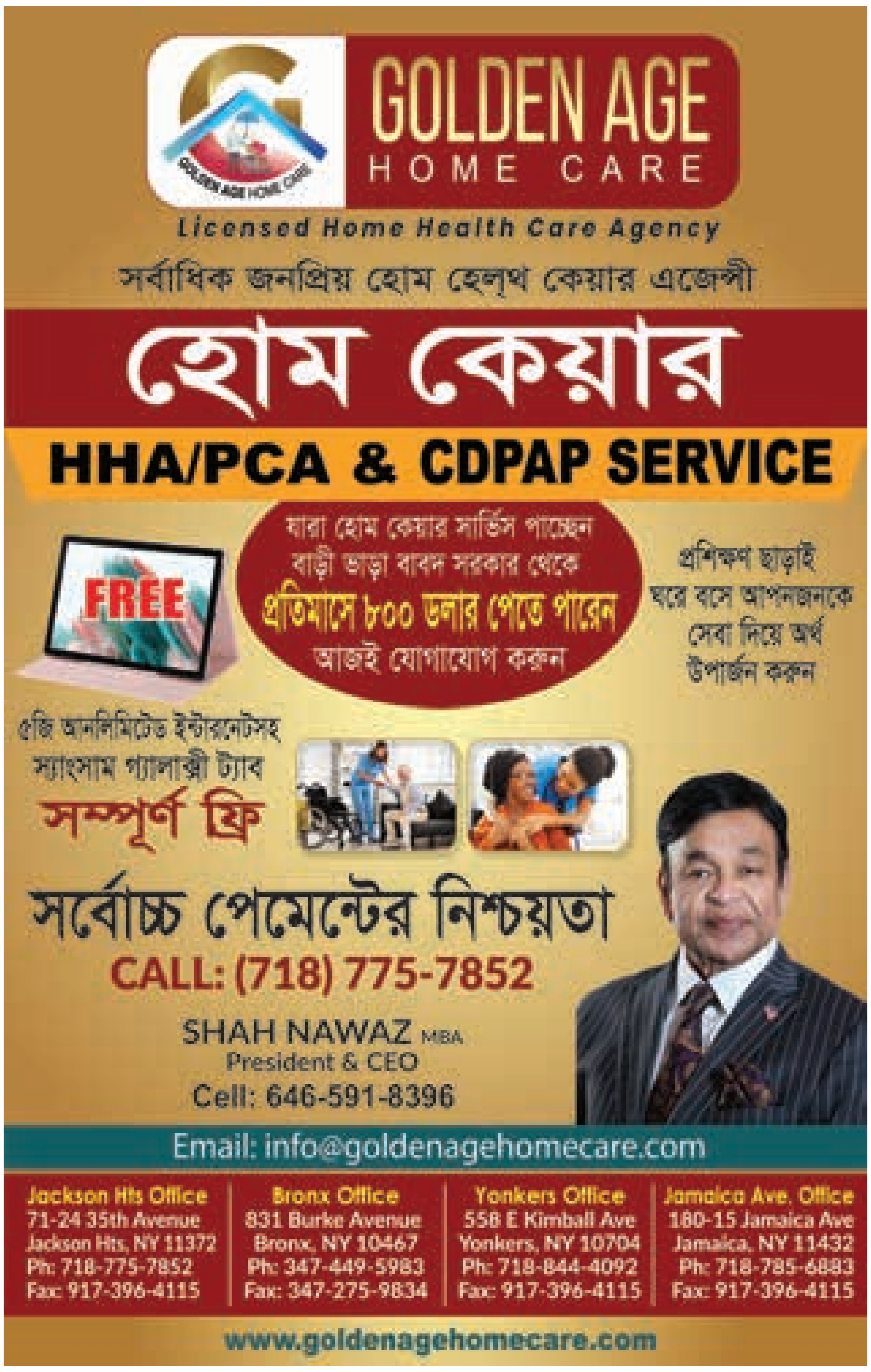
GOLDEN AGE
HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী
হোম কেয়ার
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন
FREE
প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন
৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যামসাং গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি
সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
CALL: (718) 775-7852
SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com
Jackson Hts Office
71-24 35th Avenue
Jackson Hts, NY 11372
Ph: 718-775-7852
Fax: 917-396-4115
Bronx Office
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834
Yonkers Office
558 E Kimball Ave
Yonkers, NY 10704
Ph: 718-844-4092
Fax: 917-396-4115
Jamaica Ave. Office
180-15 Jamaica Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115
www.goldenagehomecare.com

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
Sarwar Chaudri, CPA, MBA
ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ
IRS e-file PROVIDER
Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution
tax refund
Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)
JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com
BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

Save Yourself
This Tax Season
Nizamul Wahed Shahir, EA
Licensed Real Estate Agent
M.Com (Accounting)
ENROLLED AGENT
Authorized e-file Provider
Mob : 347-498-5117
Tel : 917-775-6329
Fax : 716-780-8225
Email: ustaxbazaar@gmail.com
প্রফেশনাল ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইল বা আপনার ট্যাক্স সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে
আমরা যত্নবান ও আন্তরিক।
Tax
Immigration
Real Estate
Income Tax and Accounting Services For:
Individual, Sole Proprietor, Partnership, Corporation and LLC.
Sales and Payroll Tax
Business Licenses and Setup
FBAR and FATCA Filing
Notary Public
Immigration Form Fill-Up Services
Credit Repair, Real State and much more...
Member of
NYSSEA
naea
National Association of Enrolled Agents
184-02 Hillside Ave, Jamaica, NY-11432
162-11 89th Ave, 5B, Jamaica, NY-11432

মিশিগানে ১৫, ১৬ ও ১৭ সেপ্টেম্বর বছরের শেষ মেলা

পার্থ সারথী দেব:

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ডেট্রয়েট সিটির 'জেইন ফিল্ডে' আগামী ১৫, ১৬ ও ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (শুক্র,শনি ও রোববার) তিনদিনব্যাপী মেলা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আয়োজকদের সুত্রে জানা গেছে, প্রতিদিন দুপুর থেকে মধ্যরাত অবধি মেলার কার্যক্রম চলবে। মিশিগানে পরিবার পরিজন, আত্মীয় স্বজন, ছেলে মেয়ে, মা বাবাকে নিয়ে মেলা দেখার এটাই এ বছরের শেষ সুযোগ। ছন্দে বাধা প্রবাস জীবনের নগর ব্যস্ততায় মেলার সবার সঙ্গে মিলিত হওয়ার, আড্ডা দেবার এক সুবর্ণ সুযোগ। আয়োজকরা জানান, বাংলা, বাঙ্গালি সংস্কৃতি, কৃষ্টি,ঐতিহ্য, নতুন প্রজন্মকে জানানো ও তাদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য এ মেলা, সব মিলিয়ে এবারের এ মেলা হবে ব্যতিক্রমী। মেলায় থাকবে রকমারি দোকানপাট। সেসব দোকানে থাকবে শাড়ী, গহনা, খেলনা, ঘর সাজানোর জিনিষ,খাবারের দোকান। মেলায় থাকবে আকর্ষণীয় রাফেল ড্র। মেলাকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করতে ইতিমধ্যেই স্বেচ্ছাসেবকেরা কাজ শুরু করে দিয়েছেন। মেলায় স্থানীয় শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করবেন এছাড়াও অতিথি শিল্পী হিসেবে থাকছেন শাহনাজ বেলী, কণ্ঠশিল্পী ইমরান, কনা এবং তাদের দলসহ আরো অনেকে। মেলার নিরাপত্তায় থাকবেন স্বেচ্ছাসেবক টিমের সদস্যরা ও স্থানীয় পুলিশ। মেলাকে কেন্দ্র করে মিশিগানের বাংলা টাউন এখন সরগরম।

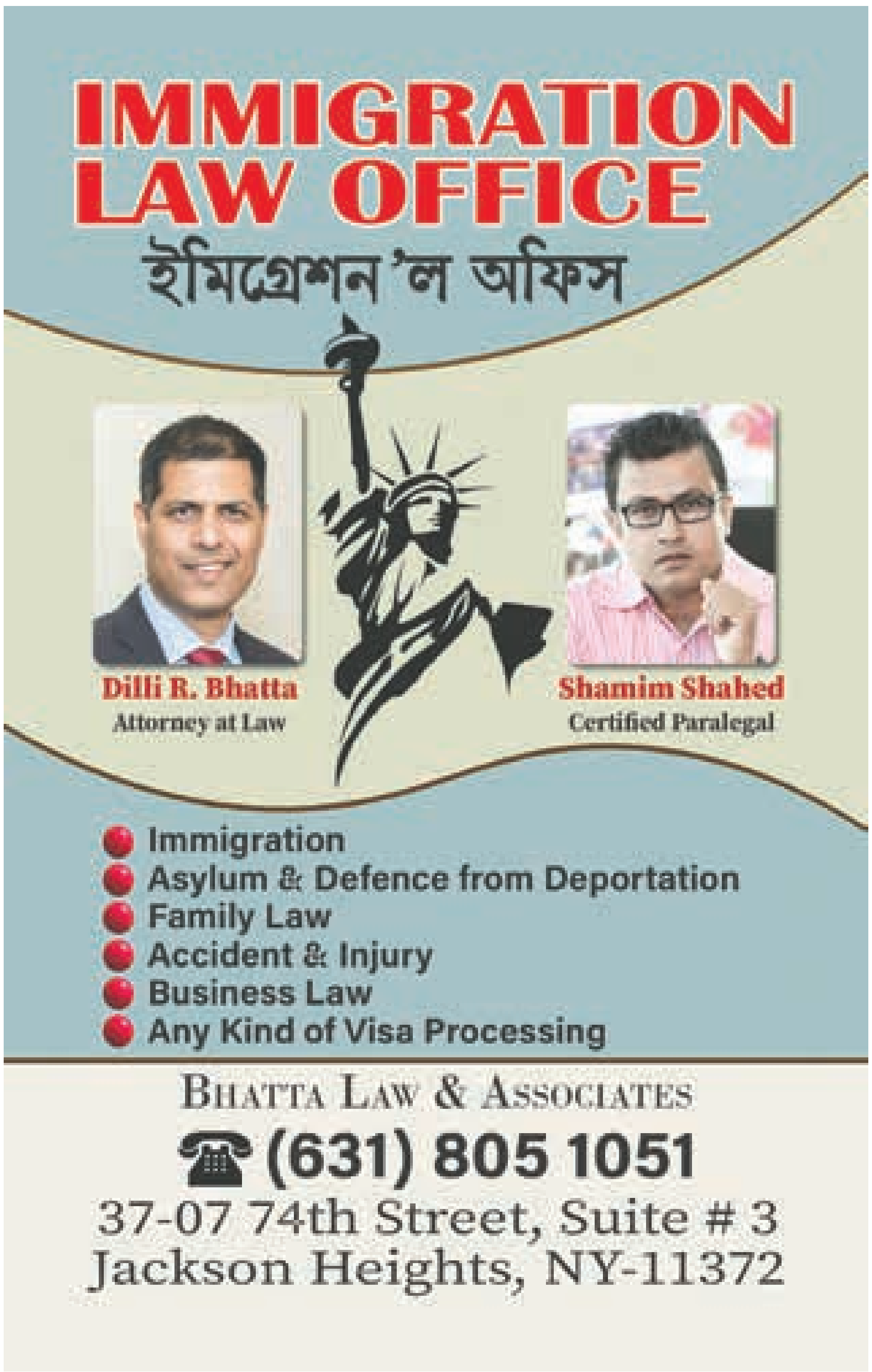

ফোবানায় যোগ দিতে টেক্সাসমুখী প্রবাসীরা

ইমা এলিস

উত্তর আমেরিকার প্রবাসীদের বাঙালিদের মিলনমেলাখ্যাত ফেডারেশন অব বাংলাদেশি অ্যাসোশিয়েশন্স ইন নর্থ আমেরিকা (ফোবানা) সম্মেলন আগামী ১ সেপ্টেম্বর শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে। বিভক্ত ফোবানার একপক্ষের এবারের সম্মেলন হচ্ছে টেক্সাসের ডালাস শহরে। স্বাগতিক সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোশিয়েশন অব নর্থ টেক্সাস (বান্ট) এর পক্ষ থেকে ১-৩ সেপ্টেম্বরের সম্মেলনের আনন্দ উৎসবে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্রের সকল প্রবাসীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

এই সম্মেলন উত্তর আমেরিকার বাঙালিদের মিলনোৎসব এবং তরুণ প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরার সবচেয়ে বড় আয়োজন। আয়োজকরা অপেক্ষায় রয়েছেন সবাইকে সাথে নিয়ে আনন্দ-উৎসবে মেতে ওঠার জন্য, সবাইকে একটি অনন্য সম্মেলন উপহার দেয়ার জন্য।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে ডালাস ফোবানা সম্মেলনের আহবায়ক হাসমত মোবিন জানান, সম্মেলনের স্বাগতিক সংগঠন 'বাংলাদেশ অ্যাসোশিয়েশন অব নর্থ টেক্সাস (বান্ট)' পূর্ণোদ্যমে এগিয়ে যাচ্ছে তাদের প্রস্তুতি নিয়ে। পরিকল্পনা অনুযায়ী সমস্ত আয়োজন এবং প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। অপেক্ষা শুধু প্রবাসীদের অংশগ্রহণে একটি মহা সম্মেলনের সাফল্যে অংশীদার হওয়া।

ফোবানা সংশ্লিষ্টরা জানান, ইতোমধ্যে উত্তর আমেরিকার প্রায় ৫৫টিরও বেশি বাংলাদেশি-আমেরিকান সংগঠন এই সম্মেলনে অংশ নিতে রেজিস্ট্রেশন করেছে। এবারের সম্মেলনে অন্যান্য আয়োজনের পাশাপাশি রয়েছে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নতুন প্রজন্মের অংশগ্রহণে চমৎকার পরিবেশনা, উত্তর আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বাঙালি ব্যাবসায়ী এবং উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণে 'বিজনেস নেটওয়ার্ক লাঞ্চ, বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক সেমিনার, যুব নেতৃত্ব গঠন,কলেজ/ বিশ্ববিদ্যলয়ের শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, অভিবাসন সংক্রান্ত আইন নিয়ে আলোচনা, বাংলাদেশ থেকে আগত জনপ্রিয় শিল্পী ও স্থানীয় শিল্পীদের পরিবেশনা, প্রবাসী বাঙালি সমাজে অবদান রক্ষাকারী বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব ও সংগঠনকে সম্মাননা পুরস্কার প্রদানসহ আকর্ষণীয় আয়োজন।

ডালাসে ৩৭তম ফোবানা সম্মেলনকে কেন্দ্র করে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মাঝে চরম উৎকন্ঠা দেখা দিয়েছে। ডালাসে বসবাস করা বাংলাদেশিরা ওই দিনটির জন্য অপেক্ষার প্রহর গুনছে। শুধু তাই নয় টেক্সাসের বাইরেও বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি ডালাস ফোবানা সম্মেলনে অংশ নিতে ১/২ মাস আগে থেকেই হোটেলে বুকিং দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

আগামী ২০২৪ সালের ফোবানা সম্মেলনের স্বাগতিক সংগঠন হিসেবে গত বছরই দায়িত্ব পেয়েছেন বাংলাদেশ আমেরিকান অ্যাসোশিয়েশন অফ গ্রেটার ওয়াশিংটন ডিসি (বাগডিসি, ডিসি)।

জাবি এলামনাই এর সকাল সন্ধ্যা চড়ুই ভাতি অনুষ্ঠিত

উত্তর আমেরিকা অফিস

২৭ আগস্ট রোববার নিউ ইয়র্কের অদুরে লং আইল্যান্ডের বেলমন্ট লেক স্টেট পার্কে জাহাঙ্গীরনগর এলামনাই এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র উদ্যোগে জাবিয়ানদের প্রবাসে সবচেয়ে বড় মিলনমেলা সকাল সন্ধ্যা চড়ুইভাতির আয়োজন করা হয়। সকাল থেকেই রোদ ঝলমল করছিল সাথে মৃদুমন্দ বাতাস সবুজ বনানীর মাঝে নিউ ইয়র্কের অদুরে ওয়েস্টচেস্টার কাউন্টির এফডিআর স্টেট পার্ক যেন বেলা বাড়ার সাথে সাথে এক টুকরো জাহাঙ্গীরনগরে পরিনত হয়। নিউ ইয়র্ক, নিউ জার্সি, কানেক্টিকাট এবং পেনসিলভেনিয়া থেকে সকল জাবিয়ান এসে যোগ দেন এই চড়ুইভাতির মহাযজ্ঞে।

সকাল সন্ধ্যা চড়ুইভাতির সময় নির্ধারণ করা হয় সকাল ৯ টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা। প্রসঙ্গ যেখানে জাহাঙ্গীরনগর যেখানে কে কার আগে যাবে এই নীতিই চলে আসছে বছরের পর বছর ধরে। তাই সকাল ৯টা থেকেই শুরু হয় জাবিযজ্ঞের। যেটা সম্ভব জাবিয়ানদের নিষ্ঠা এবং একাগ্রতা এবং ভালোবাসার কারণে। অনুকুল আবহাওয়া যেন ষোল কলা পুরন করে দেয়। জাহাঙ্গীরনগর একটি আবেগ, একটি অনুভুতির নাম। এই অনুভূতি যেন শতগুনে বেড়ে যায় যখন কোন এলামনাইদের মিলনমেলা হয়।

আয়োজন সফল করতে আয়োজক কমিটি অক্লান্ত শ্রম দিয়েছে। আহবায়ক শামীম আরা বেগম এবং সদস্য সচিব তানজিল মাহমুদ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সব কিছুর সমন্বয় সাধন করেছেন। কাঠের চুলায় খাসির মাংস রান্না দুপুরের খাবারে নতুন মাত্রা যোগ করে। পাপড়ী, শামীম, নবনী ও শাহরিয়ার ইভেন্ট গুলোতে নতুনত্ব এনেছে যা প্রণিধান যোগ্য। তানজিল এবং তৈমুরের সংগীত পরিবেশনা সকলকে আনন্দ দিয়েছে। প্রতিবারের মতো নবনীর আম ভর্তা ছিল অত্যন্ত মজাদায়ক এবং হাবিব টুম্পার তরমুজ ছিল রৌদ্রতপ্ত দুপুরে শান্তির পরশ। সাঝবেলায় টুম্পা, শ্যামলীর চা ছিল ক্লান্তি দুর করার মহৌষধ। নীলান্জনা, শ্যামলীর ঝালমুড়ি বিকালের আড্ডা জমিয়ে তোলে। প্রজন্ম জাবিয়ানদের জন্য বিশেষ আয়োজন প্রজন্ম চত্বর। যা দুই প্রজন্মকে এক সুতোয় বাঁধতে বিশেষ চমক সৃষ্টি করেছে। দিন শেষে প্রানবন্ত লটারী এই আয়োজনকে পূর্নতা প্রদান ও সমাপ্তি ঘোষনা করে। সম্পাদক দুররে মাকনুন নবনী সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন- আমি জানি কি পরিমান জালিয়েছি সবাইকে, স্পেশালি সমিত দা, পলিন ভাই , লিটু, শামীম আপু , অয়ন, ফয়সাল, পাপ্পু এবং সুব্রত দা এদের বেশি জ্বালিয়েছি, আমি ক্ষমাপ্রার্থী । কিন্তু সত্যি বলি আমাদের এই ছোট ছোট effort গুলোর জন্যই একটা ভাল আয়োজন আমরা উপহার দিতে পেরেছি । সবাই কে অনেক অনেক ধন্যবাদ। সভাপতি শমিত মন্ডল বলেন-

Thank you everyone for making this event successful, team work really works we proved that . জয়তু জাবিয়ান , জয়তু আমাদের বন্ধন। সবার সতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ না থাকলে এটা কখনোই সম্ভব হতো না । ভাবীদের কিংবা দুলাভাইদের কথা কি আর বলবো ? সাধে কি বলি আমরা জাহাঙ্গীরনগর পরিবার! এই বন্ধন অটুট থাকুক আর আমরা সামনে এভাবেই যেন এগিয়ে যেতে পারি সেই কামনা করি । তারপর ও যে কোন বড় আয়োজনে ছোট খাটো ভুলত্রুটি হয়েই যায়, তার সব দায়ভার আমার একার।

আমেরিকান প্রবাসীদের দাবি নিয়ে কনসুলেট অফিসে

উত্তর আমেরিকা অফিস

সেন্টার ফর এনআরবি আয়োজিত ইউএস কনফারেন্স ২০২৩ এ আমেরিকা-প্রবাসীদের উত্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ দাবি সমূহ নিউইয়র্ক কনসুলেট জেনারেলকে লিখিতভাবে অবহিত করা হয়েছে। ২৪ আগস্ট বৃহস্পতিবার এনআরবি চেয়ারপার্সন এম এস সেকিল চৌধুরী সহ অন্যানের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আশরাফ উদ্দীন কালাম, ফারুক চৌধুরী, সরদার সিরাজ উদ্দীন ও হামিদ ইকবাল প্রমুখ। কনসুলেট কর্মকর্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত কনসাল জেনারেল নাজমুল হাসান, প্রথম সচিব প্রসূন কুমার চক্রবর্তী ও মিশন প্রধান ইশরাত্ জাহান ।

দাবী সমূহের মধ্যে ছিল আমেরিকাতে এনআইডি কার্ড ইস্যু, ই-পাসপোর্ট প্রাপ্তি সহজিকরণ, পাওয়ার অ্যাটর্নি বিষয়ে আমেরিকান পাসপোর্টে লিপিবদ্ধ বাংলাদেশী পরিচয় বিবেচনায় নিয়ে পাওয়ার অব এটর্নী প্রদান, দেশে প্রবাসীদের সম্পত্তি সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিভিন্ন আইনি সহায়তায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সহায়তা প্রদান, ভোটার লিস্ট ও আমেরিকা থেকে প্রবাসীদের ভোট প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহন, আইনী ব্যাপারে ভিডিও কনফারেন্সে গৃহীত বক্তব্য বিবেচনাকরন, ভিডিও কনফারেন্সে আইনি বিষয়ে উপস্থিতি গ্রহণের ব্যবস্থাকরণ, আমেরিকায় কমর্রত বাংলাদেশি সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো এবং শিল্পীদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিক সহায়তা প্রদান, নিয়মিত মিডিয়া ব্যক্তিবর্গের সাথে মতবিনিময়, নিয়মিত ব্যবসায়ীদের সাথে মতবিনিময় এবং আমেরিকায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময়ের ব্যবস্থা গ্রহন ও বাংলাদেশের ভালো মন্দ বিষয় তাদের অবহিতকরণ, বৈবাহিক সূত্রে বাংলাদেশীদের সাথে সম্পর্কিত স্বামী/স্ত্রীর ভিসা প্রদান সহজীকরণ, কনসুলেটে সব মতের প্রবাসীদের অবাধ অংশগ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহন ইত্যাদি।

হায়! দু:সময়ে কেউ কারো নয়

রোকেয়া দীপা

সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাবেক আইনজীবী রুডি জুলিয়ানির এখন 'হায় হায়' অবস্থা। তালাক দেয়া স্ত্রীর ভরন পোষন ও মামলার দাবী মেটাতে তাঁর অর্থ সংকটের কথা সবাই জানে। এরমধ্যে একের পর এক বিপাকে পড়ছেন নিউইয়র্কের এ সাবেক মেয়র। আইনজীবী রুডি জুলিয়ানির বড় মক্কেল সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। জীবন ও পেশাকে বাজী রেখে ট্রাম্পের পক্ষে কাজ করেছিলেন তিনি। ২০২০ সালের নির্বাচনে যে কারচুপি হয়েছে, ট্রাম্পকে যে জালিয়াতি করে হারানো হয়েছিলো - এসব নিয়ে জুলিয়ানি মাঠে ও আদালতে ছিলেন বেপরোয়া। যদিও আদালতে ট্রাম্পের পক্ষে কোন ফলাফল নিয়ে আসতে ব্যর্থ হয়েছিলেন জুলিয়ানি ও তার সহযোগীরা। ২০২১ সালের মধ্যভাগ থেকেই জুলিয়ানি অভিযোগ করে আসছিলেন, ট্রাম্প তাঁর ফি পরিশোধ করেননি।

এখন আমেরিকার ব্যয়বহুল আইন আদালতে দৌড়াতে গিয়ে ফতুর হলেও ট্রাম্প এসবে আর গা করছেন না। দেখাই করতে পারছেন না ট্রাম্পের সাথে। পুরনো বন্ধুদের ট্রাম্প এমনিতেই মনে রাখেন না।জুলিয়ানির বিপদেও ট্রাম্প পাশে নেই।

গত সপ্তাহে জর্জিয়ার আদালতে ট্রাম্প সহ ১৮ জনের নামে মামলা হয়েছে। এ মামলার অন্যতম আসামি রুডি জুলিয়ানি। ট্রাম্পের আইনজীবী খরচ আসছে গণচাঁদা থেকে।আদালতে যাই হোক, দলের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা বাড়ছেই। নিজেকে রাজনৈতিক ভিক্টিম দেখিয়ে নির্বাচনী তহবিল পুষ্ট করছেন ট্রাম্প। আইনি লড়াইয়ে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় করছেন। সবই জনগনের দেয়া চাঁদার অর্থ থেকে।

অর্থকষ্ট আর আইনি ঝামেলায় পড়া রুডি জুলিয়ানি অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে দেখা করেছিলেন ট্রাম্পের সাথে। সিএনএন রিপোর্ট করেছে, ট্রাম্প জুলিয়ানির দেনা পরিশোধে তেমন উৎসাহ দেখাননি। শুধু বলেছেন, তিনি কিছুটা দেখবেন।

শেষ হল ডিসি বইমেলা ২০২৩

সুবীর কাস্মীর পেরেরা

দিনব্যাপী আলোচনা, কবিতা পাঠ, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী,বইয়ের আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শেষ হয় ভার্জিনিয়ার স্টার্লিং শহরে চতুর্থ বই মেলা। গত শনিবার সকালে মঙ্গল শোভাযাত্রা, জাতীয় সংগীত ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্যে দিয়ে চতুর্থ বইমেলার শুভ উদ্ভোদন করেন নাট্য ব্যক্তিত্ব মামুনুর রশিদ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান, ছড়াকার লুৎফর রহমান রিটন, নৃত্যগুরু লায়লা হাসান, বইমেলা প্রধান সমন্বয়ক ড নজরুল ইসিলাম, আহ্বাহক দস্তগীর জাহাঙ্গীর, রোকেয়া হায়দার, সরকার কবির উদ্দিন, মুক্তিযোদ্ধা-লেখক ড নুরুন নবী, কবি আনিস আহমেদ, স্থপতি আনোয়ারুল ইকবাল কচি, লেখক আসিফ এন্তাজ রবি, গল্পকার মোস্তফা তানিম, মাজহারুল হোক, মাজহারুল ইসলামসহ অনেকে।

দিনের দিনে ক্লেমেন্ট স্বপন গোমেজের পরিচালনায় ছোটদের নাটিকা "নাককাটা রাজা" দিয়ে অনুষ্ঠানের শুরু হয়। শিশু শিল্পী নোরা-ফারিয়েল "ঝিকিমিকি আলোর ধারা"তে সংগীত পরিবেশন করে। রবিবারের উল্লেখযোগ্য

অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল বইমেলার আইকন পর্ব-"গানের ছোঁয়ায় কবিতা", কথা সমাদ্দার-ক্লেমেন্ট স্বপন -সাহানা ভট্টাচার্য্য কে নিয়ে গানের অনুষ্ঠান আধুনিক গানের আসর, ফয়সল কাদের-লাবনী কাদের দম্পতির যুগল পরিবেশনা, মিলিয়া আলীর একক পরিবেশনা, তসলিম-আনিলার সুরের ঝর্ণা , সব শেষে বাংলাদেশের গুনী নৃত্য শিল্পী তামান্না রহমানের মনিপুরী নৃত্য পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

এবারের বই মেলাতে তিনিটি নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন হয়। সৈয়দ হাই, এন্তাজ রবি এবং সন্তোষ বড়ুয়ার বই উন্মোচন করেন বিশিষ্ট নাট্য শিল্পী মামুনুর রশীদ।

বই পরিচিতি পর্বে 'চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে', 'অন্তর মম বিকশিত কর', 'তুমি কোন পথে যে এলে','নব নব রূপে এস প্রাণে', 'আজি যত তারা তবে আকাশে', 'ফতেমোল্লা তো নয়,যেন রসগোল্লা' শিরোনামে বই পরিচিতি নিয়ে আলোচনা করেন, বেজজির শিকদার, জয়শ্রী বসু, খালেদ সরফুদ্দিন, সিলভী পন্ডিত, আনিস আহমেদ, আশরাফ আহমেদ, রওশন আরামিলা দেলী প্রমুখ।

যে চার রঙ উষ্ণ আবহাওয়ায় উত্তম

কুলসুম আক্তার সুমী

আধুনিক যুগ ফ্যাশন সচেতনতার যুগ। এ যুগে সকলেই নিজ নিজ অবস্থানে থেকে ফ্যাশন সচেতন হয়েই চলতে পছন্দ করেন। আপনি ফ্যাশন সচেতন কিন্তু চাইলে আপনি বিজ্ঞান সম্মতভাবেও ফ্যাশন সচেতন হতে পারেন। এ নিয়ে একজন জাপানিবিজ্ঞানী উষ্ণ আবহাওয়ার জন্য সবচেয়ে ভালো রঙগুলো চিহ্নিত করেছেন যা ২০ ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রার পার্থক্য তৈরি করতেপারে।

ইউরোপে প্রচন্ড গরম আবহাওয়া বিরাজ করছে। জনগণকে হালকা পোষাক পরিধানসহ নানাভাবে গরম থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় বলা হচ্ছে। রঙও গরমকে বশে রাখার একটা উত্তম হাতিয়ার হতে পারে। জাপানের একদল বিজ্ঞানী এ বিষয়ে বিশদ গবেষণার পর একটি সিদ্ধান্তে উপনিত হন।

জাপানের 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর এনভায়েরনমেন্টাল স্টাডিস' এর বিজ্ঞানী 'টোশিয়াকি ইচিনোজ' এর নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী এই গবেষণা করেন; যেখানে উচ্চ তাপমাত্রায় পোশাকের রঙের প্রভাব বিষয়টি পরীক্ষা করা হয়। কোন রঙের পোশাক গ্রীষ্মের রৌদ্রেও শরীরকে শীতল রাখবে এটাই তিনি তার গবেষণায় দেখতে চেয়েছেন।

২০২০ সালে প্রকাশিত গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় সাদা, হলুদ, ধূসর এবং লাল রঙ সবচেয়ে কম তাপ ধরে রাখে অর্থাৎ এ চারটি রঙ সবচেয়ে শীতল। গবেষণার অংশ হিসেবে 'টোশিয়াকি ইচিনোজ' নয়টা মানবমূর্তির শরীরের নিচের অংশ রোদে রাখেন এবং উপরের অংশে লাল থেকে হালকা সবুজ, হলুদ, নীল, কালো, সাদা এবং গাঢ় সবুজ রঙের পোলো টিশার্ট পরিধান করিয়ে ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় রাখেন। মাত্র পাঁচ মিনিট পর টিশার্টগুলোর পৃষ্ঠতলের তাপমাত্রা পরীক্ষা করলে সবচেয়ে শীতল ও সবচেয়ে উষ্ণ টিশার্টের মধ্যে ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পার্থক্য দেখা যায়। সুতরাং, আপনার ওয়্যারড্রবের পোশাক নির্বাচনের সময় রঙের ব্যাপারে সচেতন হওয়া অত্যন্ত জরুরি, বিশেষ করে গ্রীষ্মকালীন পোশাকের ক্ষেত্রে।

এটা সাধারণভাবে প্রচলিত একটা কথা যে গ্রীষ্মের তাপমাত্রার জন্য সাদা সবচেয়ে উপযুক্ত রঙ কারণ এটা শরীরকে শীতল রাখে। বিপরীতভাবে কালো রঙ বেশি তাপ ধারণ করে শরীরকে সবচেয়ে বেশি উষ্ণ করে। ঐ গবেষণায় দেখা যায়, যেখানে সাদা পোলো টিশার্ট ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপ ধারণ করে সেখানে কালো টিশার্ট ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপ ধারণ করছে।

সাদা কালো রঙের এই তারতম্য অনেকটা জানা হলেও বাকি তিনটি রঙের পার্থক্য এই গবেষণা থেকেই উঠে আসে। সাদার পর শরীরকে সবচেয়ে বেশি শীতল রাখতে সক্ষম হলুদ, ধূসর এবং আশ্চর্যজনকভাবে লাল রঙ। যদিও লালকে উষ্ণ রঙ বলেই অনেকের ধারণা ছিল। অন্যদিকে বেগুনি উষ্ণতা-শীতলতার এই তালিকায় মধ্যম পর্যায়ে রয়েছে। আর আশ্চর্যজনকভাবে শীতল রঙ বলে বিবেচিত নীল রঙকে গ্রীষ্মে পরিধান না করার পরামর্শ দিয়েছেন এই গবেষকদল। এছাড়াও এ তালিকায় রয়েছে হালকা সবুজ, গাঢ় সবুজ এবং কালো।

চলতি বছর মাল্টায় ২৩১ জন অভিবাসনপ্রত্যাশীর মধ্যে ১৪৯ জন বাংলাদেশী

ইউএনএইচসিআরের তথ্য

ঢাকা ডেস্ক

২০২৩ সালের ১৩ আগস্ট পর্যন্ত ইউএনএইচসিআরের তথ্যমতে, ভূমধ্যসাগরের দ্বীপরাষ্ট্র মাল্টায় পৌঁছানো অন্তত ২৩১ জন অভিবাসনপ্রত্যাশীদের মধ্যে বাংলাদেশেরই রয়েছেন ১৪৯ জন।

২৬ আগস্ট শুক্রবার টাইমস অব মাল্টার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২২ সালে মাল্টায় ৭৫ জন শরণার্থী গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। আর ২০২১ সালে ৪৫৮ জন এবং ২০২০ সালে ২ হাজার ৪৫ সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এসব শরণার্থীর ৮৪ শতাংশই লিবিয়া থেকে ভূমধ্যসাগরে যাত্রা শুরু করেছিলেন। বাকিরা তিউনিসিয়া থেকে।

প্রতিবেদনের তথ্যমতে, ২০২৩ সালে মাল্টায় আসা শরণার্থীদের মধ্যে ৬৫ শতাংশই বাংলাদেশি (১৪৯ জন)। এ ছাড়া অন্যদেশ থেকে আসা শরণার্থীদের মধ্যে সিরিয়া ২১, গিনি ১৯, ক্যামেরুন ১৭, মিসরী ১৩, সুদান ৫ জন এবং ফিলিস্তিন ও দক্ষিণ সুদান থেকে তিনজন করে। এ ছাড়া মারাত্মক অসুস্থ হওয়ার কারণে নিবন্ধন বইয়ে একজন কোনো তথ্যই দিতে পারেননি।

জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থার তথ্যমতে, ২০২২ সালেও মাল্টায় যাওয়া শরণার্থীদের মধ্যে বাংলাদেশিরাই ছিলেন সবচেয়ে বেশি; প্রায় ৫১ শতাংশ। অন্যদের মধ্যে সিরিয়ান ছিল ২৮ শতাংশ এবং মিসরীয় ছিল ৮ শতাংশ। ২০২৩ সালে মাল্টায় যাওয়া ২৩১ জনের মধ্যে ১৯৫ জন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ, ১৬ জন প্রাপ্তবয়স্ক নারী এবং ২০ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু। শিশুদের মধ্যে দুজন প্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গী হিসেবে আছে।

৩ জুলাই এক পরিসংখ্যানে প্রকাশিত হয়েছে, মাল্টায় যেসব শরণার্থী বর্তমানে অবস্থান করছেন, তাঁদের মধ্যে ২২৭ জন একটি খোলা অভ্যর্থনা কেন্দ্রে বসবাস করছিলেন। এ ছাড়া আরও অন্তত ২১০ জন কমিউনিটি আকারে বাস করছেন। খোলা অভ্যর্থনা কেন্দ্র যারা বসবাস করছিলেন, তাঁদের ৬৯ শতাংশই (১৫৬ জন) পুরুষ এবং এই কেন্দ্রের ৯২ শতাংশই হাল ফার ট্যান্ট ভিলেজে অস্থায়ীভাবে বাস করছিলেন।

অন্য এক পরিসংখ্যানের তথ্য মতে ২০২৩ শুরুর দিকে ২৮২ জন শরণার্থী আশ্রয়ের জন্য আবেদন করেছেন। আশ্রয় গ্রহণের জন্য সবচেয়ে বেশি আবেদন করেছেন সিরিয়া, সুদান ও বাংলাদেশের শরণার্থীরা

বাজার থেকে একনাপ'র হেলমেট প্রত্যাহার

কুলসুম আক্তার সুমী

আমেরিকার বাজার থেকে একনাপ কোম্পানির কিডস্ বাইক হেলমেট প্রত্যাহার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ইউএস কনজুমার প্রোডাক্ট সেইফটি কমিশন (সিপিএসসি)। একনাপ'র হেলমেট জাতীয় নিরাপত্তার শর্তগুলো, যেমন মাথা ঢেকে রাখা বা অবস্থানগত স্থিতিশীলতা এসব পালনে ব্যর্থ হয়েছে এবং বাইক দুর্ঘটনায় মাথায় আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। ২৪ আগস্ট এ জারি করা প্রত্যাহার নোটিশে বলা হয়, বাইক চালানো শিশুদের মাথার আঘাত রোধ করাই হেলমেট ব্যবহারের একমাত্র উদ্দেশ্য। যখন কোম্পানির হেলমেটগুলো সে কাজটি করতে ব্যর্থ হয়, তখন এসব হেলমেট বাজারে থাকার কোনই যৌক্তিকতা নেই।

এই প্রত্যাহারের মধ্যে সাড়ে আঠার থেকে সাড়ে বিশ ইঞ্চির অর্থাৎ সবচেয়ে ছোট সাইজের হেলমেটও রয়েছে। গোলাপি, বেগুনি, নীল, আকাশী নীল রঙের সাথে কালো ফিতা ও বাকলের অনেক হেলমেট ইতোমধ্যে বিক্রি হয়েছে। এসব হেলমেটের ভেতরের দিকে একটা সাদা লেবেলের মধ্যে এর সিরিয়াল নাম্বার এসএল৭১২-২০২২০১ এবং নভেম্বর ২০২২ লেখা রয়েছে। বাচ্চাদের এই বাইসাইকেল হেলমেট ২০২২ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত আমাজনে ২০ থেকে ৩০ডলারে বিক্রি হয়েছে।

ওজোনপার্কে দুদিনব্যাপী পথমেলায় স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ

উত্তর আমেরিকা অফিস

গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর নিউইয়র্কে বাংলাদেশি সমাজে হোম কেয়ার সেবার পথিকৃৎ স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ বলেছেন, নিউইয়র্কে বাংলাদেশিদের নতুন নেতৃত্ব গড়ে উঠছে। এই নতুন নেতৃত্বকে বেগবান করার জন্য আমরা কাজ করছি। এ জন্য আমাদের সব রকমের আঞ্চলিক বিভেদ পরিহার করতে হবে। যে রাজনীতি আমাদের বিভক্ত করে, সে রাজনীতি আমরা করিনা। যে রাজনীতি আমাদের অসুস্থ করে, পরস্পরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়, সেই রাজনৈতিক সংগঠন ও নেতাদের আমরা ত্যাগ করি।

`হাছন জানের রাজা'

শেষ পৃষ্ঠার পর

মূর্ত হবেন নিউ ইয়র্কের জ্যামাইকাস্থ পারফর্মিংআর্টস সেন্টার মঞ্চে। ৩০ আগস্ট বুধবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেস্টুরেন্টে এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানান বৃহত্তর ওয়াশিংটনের জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক সংগঠন একতারা কর্ণধার শেখ মাওলা মিলন এবং নিউ ইয়র্কে `হাছন জানের রাজা' গীতিআলেখ্য মঞ্চায়নের আয়োজক খাইরুল ভূঁইয়া পবন।

লেখক সাংবাদিক শিব্বীর আহমেদ এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এই সংবাদ সম্মেলনের মঞ্চে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ও শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখনে ব্যবসায়ী লুৎফুর রহমান বাবু, সংগঠক মীর নিজামুল হক, আশরাফ হোসাইন, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ নাজমুল হক, ক্রীড়া সংগঠক মহিউদ্দিন দেওয়ান, ক্রীড়াবিদ শাহ সেলিম উল্লাহ, সাংবাদিক শাহ জে চৌধুরী, সংগঠক আব্দুর রাহিম বাদশা, সাবেক ফুটবলার সংগঠক মোস্তফা হোসাইন মুকুল, এবং শো টাইম মিউজিকের কর্ণধার আলমগীর খান আলম।

শাকুর মজিদের লেখা এবং শেখ মাওলা মিলনের নির্দেশনায় গীতিআলেখ্য প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে পহেলা অক্টোবর রোববার সন্ধ্যা ৬টায় নিউ ইয়র্কের জ্যামাইকাস্থ পারফর্মিং আর্টস সেন্টার মঞ্চে। বাংলাদেশের একজন স্থপতি, নাট্যকার, তথ্যচিত্র নির্মাতা ও চিত্রগ্রাহক শাকুর মজিদ। ভ্রমণকাহিনী ও জীবনী সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি ২০১৮ সালে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন

সংবাদ সম্মেলনে শেখ মাওলা মিলন বলেন, একালের মানস সরোবরের ভাবনায়, কল্পনায়, মোহে এক শ বছর আগের হাছন রাজাকে দেখাতে চেয়েছেন তাঁরা। গানে আর সংলাপে এগিয়ে যাবে গল্প। দর্শকেরা দেখবেন যৌবনে জমিদার হাছনের বেপরোয়া জীবন এবং মায়ের মৃত্যুর পর জীবন সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি, মরমি সাধক হয়ে ওঠার গল্প। তিনি বলেন, 'একালে আমাদের অনেকের ভেতরে একজনত্যাগী ও ভোগী, সংগীতপ্রিয় ও মাতৃভক্ত, আত্মানুসন্ধানী ও উদাসী বাউলা হাছন রাজা দুর্দান্ত প্রতাপ নিয়ে বসত করে।'

`হাছন জানের রাজা' গীতিআলেখ্যর প্রতিটি মুহূর্ত গান-সংলাপ-আলো-ছায়ায় বাংলাদেশে ভাটি অঞ্চল হয়ে উঠবে মঞ্চ। সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, লক্ষ্মণছিড়ি আররামপাশা মিলিয়ে যে বিশাল ভাটি বা হাওর অঞ্চল, সেখানকার পাঁচ লাখ বিঘায় জমিদারি ছিল যাঁর, মঞ্চে দেখা যাবে সেইদেওয়ান হাছন রাজা চৌধুরী জমিদারের বর্ণিল ও বৈচিত্র্যময় জীবন। সেই জীবনের এক প্রান্তে হাছন রাজা অত্যাচারী প্রেমিক, স্বেচ্ছাচারী, বেখেয়ালি। অন্য প্রান্তে হাছন ত্যাগী, মানবদরদি। বিশাল জমিদারি ভাগ-বাঁটোয়ারার মাধ্যমে জনহিতকর কাজেরজন্য ওয়াক্ফ করে পিয়ারীর সন্ধানে ভাওয়ালি নৌকায় উঠে বসা। যাঁর যাত্রার অন্তিম উপলব্ধি পিয়ারীর মাঝে নিজেকে এবংসৃষ্টিকর্তাকে খুঁজে পাওয়ার মধ্য দিয়ে। নাটকের শেষে দেখা যাবে, আলো নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যেতে থাকেন হাছন রাজা।

বৃহত্তর ওয়াশিংটনের অত্যন্ত পুরানো এবং জনপ্রিয় সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন একতারা দীর্ঘ দুই দশকের উপরে বাংলা কৃষ্টি ও সংস্কৃতি প্রবাসের মাটিতে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিতে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, একতারার সকল আয়োজন এবং পরিবেশনায় প্রবাসের মাটিতে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের তরুণ-তরুণীরাই মূলতঃঅংশগ্রহণ করে আসছে। একতারার উল্লেখযোগ্য পরিবেশনাগুলোর মধ্যে রয়েছে ইত্যাদি, ঘুড়ি ফেস্টিভ্যাল, ক্রিকেট খেলা, পঞ্চকবির গান, ময়মনসিংহ গীতিকাপালা মহুয়া, চন্দ্রাবতী, শাহ আব্দুল করিমের মহাজনের নাও সহ অসংখ্যা পরিবেশনা যা বিপুল দর্শক জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে আয়োজক খাইরুল ভূঁইয়া পবন ও নির্দেশক শেখ মাওলা মিলন আগামী পহেলা অক্টোবর রোববার নিউ ইয়র্কের জ্যামাইকাস্থ পারফর্মিং আর্টস সেন্টারে `হাছন জানের রাজা' প্রদর্শনী দেখবার সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। দর্শনীর বিনিময়ে সন্ধ্যা ঠিক ৬ ঘটিকার সময় `হাছন জানের রাজা' গীতিআলেখ্যর মঞ্চায়ন শুরু হবে।

সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের নিয়ে কাজ করে 'আগামী'

শেষ পৃষ্ঠার পর

যায়, প্রতিটা জেলা উপজেলা সহ সারা দেশে কাজ করা যায়। আপনারাও আসুন, আমাদের সাথে যোগদান করুন। প্রজেক্ট আনুন, ডোনেটের মাধ্যমে সহযোগিতা করুন, আমরা সবসময় প্রস্তুত আপনাদের সাথে থাকার জন্য।

অলাভজনক প্রতিষ্ঠান 'আগামী'র পটভূমি, কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো বলেছিলেন ডঃ সাবির মজুমদার। ২৪ অগাস্ট বৃহস্পতিবার প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় সম্প্রচার "টক অফ দ্য উইক" অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে যোগদান করেছিলেন তিনি।

ডঃ সাবির মজুমদার, প্রসেস ও কোয়ালিটি ইঞ্জিনিয়ার, সেমি-কন্ডাকটর ইন্ডাস্ট্রিতে কর্মরত। আলবুকার্কির-'ইউনিভার্সিটি অব নিউ মেক্সিকো' থেকে জৈব-ভৌত রসায়নে পিএইচডি করেছেন তিনি। বাস করছেন শার্লোট, নর্থ ক্যারোলিনা। ডঃ সাবির মজুমদার অলাভজনক প্রতিষ্ঠান আগামী'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও বর্তমান প্রেসিডেন্ট।

'আগামী' একটি মার্কিনভিত্তিক অলাভজনক সংস্থা যা বাংলাদেশে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ দিয়ে যাচ্ছে। আগামী'র পটভূমি, কার্যক্রম সম্পর্কে ডঃ সাবির মজুমদার বলেন, "কুঁড়ি বছর আগে ২০০৩ সালে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া শহরে আগামী'র সৃষ্টি হয়েছিল। বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের পড়াশোনার উদ্দেশ্যে এর সৃষ্টি হয়। দরিদ্র শিশুরা যাতে ন্যূনতম ভাবে মূল শিক্ষা পায় সেটাই ছিল প্রধান কাজ। আশ্চর্যজনক ভাবে ২০০৩ সালেই আমরা বাংলাদেশের প্রায় এক লক্ষ শিশুকে শিক্ষার সুযোগ প্রদানে সক্ষম হই। ক্যালিফোর্নিয়ায় বে এরিয়াতে আমরা চারজন মিলে ভেবেছিলাম যে, বাংলাদেশের জন্যে গঠনমূলক কিছু করা দরকার যা ভবিষ্যতের জন্যে উপকারে আসবে। আমরা বর্তমানে আমেরিকায় যে সুযোগ সুবিধা ভোগ করছি তা মূলত বাংলাদেশ থেকে লেখাপড়া করে আসার কারণেই। এই সুযোগ যদি এখনকার বঞ্চিত বাচ্চাদের দেয়া যায় তাহলে তারাও ভবিষ্যতে জীবনকে উন্নত করতে পারবে। দেশের প্রতি অগাধ ভালোবাসার টানেই এই কাজটা আমরা করেছিলাম।" তিনি আরো যুক্ত করেন, "আগামী'র মিশন ও ভিশন হচ্ছে শিক্ষা ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক বিষয়ের মাধ্যমে বাচ্চাদেরকে কিভাবে শিক্ষিত করা যায়, সে কাজগুলো করে যাওয়া যাতে ভবিষ্যতে তারা নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারে।"

ডঃ সাবির মজুমদার জানান, বাংলাদেশে কলাবাগান এলাকাতে 'আগামী এডুকেশন ফাউন্ডেশন" অফিস আছে। আগামী'র ফর্মাল অর্গানাইজেশন বোর্ড মেম্বারের মধ্যে তিনি একজন, বাকি তিনজন ইলেক্টেড। আমেরিকায় দুটো চ্যাপ্টার রয়েছে, নর্থ-ইষ্ট চ্যাপ্টার যা নিউইয়র্ক, নিউজার্সি ভিত্তিক, আরেকটা সাউথ-ইষ্ট চ্যাপ্টার যা ডিসি, ভার্জিনিয়া, মেরিল্যান্ড, নর্থ ক্যারোলিনা, সাউথ ক্যারোলিনা ভিত্তিক। এখানে ২০০ র মতো ভলান্টিয়ার কাজ করে।

ডঃ সাবির মজুমদার আরো জানান, 'আগামী তার বিভিন্ন প্রোগ্রামের মাধ্যমে, সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষার পাশাপাশি প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য দক্ষতা প্রশিক্ষণ এবং পরিবারের জন্য জনস্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক উদ্যোগের বিষয়গুলোও দেখছে। তিনি বলেন, "আমাদের কাজের মেইন টার্গেট ছিল আমেরিকা ও বাংলাদেশ, বিশেষ করে বাংলাদেশ। বিভিন্ন সময়ে আমেরিকা, নেপাল, ইন্ডিয়াতে কিছু প্রজেক্ট করেছি। ক্যালিফোর্নিয়াতে কিছু কাজ করেছি কালো ছাত্রদের জন্যে, ইন্ডিয়াতে আমরা সোলার লাইট ডিস্ট্রিবিউট করেছি, ভূমিকম্পের পর নেপালে ক্ষতিগ্রস্ত কয়েকটি স্কুল মেরামত করেছি। আমাদের ক্ষমতা ভবিষ্যতে আরো বাড়লে তৃতীয় বিশ্বের অন্য দেশগুলোর সুবিধা বঞ্চিতদের জন্যে আমরা কাজ করতে ইচ্ছুক।"

যে কোন নন-প্রোফিট সংস্থা চালাতে বেশ অর্থের প্রয়োজন পড়ে। আগামী'র এই অর্থায়নের ব্যাপার সম্পর্কে হোস্ট রোকেয়া দীপা জানতে চাইলে ডঃ সাবির মজুমদার বলেন, "অর্থ যোগাড় করা খুব সহজ কাজ নয়। আমরা প্রথমে নিজেদের পকেট থেকে ১৫০০ ডলার জমা দিয়ে কুমিল্লার একটি স্কুল প্রজেক্ট শুরু করি। বন্ধুরা নিজস্ব ডোনেশন থেকে প্রথম কয়েক বছর চালানোর পর আমরা জনগনের থেকে অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারটা শুরু করি। গত বছরে শুধুমাত্র আমেরিকা থেকেই চার লাখ ইউএস ডলারের উপরে সংগ্রহ করেছি। পার্সোনাল ডোনেশন, ভলান্টিয়ারদের ডোনেশন, বিভিন্ন অর্গানাইজেশন পার্টনারশিপ, গ্র্যান্ট রাইটিং থেকে আমরা ফান্ড রাইস করি। প্রতি বছর কতগুলো মেজর এবং মাইনর ফান্ড রাইসিং ক্যাম্পেইন করি আমরা। ২০২১ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত কোভিডের কারণে এটা এক্সপোনেনশিয়ালি বেড়েছে।"

> 'আগামী' একটি মার্কিনভিত্তিক অলাভজনক সংস্থা যা বাংলাদেশে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ দিয়ে যাচ্ছে। আগামী'র পটভূমি, কার্যক্রম সম্পর্কে ডঃ সাবির মজুমদার বলেন, "কুঁড়ি বছর আগে ২০০৩ সালে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া শহরে আগামী'র সৃষ্টি হয়েছিল।

আর্থিক সহযোগিতা সহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ১৬টি স্কুলে ইতোমধ্যে 'আগামী' সহায়তা করেছেন। এ প্রসঙ্গে ডঃ সাবির মজুমদার বলেন, "গত বিশ বছরে ৪৫টি স্কুলে আর্থিক সাহায্য সহযোগিতা করে এসেছি। আগের পুরনো স্কুল আছে ঊনিশটি, এর মধ্যে প্রাইমারি স্কুল বারোটা, জুনিয়র স্কুল দুইটা, সেকেন্ডারি স্কুল পাঁচটা। এই ঊনিশটি স্কুলে ছাত্র আছে মোট ৩৫৪৭ জন ও ১৪১ জন শিক্ষক আছেন। প্রতি বছরের মাঝখানে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে আবেদন প্রচার করে থাকি। বাজেট অনুযায়ী আবেদন পত্র বাছাইয়ের মাধ্যমে ছাত্র বাছাই করা হয়। খেলাধুলা ছাড়াও এডুকেশন মডেলের মধ্যে কিছু প্রোগ্রাম আছে, যেমন স্কুল প্রোগ্রাম, হেলথ ফর এডুকেশন, টিচার্স ট্রেইনিং, লাইব্রেরি প্রজেক্ট, লাইফ ইস ফান, ইম্প্রুভিং ইংলিশ টিচিং এবং আরো অনেক কিছু। কোভিডের সময় বাড়িতে বসে ক্লাশ করার সুযোগও আমরা করে দিয়েছি।"

'আগামী'র প্রকল্পে ডোনেট প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তিনি বলেন, "ডোনেশন যে কোনো জায়গা থেকে যে কেউ করতে পারবে। আমাদের ওয়েবসাইটে অনেক ধরনের অপশন আছে, অনলাইনেও ডোনেশন সম্ভব। চেক কিংবা ব্যাংকের মাধ্যমে, ক্রেডিট কার্ড, পে-পলের মাধ্যমেও করা যাবে। কিন্তু সদস্য হতে হলে তাকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া ছাড়াও আবেদন পত্র পূরণ, বাৎসরিক ফি পঞ্চাশ ডলার প্রদান করতে হবে। সদস্য হবার মাধ্যমে বোর্ড ইলেকশনে সে যোগ দিতে পারবে। ভলান্টিয়ারদের ভোটিং অধিকার নাই তবে তাদের ভলান্টিয়ার হবার জন্যে কোন ফি দরকার নেই।"

'আগামী'র প্রথম প্রকল্পটি ছিল ২০০৩ এ কুমিল্লার একটি বস্তির স্কুলে। সেই থেকে আজকের দিনটা পর্যন্ত আগামী'র অগ্রযাত্রা বা সাফল্য সম্পর্কে একজন ফাউন্ডার হিসাবে ডঃ সাবির মজুমদার বলেন, "সাফল্যের গল্প শুনতে কার না ভালো লাগে? আমাদের অনেক সফল তরুণতরুণীরা নিজেদের মনোভাব ব্যাক্ত করেছে। ঢাকার এক ছাত্র সাজ্জাদ জহির বলেছে, আগামী থেকে টিফিন, খাতা-কলম, স্কুল ড্রেস দিয়েছে, আমি প্রতিদিন স্কুলে আসি, স্কুলের বন্ধুদের আমার ভালো লাগে। স্যারদের কথামত মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করি। বড় হয়ে আমি একজন ডাক্তার হতে চাই। আরেক ছাত্রী সুমাইয়া নাটোর থেকে লিখেছে, আগামী ফাউন্ডেশন থেকে আমি সহ আমার অনেক সহপাঠী স্কুল পোষাক পেয়েছি। এছাড়া দুদিন স্কুল থেকে টিফিন পাই, স্কুলে আসতে আমার ভালো লাগে। আগামী ফাউন্ডেশন গণিত ক্লাস ট্যাবের মাধ্যমে করানোর ব্যবস্থা করেছে।"

'আগামী'র ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে ডঃ সাবির মজুমদার আশাবাদী। তিনি বলেন, "আগামী'র ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, পরিশ্রমের মাধ্যমে অনেক সম্ভাবনার দ্বার খুলে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার, ইউনিসেফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, ব্র্যাক বাংলাদেশ, খান একাডেমি, আরো এরকম অনেক পার্টনার আমাদের আছে। সবাইকে আমাদের সাথে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি। যে কোনো প্রয়োজনে আমাদের ওয়েবসাইট দেখতে পারেন।"

রোকেয়া দীপার হোস্টিংয়ে ডঃ সাবির মজুমদার এভাবেই সেদিন বিভিন্ন স্লাইড প্রদর্শনের মাধ্যমে আগামী'র সম্পর্কে উচ্ছাশা ব্যাক্ত করেন। অনুষ্ঠানটির কারিগরি সহযোগিতায় ছিলেন এইচ বি রিতা। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার "টক অফ দ্য উইক"অনুষ্ঠানটি প্রতি বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক সময় রাত নয়টায় Prothom Alo USA ফেসবুক পেইজ থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়ে থাকে।

বাসা ভাড়া

Parkchester Bronx, 3 bed room apart- ment with large living room, dinning & kitchen, close to trains/ buses/ Bangladeshi grocies/Restaurants/ Super- makets/ other shopping complexes ১লা সেপ্টেম্বর ২০২৩ হতে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ 718-973-2802.

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে বাস স্টেশনের নিকটে পুরো বাড়ি ভাড়া দেয়া হবে ১লা সেপ্টেম্বর থেকে । ভাড়া ৩৫০০ ডলার+ বিলস। যোগাযোগঃ 347-744-7652, 347-870-1125.

বেসমেন্ট ভাড়া

সাউথ জ্যামাইকায় নতুন বেসমেন্ট ভাড়া হবে (109-47156 st) নতুন বাসায় ২ বেডরুমের বেসমেন্ট ছোট পরিবারের নিকট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 347-774- 6684 OR 570-8170-821

বাসা ভাড়া

Parkchester Bronx, 3 bed room Apartment with large living room, dinning & kitchen, close to trains / Buses/ Bangladeshi Gorceries/ Rstaurants/ Supermarkets/ other shopping complexes ST আগস্ট ২০২৩ হতে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: 718-973- 2802.

স্টুডিও রুম ভাড়া

সাউথ ওজনপার্ক এ ট্রেন, ১১১ স্ট্রীট সাবওয়ে স্টেশন থেকে মাত্র ২ ব্লক দূরে বেসমেন্টে ১টি স্টুডিও রুম ভাড়া হবে। ১ বেড, ১ বাথরুম, ১ কিচেন। যোগাযোগ: 347-260-7770, 347-891- 7145.

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা ১৭৭ স্টীট এবং ১০৬ রোড-এ ৩ বেড ১ বাথ এর একটি বাসা ভাড়া হবে সেপ্টেম্বর থেকে। মসজিদ, বাস স্টপ, ট্রেন স্টপ, গ্রোসারী সন্নিকটে। যোগাযোগ করুন 917-459-6454

ফ্ল্যাট বিক্রয়

নোয়াখালী বসুরহাট পৌরসভায় অবস্থিত পোস্ট অফিসসংলগ্ন ৫ তলা বাড়ি শাহানাজ ভিউ। প্রতিটা ফ্লোরে ৪টা ফ্ল্যাট। গ্যাস সংযোগসহ ফ্ল্যাট বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ বাংলাদেশ: 016-16531283. USA: 347-237-3012

রুম ভাড়া

বড় দুটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে।কিচেন শিয়ার।সার্টফিন ব্লোবার্ড এবং হিলসাইড এবিনিউতে।F,E,air train, bus station ,মসজিদ,মাদ্রাসা,বাঙ্গালী গ্রোসারী সব কিছু অতি নিকটে।বাসা এখন খালি আছে। ৯২৯৩২৮৫০৪২

এক বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া

বাসা এভিনিউ/১৭০ স্ট্রীট এফ ট্রেনের কাছে ৩য় তলায় এক বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া ১৬০০ ডলার । 646-256-1766, 718-844- 8731.

রুম ভাড়া

বড় দুটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে।কিচেন শিয়ার।সার্টফিন ব্লোবার্ড এবং হিলসাইড এবিনিউতে।F,E,air train ,bus station, মসজিদ,মাদ্রাসা,বাঙ্গালী গ্রোসারী সব কিছু অতি নিকটে।বাসা এখন খালি আছে। ৯২৯৩২৮৫০৪২

বেসমেন্ট ভাড়া

৯০-৩৫, ১৮৪ স্ট্রীট হলিস নতুন বেসমেন্ট ভাড়া হবে। PS, স্বামী-স্ত্রী কিংবা দুইজন মহিলার নিকট ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: 347-740-2701, 718-874-3675

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা কুইন্স সে ভিলেজের ২১৫ প্লেস এবং ৯২ রোডে ২ বেডরুম, ফুল বাথরুম, কিচেন, বড় লিভিং, ডাইনিং রুমের বেসমেন্ট আগামী আগস্ট মাস হতে ছোট ফ্যামিলির কাছে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 646-897-5496

লোক আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের অতি নিকটে (৬৯-১৭ নর্দার্ন বুলেভার্ড) একটি বাংলাদেশী গ্রোসারীতে কাজ করার জন্য মিট কাটার/ স্টোর হেলপার আবশ্যক। 646-250-7975.

ন্যানি আবশ্যক

We are looking for a live-in or live-out nanny near the Elmont area. PH#Hemel 917-826-3498. Aysha 347-545-8669

সিলেটে জমিসহ ফ্লাট বিক্রয়

সিলেট শহরের অভিজাত আবাসিক এলাকা হাউসিং এসটেট। আবাসিক এলাকার সংলগ্ন পাঁচ মিনিটের হাঁটাপথ উত্তর পীর মহল্লা পাহাড়ীকা আবাসিক এলাকায় ৬ তলা ফাউন্ডেশনের বিলডিং এ গ্যাস সংযোগ সহ ২টি ফ্ল্যাট (৪ শতাংশ জমিসহ)বিক্রয় হবে। যোগাযোগঃ +৮৮০১৭১১৩২৭৩৭৩ (হোয়াটসআপ)

ড্রাইভার আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসে RAV 4 ইয়ালো ক্যাবের জন্য একজন অধুমপায়ি রাতের ড্রাইভার প্রয়োজন। ফোন 332-201-4393

স্টুডিও ভাড়া

আগস্ট মাস থেকে জ্যামাইকা এলাকায় প্রাইভেট বাসার একটি স্টুডিও রুম ভাড়া হবে। সম্পূর্ণ আলাদা কিচেন, বাথরুম এবং আলাদা প্রবেশ পথ। শুধুমাত্র একজন কর্মজীবী মহিলা/ দুইজন ছাত্রীর জন্য । যোগাযোগ: 347-221-4947

পাত্রী চাই

বাংগালি আমেরিকান অবিবাহিত ধার্মিক প্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনিয়ার ৪০ পাত্রের জন্য অনুদ্ধ ৩৫ বয়সী কানাডা আমেরিকান মার্জিত, সুশ্রী ধার্মিক পাত্রীর সন্ধানে। ফোন 203-559-6862

পাত্র-পাত্রী চাই

১)আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে ডিগ্রীপ্রাপ্ত । মুসলিম। সাতাশ বছর। সিলেটে বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্রী চাই।
২) ডাটা সাইন্সে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়রত। মুসলিম। তেইশ বছর। সিলেটে বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্র চাই।
এসএমএস করুন। গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।
৩৪৭-৩৪৫-৮২০৭

Convenience Store

জ্যামাইকা হিলসাইড এবং PARSONS BLRD ২টা হাই স্কুল ২টা Middle School-এর মধ্যে সাবওয়ে থেকে উঠলে Very busy Convenience Store Sale করা হবে। মালিক অসুস্থ থাকার কারণে Sale হবে। শুধু সিরিয়াস ক্রেতারা যোগাযোগ করুন। ফোন: ৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা স্প্রিংফিল্ড গার্ডেন কিউ-৭৭, কিউ-৮৫ বাস এবং এলআইআরআর স্টেশনের নিকটে তিন বেড, লিভিং ডাইনিংসহ বড় বাসা আগস্ট থেকে ভাড়া হবে। স্টপ এন্ড শপ এবং স্কুল খুব নিকটে। যোগাযোগ: 646-532-1916.

বাসা ভাড়া

172 Verbena Ave, floral park, NY-11001 | প্রাইভেট হাউজের তৃতীয় তলায় (এটিক) ১ বেডরুম, লিভিং, ফুল বাথরুম ও কিচেন ভাড়া হবে। ভাড়া ১২০০ ডলার। (included). বাসার কাছে LIRR Floral park স্টেশন, বাস Q36 and N24 এবং N1. Preferred single per- son /2 people. যোগাযোগ: Mahabub, 631-520-8917; Zinnia 646-945-0209.

বাসা ভাড়া

৯৫ এভিনিউ, রিচমন্ডহিল, ১ম তলায় ৩ বেড রুম বাসা ভাড়া হবে। A & J Train, Q-24, Q- 37 Bus 1 block. যোগাযোগ: 646-457-5505.

বাসা ভাড়া

উডসাইডে ৫৭ স্ট্রীট ও ব্রডওয়ে এর ক্রস স্ট্রীটে প্রাইভেট হাউজের এক তলায় এক বেডরুমের এপার্টমেন্ট অতি সত্বর ভাড়া হবে। ভাড়া ১৭৫০ ডলার। Only cou ple or Two bachelors. Tel: 212-470-3118

বাসা ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস ৩২-৫৬, ৮৬ স্ট্রীট, নর্দার্ন বুলেভার্ড এর কর্নার এ ২ বেডরুমের নিউলি রিনোভেটেড এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 347-484-6385, 347-617- 3433.

বেসমেন্ট ভাড়া

Queens village, 208st and 111 Ave, Q2 and Q77, Q83 bus এর নিকটে একটি renovated basement ভাড়া দেয়া হবে। Phone number: 347-666-7565, 929-350-2919.

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কস/ পার্কচেস্টার পেলহাম ১ বেড ওয়াকিং ছোট সেপারেট (এপার্টমেন্ট) এবং এটিক খুব সুন্দর ৬ ট্রেন বাস ও সবকিছু নিকটে। ছোট পরিবার, স্বামী-স্ত্রী, কর্মজীবী মহিলা/ ছাত্র-ছাত্রী ব্যাচেলারদের জন্য। একটি বাড়ি বিক্রি হবে কোয়ালিফাইডরা যোগাযোগ করুন: 917-214-7829, 917-995-7846.

বেসমেন্ট ভাড়া

উডসাইড ৬১ স্ট্রীট ৭ ট্রেনের সংলগ্ন স্ট্রীটে সেমিবেসমেন্টে একটি বড় রুম একজন ব্যাচেলারের জন্য ভাড়া দেয়া হবে। অবশ্যই মুসলিম পরিবারের এবং অধূমপায়ী হতে হবে। আগস্ট মাস থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: 646-920-6448, 646-920- 4792.

বেসমেন্ট ভাড়া

৯০-৩৫, ১৮৪ স্ট্রীট হলিস নতুন বেসমেন্ট ভাড়া হবে। । স্বামী-স্ত্রী কিংবা দুইজন মহিলার নিকট ভাড়া দেয়া হবে । যোগাযোগ: 347-740-2701,718-874-3675

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

সেমিবেসমেন্ট গ্যারেজসহ ভাড়া হবে। ২ বেডরুম, কিচেন, বাথ, লিভিং এখনই ভাড়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: 347-484-6385, 347-686- 5591.

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের দুই বেডরুমের এপার্টমেন্ট ফ্যামিলি বাসায় মাস্টার বেডরুম মুসলিম অধূমপায়ী স্বামী-স্ত্রীর নিকট ১লা আগস্ট হতে ভাড়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে । যোগাযোগঃ 929-344-9248, 347-771-2282.

মহিলা রুমমেট চাই

ইয়াংকি ষ্টেডিয়ামের কাছে ১টি রুম একজন মহিলা/ছাত্রী এর কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। Bronx এর D train এর কাছে। যোগাযোগ: 986-837-7230

স্টুডিও ভাড়া

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ড এবং ১০৮ এভিনিউতে ফুল রিনোভেটেড সেমি-বেসমেন্টে একটি স্টুডিও ১জন স্টুডেন্ট/ ব্যাচেলারের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। ফোন: 718- 839-5479

লোক আবশ্যক

কুইন্সে কনভিনিয়েন্ট স্টোরে কাজের জন্য অভিজ্ঞ লোক আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে । যোগাযোগ: 646-464-4245.

আইন প্রতিষ্ঠানের জন্য রিসিপশনিস্ট আবশ্যক

কুইন্সের একটি প্রতিষ্টিত ইমিগ্রেশন বিষয়ক আইন প্রতিষ্ঠানে রিসিপশনিস্ট নিয়োগ করা হবে। প্রার্থীকে খুবই অরগেনাইজড, কমিনিউকেশনে ও জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। ইংরেজির সাথে বাংলায় কথা বলা জানতে হবে। আইন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। আকর্ষনীয় বেতন ও সুবধাদি দেয়া হবে। রিজুমি ইমেইল করুনঃ ravi@gehilaw.com

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পাটনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.

Email: amrsolarllc@yahoo.com

বাসা ভাড়া

হাওয়াড বীচ এ ৯০ স্ট্রীট, বিটুইন ১৬১-১৬২ এভিনিউতে সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে ৩ বেডরুমের বাসা বাড়া দেওয়া হবে। সেন্ট্রাল এসি, লিভিং রুম এবং পাকিং সুবিধা। হাইওয়ে বেল্ট পার্কওয়ে থেকে মিনিট এবং বাস, রেস্তোরাঁ, কেনাকাটা এবং ট্রেন স্টেশনে ৫ মিনিট যাত্রায়। যোগাযোগ: 646-457-5746 or contact

বেসমেন্ট ভাড়া

বেসমেন্টে দুই বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। মে মাসের ১ তারিখ থেকে। ঠিকানাঃ ১০৫-১৪, ইনউড, স্ট্রীট, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক-১১৪৩৫। যোগাযোগ: 917-650-0546.

বেসমেন্ট ভাড়া

১ বেডরুম বাথরুম, রান্নাঘর শুধু বড়দের জন্য। এস্টোরিয়া ৩৫-৪৭ ১০ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬ ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ 917-662- 0275, 718-205-8412.

বেসমেন্ট ভাড়া

150-16 Shore Ave Jamaica Ny 11433 1 বেডরুম এর বেসমেন্ট ভারা দেওয়া হবে। সাথে বাথরুম রান্নাঘর আর ছোটো একটি লিভিং রুম আছে। বাসার পাশেই মসজিদ, স্কুল, বাংলাদেশী গ্রোসারী এবং বাস ও ট্রেন বাসার কাছে। ই/জে ১০ মিনিটের হাঁটা দূরত্ব। মোবাইল: (646) - 717-7404.

বেসমেন্ট ভাড়া

এস্টোরিয়া ৪৬ স্ট্রীট সাবওয়ে আর, এম, ই ট্রেনের অতি নিকটে দুই বেডরুমের একটি বেসমেন্টের একটি রুম শুধু ভদ্র, শিক্ষিত, অধুমপায়ী পুরুষ ব্যাচেলারদের নিকট ভাড়া দেয়া হবে । কিচেন ও লিভিং রুম শেয়ার করতে হবে। 347-438-7884.

এটিক ভাড়া দেওয়া হবে

Hollis এ 197-03 99th road এর কাছে সুন্দর পরিবেশে সম্পূর্ণ রেনভেটেড ২টি রুম কিচেন বাথরুমসহ ৩জন ব্যাচেলার অথবা ছাত্রের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: 347-986-4707 (২৪ ঘন্টা পাকিং এর সুবিধা আছে)

Apartment for sale

Apartment for sale in Mirpur: 3-rooms, 2-bath rooms, 2-balcony. Price: $35,000 or best offer. 646-598-6675.

গাড়ি বিক্রয়

নিসান এন ভি -২০০, ১৪৮ হাজার মাইলস, ইয়ার ২০১৭, ক্লিন নাইস, ইয়ালো ট্যাক্সি বিক্রয় করা হবে। হুইল চেয়ার এক্সেস এবেল। যোগাযোগ 347-235-7322

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

জ্যাকসন হাইটসের প্রানকেন্দ্রে অবস্থিত কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স কোম্পানীতে ট্যাক্স, একাউন্টিং ও অফিস সহকারি পদে কিছু লোক জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হবে। অনুগ্রহ করে রিজ্যুমি ইমেইল করুন Karnafullytax@yahoo.com

Help Wanted

Office Assistant (woman) Law office, Immigratiom & Multiser-vices. Hillside ave, Jamaica, NY.Fluent in English, bengali, Hindi & other language. Please send resume to solaimanm208@gmail.com. Students Born & groomed in US.

বেবি সিটার আবশ্যক

NewHyde Park এ N25/N26 Bus Stop থেকে ১০ মিনিট হাঁটা দূরে Part Time Babysitter আবশ্যক। সপ্তাহে ৫ দিন; 2 pm to 6pm. মেসেজ রাখুন 929-225-9363

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

হাউস কীপার আবশ্যক

জ্যামায়কার হিলসাইড ও ১৬৯ স্ট্রীটে একজন বয়স্ক মহিলাকে সপ্তাহের ৬ দিন দেখাশুনার জন্য একজন অভিজ্ঞ মহিলা হাউস কীপার আবশ্যক । **থাকা-খাওয়া ফ্রি + আকর্ষণীয় বেতন** । দীর্ঘমেয়াদী চিন্তায় বিশ্বাসী শুধুমাত্র সিরিয়াস প্রার্থীগণ কল করুন ।

ফোন: **৩৪৭-৪৪৫-৫০৯৩**, ৯১৭-৪৩৫-৯৪১৬

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ **এআর** ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন ।

যোগাযোগঃ **৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২**

World Travel and Vacation

TRAVEL THE WORLD

Mohammad Hossain

President

214.714.3110 (24/7)

1901 Knightsbridge Rd, Farmers Branch, TX-75234

Mohammad.benu@gmail.com

ওমরা ভিসা, হজ্বের জন্য প্যাকেজসহ যেকোনো বিমানযাত্রার সব ব্যবস্থার জন্য আমাদের পেশাদারিত্ব আর বিশ্বস্থতার প্রতিষ্ঠান। দয়া করে ফোনে বা ইমেইলে যোগাযোগ করুন।

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

যারা বার বার ড্রাইভিং টেষ্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।

যোগাযোগ সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১

স্ট্যাটেন আইল্যান্ডে বাসা ভাড়া হইবে

ভিক্টোরি ব্লুবার্ড এন্ড কুইনলান অভ্যেনুর উপর অত্যন্ত মনোরম, নিরিবিলি ও নিরাপদ পরিবেশে ১ (এক) বেডরুমের একটি বাসা ভাড়া হবে। সবরকমের শপিং দোকানপাট ১-২ মিনিটের মধ্যে পাওয়া যাবে, ইন্ডিয়ান, পাকিস্তানী গ্রোসারী ওয়াকিং ডিস্টেন্সের মধ্যে পাওয়া যায়। ভেরাজোনা ব্রিজ এবং i 278 এক্সপ্রেস ওয়ে থেকে খুব সহজে এক্সিট নেয়া যায়। বাসা ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে যোগাযোগে: ফারুক হোসাইন মোবাইল : ৯২৯৪৪৪৫৩০৫

বেসমেন্ট ভাড়া

বেসমেন্ট ভাড়া হবে ১লা আগস্ট হতে। এক বেডরুম এবং লিভিং রুম, সাবওয়ে '৩' ট্রেন (দুই ব্লক) ৪৬৯ জর্জর্জিয়া এভিনিউ, ব্রুকলীন, নিউইয়র্ক। যোগাযোগ করুন: 917-362-3190

ব্রঙ্কসে অফিস ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসেল হিল এন্ড জেরেগা ওয়েসচেষ্টার এভিনিউতে ১০ রুমের অফিস ভাড়া হবে। ডাক্তার অফিস হলে ভাল হয়। ইকবাল-347-337-2144

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগঃ 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

ঢাকায় বসবাসরত এবং ইডেন কলেজে স্নাতক (প্রথম বর্ষ) অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর কাকা New York

পাত্র চাই

সিলেটি পিতামাতার নিউইয়র্কে জন্ম নেয়া ডাক্তার এবং মে মাস থেকে নিউইয়র্কে রেসিডেন্সি প্রাপ্ত (২৬-৫-৬) নামাজি ও হিজাবী পাত্রীর জন্য ধার্মিক ও উচ্চ শিক্ষিত পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 646-577-8290, e-mail: za-manmehdad227@gmail.com

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগঃ516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

পাত্রী চাই

US সিটিজেন ডিভোর্স পাত্রের জন্য (৫৫) ৫ ফট ৬" শিক্ষাগত যোগ্যতা ইন্‌জিনিয়ার, সরকারি চাকুরিজীবি সু প্রতিষ্ঠিত মুসলিম পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স বা বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে পাত্রী চাই। 646-707-9614

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্রপাত্রীর খোঁজে

অভিভাবক বা পাত্রপাত্রী নিজে যোগাযোগ করুন। কোন ফি নাই। সম্পূর্ণ অলাভজনক সেবামূলক উদ্যোগ। যোগাযোগ email: drmah007@gmail.com, **ফোন: ৫৭১–৪৮৯–৯০১৩**

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

FOR RENT

১০৭ এভিনিউ, পাইনগ্রোভ স্ট্রিট, সাউথ জ্যামাইকা এর কর্নারে প্রাইভেট হাউজের ১টি ইউনিট (৩ বেডরুম, লিভিং রুম, ২ বাথরুম) ভাড়া হবে। ভাড়া ২৩০০ ডলার।
যোগাযোগ: 646-302-2153
646-291-9845, 646-641-5348

আবশ্যক

একটি ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞ ইন্সট্রাক্টর আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।
যোগাযোগ : এম ডি আলী- 917-500-3937

ARMAN CHOWDHURY, CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

7 DAYS OPEN
AUTHORIZED e-file PROVIDER
718-475-5686

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্

ট্যাক্স
- পারসনাল ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স
- সেলস ট্যাক্স
- বিজনেস সেটআপ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ইমিগ্রেশন
- ফ্যামিলি পিটিশন
- সিটিজেনশীপ আবেদন
- গ্রীণকার্ড নবায়ন
- সব ধরনের এফিডেভিট

আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস

AIR TICKET

-Emirates -Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com

Immigrant Elder Home care LLC

ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Jahangir M Alam
President & CEO

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

নিউইয়র্ক সিটির রেজিস্ট্রার কাজী

MATRIMONIAL SERVICE
NYC REGISTERED

মাওলানা নজরুল ইসলাম
খতিব মসজিদ আর রাইয়ান (MUNA Center of Jamaica)

MATRIMONIAL SERVICE NYC REGISTERED

কাজী অফিস নিউইয়র্ক

MAULANA NAZRUL ISLAM
Khatib Masjid AR-Raiyyan
I Speak Bangla,Urdu,Arabic,English

Email: islam1072@gmail.com Phone: 347-251-2937
196- 43 Foothill Ave, Hollis, NY 11423

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER

সেলস এবং রিপেয়ার

Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।

ultra mobile | h2o | T-Mobile | univision mobile | Lycamobile

Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Bangladeshi Foot Specialist

DR. SADI ALAM, DPM

আপনি পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন?
নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C

Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | Email: dralamdpm@gmail.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS

মামলায় ট্রাম্পের লাভ হচ্ছে!

রহমান মাহবুব

ডোনাল্ড ট্রাম্প

জর্জিয়ার আদালতে চতুর্থ ক্রিমিন্যাল মামলায় জামিন নিয়েছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই প্রথমবারের মতো আমেরিকার কোন সাবেক প্রেসিডেন্টের মাগ শট দেখা গেলো। সাধারণত ক্রিমিন্যাল মামলার আসামি হলে রাজনৈতিক নেতাদের আর ক্যারিয়ার থাকে না। কিন্তু ট্রাম্পতো কোন সাধারণ রাজনৈতিক নেতা নন। হোয়াইট হাউসে থাকাকালীন সময়ে এবং আগে পরে তাঁকে ঘিরে কতো কেলেঙ্কারি হয়েছে! তারপরও ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা আমেরিকার রক্ষণশীল মানুষের কাছে এক চুলও কমেনি। পুরো রিপাবলিকান পার্টির মধ্যে তিনিই এখন পর্যন্ত সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা।

২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য দলের ভিতরে তিনিই সবচেয়ে ফেভারিট। আর কেউ তার ধারে কাছেও নেই। এ সময়ে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে চতুর্থ মামলা আদালতে এসেছে। চারটি মামলায় তার ওপরে মোট ৯১টি ক্রিমিন্যাল চার্জ আনা হয়েছে। প্রশ্ন দাড়াতে পারে, একই সময়ে একান্নব্বইটি ক্রিমিন্যাল চার্জ নানা রাজ্যের নানা আদালতে ফেইস্ করেও ট্রাম্প কি ২০২৪ এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দলের নমিনেশন জিততে পারেন?

অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে, হ্যাঁ পারবেন!

এতগুলো ক্রিমিন্যাল চার্জের কারণে তাকে প্রার্থীতার জন্য অযোগ্য মনে করাতো দূরে থাক, নানা জরীপে দেখা গেছে রিপাবলিকান দলের ভিতরে ট্রাম্পকেই আগামি নির্বাচনে প্রার্থীতার জন্য দলের পক্ষ থেকে সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি বিবেচনা করা হচ্ছে।

সবার চোখ ট্রাম্পের উপর! আইওয়া স্টেট ফেয়ার একটি বিখ্যাত মেলা। গত সপ্তাহান্তে ট্রাম্প সেখানে গিয়েছিলেন।

কানাডায় তরুন উদ্যোক্তা শরীফ রহমান খুন

ফারজানা নাজ শম্পা, *কানাডা*

শরীফ রহমান

টরন্টো থেকে ১৯০ কিলোমিটার দূরে ওয়েন সাউন্ড নামক শহরে দুর্বৃত্তদের হামলায় শরীফ রহমান (৪৪) নামে এক বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। তিনি নগরীর ডাউন টাউনে 'দ্য কারি হাউস' নামের একটি রেস্তোঁরার মালিক ছিলেন। নিহত শরীফ সিলেট নগরীর বটেশ্বর এলাকার বাসিন্দা।

জানা যায়, ১৭ আগস্ট তিন ব্যক্তি তার রেস্তোঁরায় খেতে আসেন। তারা খাবার খেয়ে বিল না দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। শরীফ বাইরে গিয়ে তাঁদের থামাতে চেষ্টা করলে ওই তিনজন তাঁর ওপর হামলা করে। হামলায় মারাত্মকভাবে আহত শরীফকে সাথে সাথে লন্ডন শহরের একটি হাসপাতালে নেওয়া হলে তাঁকে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়। ২৪ আগস্ট গভীর রাতে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত শরীফ শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগের ৭ম ব্যাচের ছাত্র ছিলেন।

বাংলাদেশের মানবাধিকার সংগঠন এবং সাংবাদিকের সুরক্ষার আহবান

ঢাকা ডেস্ক

জাতিসংঘের ইউনিভার্সাল পিরিয়ডিক রিভিউ-ইউপিআর (সর্বজনীন নিয়মিত পর্যালোচনা) ওয়ার্কিং গ্রুপের ৪৪তম অধিবেশনের জন্য পাঠানো এক প্রতিবেদনে সিপিজে বাংলাদেশে সাংবাদিকদের সুরক্ষার আহ্বান জানিয়েছে। এতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ বেআইনি আটক, হয়রানি এবং বিধিনিষেধ আরোপের মাধ্যমে গণমাধ্যমকে স্তব্ধ করতে ক্রমবর্ধমানভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

সিপিজে, রবার্ট এফ কেনেডি হিউম্যান রাইটস ও এশিয়ান লিগ্যাল রিসোর্স সেন্টার—এই তিনটি প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে প্রতিবেদনটি দাখিল করেছে। আগামী নভেম্বরে ইউপিআর অধিবেশন বসার কথা রয়েছে। সিপিজের ওয়েবসাইটে ২৩ আগস্ট বুধবার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়।

প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে সরকারের সমালোচক নির্বাসিত সাংবাদিকদের পরিবারের সদস্যদের বেআইনি আটক, হয়রানি এবং তাঁদের সঙ্গে সহিংস আচরণের ঘটনা। এছাড়াও সাংবাদিক হত্যা ও অপহরণের ক্ষেত্রে দায়মুক্তি, নিরাপত্তা হেফাজতে সংবাদকর্মীদের সঙ্গে সহিংস আচরণ এবং কারাগারে লেখক মুশতাক আহমেদের মৃত্যুর বিষয়গুলোও গুরুত্বসহকারে তুলে ধরা হয়েছে। ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশের উদ্বেগজনক মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে নিজেদের মূল্যায়ন এই প্রতিবেদনে তুলে ধরেছে এই তিনটি সংস্থা। এর মধ্যে রয়েছে সুশীল সমাজের কাজের পরিধি সংকুচিত হওয়া; নির্বাচনের আগে মানবাধিকার সংগঠন, নাগরিক সংগঠন, সাংবাদিক ও বিরোধীদের লক্ষ্যবস্তু করা এবং র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞার প্রতিক্রিয়ায় প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।

নিউইয়র্কে প্রথমবারের উদযাপিত লং আইল্যান্ড ফেস্টিবল-২০২৩

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে প্রথমবারের মতো উদযাপিত হয়েছে লং আইল্যান্ড ফেস্টিবল-২০২৩। ১৯ আগষ্ট শনিবার লং আইল্যান্ডের বেবিলন টাউন হলে এর আয়োজন করে লং আইল্যান্ড বাংলাদেশ সোসাইটি। জ্যাকসন হাইটস, জ্যামাইকা, ব্রুকলিন, ব্রঙ্কসসহ বিভিন্ন এলাকায় বাংলাদেশিরা প্রতিবছরই একাধিক সংগঠনের ব্যানারে এ ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন হলেও লং আইল্যান্ডে ছিলো এটিই প্রথম। দুপুরে উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় আয়োজন। এরপর চলতে থাকে বর্ণিল অনুষ্ঠান মালা। ততক্ষণে মানুষের ভিড় ভাড়তে থাকে মেলা প্রাঙ্গনে। মেলার চারপাশ জুড়ে বসেছিলো অসংখ্য স্টল। পোশাক সামগ্রী থেকে খাবারের দোকানসহ বিভিন্ন ধরণের স্টল বসেছিলো প্রায় অর্ধশত । এই মেলার কনভেনর ও কো কনভেনর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন কমিউনিটির অতিপরিচিত মুখ, ইমিগ্রেন্ট এল্ডার হোম কেয়ারের চেয়ারম্যান, মূলধারার রাজনীতিক গিয়াসউদ্দিন আহমেদ ও কো-কনভেনর ছিলেন বারী হোম কেয়ারের প্রেসিডেন্ট ও সিইও আসেফ বারী টুটুল। কনভেনর গিয়াস আহমেদ দর্শকদের জানান, তিনি প্রতিবছর আরও বড় পরিসরে এই মেলা সবাইকে উপহার দিবেন। তার জন্য সবার সহযোগীতা কামনা করেন। কালচারাল চেয়ারম্যান ইসতিয়াক রুমি বলেন, আমেরিকায় বেড়ে উঠা বা জন্ম নেয়া পরবর্তী প্রজন্মের কাছে বাঙালীর ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে থেকে ই এই ধরনের মেলার আয়োজন করা। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে দর্শকের উপস্থিতি। আগত দর্শকদের দিনভর মাতিয়ে রাখেন বেবি নাজনীন, রিজিয়া পারভীন, রবি চৌধুরী ও প্রতিক হাসান , বিন্দু কনার মতো জনপ্রিয় শিল্পীরা। ফাকে ফাকে বক্তব্য রাখেন অতিথীবৃন্দু ও বেশ কয়েকজন মূলধারার রাজনীতিক ব্যাক্তি। তারা হলেন বেবিলন টাউন হলের সুপারভাইজার রিচ শেফার্ড, স্টেট সিনেটর মনিকা মেন্ডারেস, সাফোক কাউন্টির ইলেকশন কমিশনার কেভিন মারফি ও এসেম্লিম্যান জিন প্যারিস। দুপুর থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত চলে মেলার আয়োজন। জনপ্রিয় শিল্পীদের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী সংগীত শিল্পী কৃষনা তিথি, প্রমি, তাজ, রিয়া , নাবিন, শামিম সিদ্দিকী, জুয়েল, তৃনিয়া ও চন্দ্রার মতো শিল্পীরা পারফর্ম করেছেন। পুরো এই আয়োজনটিকে সফল করে তোলার পেছনে অন্যান্যদের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন এবং সদস্য সচিব হিসেবে কাজ করেছেন রিয়াজ মাহমুদ, চীফ কো অর্ডিনেটর হিসেবে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন গোলাম ফারুক শাহিন। তার সম্পাদনায় মেলায় প্রকাশিত হয়েছে বিশেষ ম্যাগাজিন । কালচারাল ইভেন্টের দায়িত্বে ছিলেন ইসতিয়াক রুমি, শাহাদত হোসেন রাজু, মহিউদ্দীন আহমেদ বাপ্পী ও এজাজুল ইসলাম নাইম। মেলায় উপস্থাপকের দায়িত্ব পালন করেন আশরাফুল আহসান বুলবুল, ইভা ও নিস্মী।

বাড়ি বিক্রয়

ব্রঙ্কসে E 229 ষ্ট্রিটে বাড়ি বিক্রয় হবে। Sell by Owner. বাড়িটিতে স্বতন্ত্র ভাবে তিন পরিবার বসবাস করতে করতে পারবে। মূল্য 4 লাখ 75 হাজার ডলার। 929-218-3748

ড্রাইভিং স্কুল বিক্রি

জ্যাকসন হাইটসে একটি রানিং ড্রাইভিং স্কুল বিক্রি করা হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের অতিসত্বর যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো। যোগাযোগ: 347-837-5951

অফিস সহকারী আবশ্যক

উডসাইড, জ্যামাইকা, ব্রঙ্কস, ব্রুকলিন স্টেটেন আইল্যান্ড অফিসে কাজ করার জন্য অফিস সহকারী আবশ্যক। কম্পিউটার পারদর্শী, ইংলিশ ভাল জানতে হবে। আগ্রহীদের যোগাযোগ করার অনুরোধ হল। যোগাযোগ: আলি 646-406-9584 (Text please)

EMPLOYMENT AGENCY

Can help you get a job and also find the best employees

Baby Sitter, Housekeeper,
Companion aide construction,
Factory, warehouse, driver,
Customer service, clerical day
Work easher sales, general help
Restaurant and more

Phone: 929-431- 4206

Address: 37-22 - 73 Street Jackson Heights, Ny - 11372

ভিজিট বা ষ্টুডেন্ট অথবা ট্রানজিট (সি-১) বা অন্য যে-কোন ভিসায় কিংম্বা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে আগতদের আমেরিকায় বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ নিন।

এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ

আমরা ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসা প্রসেস করি এবং বাংলাদেশে বসবাসরতদেরও ইবি-থ্রি ভিসার মাধ্যমে আমেরিকায় নিয়ে আসতে সহায়তা করি।
ভিজিটরদের আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং ব্যবসায় শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।

বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা-অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
মনে রাখবেন আপনাকে গ্রীনকার্ড আপনার স্বামী বা স্ত্রী দেয়নি, দিয়েছে ইউএসসিআইএস। সুতরাং আপনার গ্রীনকার্ড নস্ট করার কোন ক্ষমতা আপনার স্পাউসের নেই।
এবং আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - চলে আসুন আমাদের কাছে। আমরা গ্রীনকার্ড (I-485) এপ্লিকেশনও প্রসেস করি।

আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে

(718) 839-5812

163-10 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432

নিউইয়র্কে স্বনামধন্য বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞ

Utpal Chowdhury, MD.

Board certified internal medicine

Attending physician(Emergency)-New York Community Hospital, Brooklyn. Jamaica Hospital Medical Center, Queens.

অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়
পরিষেবা/চিকিৎসা

- ফিজিক্যাল এক্সাম
- স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা
- টিএলসি এক্সাম
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা
- চর্মরোগ
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- থাইরয়েড
- এজমা
- বাতের ব্যথা
- যৌন রোগ

TREATMENT / SERVICES

- COMPLETE PHYSICAL
- HIGH BLOOD PRESSURE
- SCHOOL /JOB PHYSICAL
- HIGH CHOLESTEROL
- TLC
- ASTHMA
- VACCINATION
- SKIN PROBLEM
- DIABETES
- EKG

Please call for Appointment
At# 917-503-5002

ডাঃ উৎপল চৌধুরী

Tel: 917-503-5002,
Fax: 917-503-5004

Jamaica office
167-02 Highland Ave, 1st Floor,
Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 297-4444 & (917) 503-5006
Fax: (718) 297-4443& (917) 503-5005
Office Hours:
Monday & Thursday, 5pm-9pm
Wednesday & Friday, Sunday 9am-3pm

Jackson Heights office
40-37 76th Street, 1st Floor, Elmhurst, NY 11373
Phone: (917) 503-5002 & (718) 533-0002
Fax: (917) 503-5004 & (718) 533-0005
Office Hours:
Monday, Tuesday Thursday
9am-3pm
Wednesday & Friday
5pm-9pm
Sunday: Lab. Work only.
9am-1pm

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স নিয়ে থাকি
যাদের স্বাস্থ্যবীমা নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করে থাকি

We accept all major insurances including Medicare, Medicaid

True Medical Care P.C.

40-37 76th Street, 1st Floor Elmhurst, NY 11373 167-02 Highland Ave, 1st Floor Jamaica, NY 11432

বাংলাদেশ কমিউনিটি অব নিউজার্সির বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত

আজিজ উল্লাহ

২২ আগস্ট মঙ্গলবার উৎসবমুখর ও আনন্দঘন পরিবেশের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে নিউজার্সির অন্যতম সংগঠন বাংলাদেশ কমিউনিটি অব নিউজার্সির বার্ষিক বনভোজন। অনুষ্ঠিত এ বনভোজনে নিউজার্সির বসবাসরত নারী-পুরুষ-শিশু-কিশোররা দিনভর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত ন্যাশনাল পার্কের খোলা মাঠে খেলাধুলাসহ নানান আনন্দে মেতে ওঠেন। বর্ণাঢ্য এ আয়োজনে কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ সহ পেনসিলভানিয়ার বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি যোগ দেন। নিউজার্সির বাংলাদেশি প্রবাসীদের আনন্দ-উচ্ছ্বাসে ভরা এই মিলন মেলায় ছিল বাংলাদেশী রকমারি খাবারের আয়োজন, খেলা-ধূলা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা।

অনুষ্ঠানের অতিথিদের মধ্যে ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার সালাউদ্দিন তারেক, নিউ জার্সি ও ফিলাডেলফিয়া অঙ্গরাজ্যের সফল ব্যবসায়ী শামসুদ্দীন জোয়ারদার সেলিম, বাংলাদেশ থেকে আগত চট্টগ্রাম জেলা পরিষদের সদস্য ও স্বনামধন্য বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্ব জনাব আ ম ম দিলশাদ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী লুবান আহমেদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা তাহের ভুইঁয়া, সমাজসেবক দিদার চৌধুরী সহ অন্যান্য অতিথি ও সংগঠনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে বনভোজনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

সংগঠনের বনভোজন কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী ও আহ্বায়ক আজিজ উল্লাহর পরিচালনায় অতিথিরা ছাড়াও সংগঠনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ছাকিন আহমেদ , ডঃ মোহাম্মদ লিয়াকত আলি, মো:জামান, মোঃ শাহিন, মোহাম্মদ হোসেন তারেক, কুসুম চৌধুরী, ইমতিয়াজ আহমেদ আরিফ খান, আহাসান হাবীব মিন্টু, ইনতিয়াজ আহমেদ, মইনুল হাবিব, মোঃ সাদেক,শহিদুর রহমান, মোজাম্মেল হক, নজরুল ইসলাম দুলাল, বেলায়েত ভুঁইয়া, মোঃরহমান, মাকসুদুর রহমান,আসাদুর রহমান, মহিউদ্দিন, মইনুদ্দিন, ইমাম হোসেন ইমন, একে আজাদ, মোঃ মাসুদ প্রমুখ।

আয়োজকরা জানান, বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি বনভোজনে অংশ নেন।

বাংলাদেশ কমিউনিটি অব নিউজার্সির বার্ষিক বনভোজন

পশ্চিম কানাডার আকরাম জোমা'র সাথে দ্য স্টেপ টু হিউম্যানিটির যৌথ সভা

মোহাম্মদ জামান, *কানাডা*

২৪ আগস্ট বৃহস্পতিবার সকালে আকরাম জোমা, পশ্চিম কানাডার বৃহত্তম ইসলামিক কেন্দ্র এবং ব্রিটিশ কলম্বিয়ার দ্যা স্টেপ টু হিউম্যানিটি অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আকরাম জোমার প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর মোহান্নাদ হাজ্জো, দ্য স্টেপ টু হিউম্যানিটি অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মোয়াজ্জেম হোসেন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে সমৃদ্ধ ব্যাকগ্রাউন্ড ও একাডেমিয়ার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব দেলোয়ার জাহিদের সাথে যৌথ উদ্যোগের তাৎপর্য তুলে ধরার জন্য আহ্বান জানানো হয়। ইতিবাচক পরিবর্তন, স্বপ্নদর্শীদের এই একত্রিত হওয়ার ক্ষেত্রে, উভয় সংস্থা অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্পগুলি গ্রহণ করার জন্য তাদের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরেছে যা একটি রূপান্তরমূলক প্রভাব ফেলবে। দ্য স্টেপ টু হিউম্যানিটি অ্যাসোসিয়েশনের একজন প্রভাবশালী প্রতিনিধি দেলোয়ার জাহিদ, বিশেষ করে বাংলাদেশ, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে উন্নীত করার জন্য সংস্থার বিশ্বব্যাপী প্রচেষ্টার বিষয়ে মন্তব্য করেছেন। তাদের কৃতিত্বের মধ্যে রয়েছে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, শিক্ষাগত বৃত্তি, চিকিৎসা সহায়তা, বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা এবং জরুরি ত্রাণ সহায়তা সহ বিভিন্ন প্রচেষ্টা। জাহিদ উভয় সত্ত্বাকে আমন্ত্রণ জানান, তাদের ক্ষমতায়ন এবং টেকসই উন্নয়নের সম্মিলিত যাত্রা শুরু করার আহ্বান জানান। তিনি জোর দিয়েছিলেন যে সহযোগিতামূলক ভাবে কাজ করার মাধ্যমে, কম ভাগ্যবানদের জীবনে একটি স্থায়ী এবং ইতিবাচক পরিবর্তন তৈরি করার সম্ভাবনা বিদ্যমান।

জাহিদ বাংলাদেশ উত্তর আমেরিকান জার্নালিস্ট নেটওয়ার্কের উদ্যোগে এবং স্টেপ টু হিউম্যানিটি অ্যাসোসিয়েশনের সহায়তায় বাংলাদেশে কোস্টাল ১৯ গ্রুপের একটি চলমান উদ্যোগ তুলে ধরেন। এই প্রয়াস এমন প্রকল্প গ্রহণের প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যা একটি উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ইতিবাচক পরিবর্তনকে উৎসাহিত করে।

মোয়াজ্জেম হোসেন, একজন দক্ষ কৃষিবিদ, স্টেপ টু হিউম্যানিটি অ্যাসোসিয়েশনের ট্র্যাক রেকর্ডকে স্বীকৃতি দিয়ে প্রভাবশালী পরিবর্তনের অনুভূতির প্রতিধ্বনি করেছেন।

কাজ না করেও আপনি সোশ্যাল সিকিউরিটি বেনিফিট পেতে পারেন

এইচ বি রিতা

সোশ্যাল সিকিউরিটির বিভিন্ন প্রোগ্রাম এবং সুবিধা রয়েছে, যার মধ্যে রিটায়ারমেন্ট, ডিসএবিলিটি এবং সারভাইভর বেনিফিটরয়েছে। যদিও কাজের ইতিহাসের যোগ্যতার উপর অনেক প্রোগ্রাম সুবিধার পরিমাণ প্রদান করে। তবে এমন প্রোগ্রামও রয়েছেযেখানে একজন ব্যক্তি কখনও কাজ না করেও সোশ্যাল সিকিউরিটি বেনিফিট পেতে পারেন। আর সেটি হলো SSI অর্থাৎসাপ্লিমেন্টাল সিকিউরিটি ইনকাম।

SSI প্রোগ্রাম হলো একটি চাহিদা-ভিত্তিক প্রোগ্রাম যা প্রতিবন্ধী এবং অবসরপ্রাপ্তদের সুবিধা প্রদান করে আর্থিক প্রয়োজনীয়তাপূরণ করে। এটির জন্য একজন ব্যক্তির ২ হাজারের কম সম্পদ থাকতে হবে, কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে কম হতে পারে। এই সুবিধাগুলিপরিমিত। ২০১৯ সালে SSI সুবিধাগুলির সর্বাধিক মাসিক পেমেন্ট ছিল প্রতি মাসে $৭৭১ ডলার।

আপনি যদি কাজ না করে থাকেন, তবে SSI ছাড়াও আপনার জন্য সোশ্যাল সিকিউরিটি বেনিফিট সংগ্রহ করার অন্যান্য উপায়রয়েছে। আপনি আপনার স্পাউস এর কাজের রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে সুবিধা সংগ্রহ করতে পারেন। দ্য মটলি ফুল-সম্প্রতিএই সুবিধাগুলি ব্যাখ্যা করে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছে, যেখানে বলা হয় যে, সোশ্যাল সিকিউরিটির সুবিধাগুলি উপার্জনেরউপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়। কিন্তু আপনি যদি কখনও কাজ না করেও থাকেন এবং সেইজন্য আপনার উপার্জনের রেকর্ড নাথাকে, তাহলেও আপনি সোশ্যাল সিকিউরিটি বেনিফিট পেতে পারেন। আপনি যদি সোশ্যাল সিকিউরিটির অধিকারী এমনকাউকে বিয়ে করে থাকেন, তাহলে আপনি সম্পূর্ণ অবসর বয়সে স্পাউস বেনিফিট এর ৫০ শতাংশ এর সমান সুবিধা সংগ্রহকরতে পারবেন।

আপনি সোশ্যাল সিকিউরিটি সম্পর্কে যত বেশি পড়বেন, অবসর গ্রহণের সময় সেই সুবিধাগুলি সম্পর্কে ততবেশি জানতেপারবেন। কাজেই নজর রাখুন আমাদের সংবাদে। কিংবা ssa.gov এ নজর রাখতে পারেন।

নিউইয়র্কে শেবাচিম এলামনাই এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকার বার্ষিক পিকনিক অনুষ্ঠিত

উত্তর আমেরিকা অফিস

১৯ আগস্ট শনিবার নিউইয়র্কের হেকশার পার্কে অনুষ্ঠিত হয়েছে শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকার বার্ষিক পিকনিক। দিনভর এই অনুষ্ঠানটি সাজানো হয়েছিল হরেকরকম চমকপ্রদ ইভেন্ট, স্মৃতিচারণ এবং সুস্বাদু খাবার দিয়ে। সাথে ছিল র‍্যাফেল ড্র। এই অনুষ্ঠানে আমেরিকা এবং কানাডা থেকে শেবাচিমের শতাধিক প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী এবং তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে যোগ দিয়েছেন। আমেরিকার ডালাস, ভার্জিনিয়া, নিউ জার্সি, মেরিল্যান্ড, কানেকটিকাট, পেনসিলভেনিয়া, বস্টন, নিউইয়র্ক সহ কানাডা থেকে তাঁরা যোগ দেন এই দিনভর পিকনিকে। সকালের নাস্তা দিয়ে শুরু হয় এই অনুষ্ঠান। সবার জন্য বিভিন্ন আনন্দময় অনুষ্ঠান দিয়ে সাজানো হয়েছিল এই অনুষ্ঠান। স্থানীয় পার্কেই রান্না করা হয় স্বুস্বাদু কাচ্চি বিরিয়ানি। জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী আফজাল সংগীত পরিবেশন করে মাতিয়ে রাখেন পুরো অনুষ্ঠান। শেবাচিমের ডাঃ শিউলী রায় সংগীত পরিবেশন করেন। স্মৃতিচারণ এবং শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন এলামনাই এর প্রেসিডেন্ট ডাঃ আজমল ইউসুফ মুকুল, জেনারেল সেক্রেটারি ডাঃ নাজমুল আলম। অন্যান্যদের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন ডাঃ হাসনায়েন বকুল, ডাঃ আনন্দ মালো, ডাঃ খন্দকার আবু তাহের কামাল, ডাঃ হামীম ইবনে কাওছার, ডাঃ হাফসা ইমাম, ডাঃ শাহ গিয়াস উদ্দীন, ডাঃ সাখাওয়াত হোসেন মনজু, ডাঃ শাহাবুদ্দিন শেখ, ডাঃ শিউলী, এবং ডাঃ উজ্জ্বল। এই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা-র নেতৃস্থানীয় চিকিৎসকেরা উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তব্য প্রদান করেন, বিশেষ বক্তব্য দেন ডাঃ নাফিসুর রহমান। অনুষ্ঠানের বিভিন্ন ইভেন্টে জয়ী এবং র‍্যাফেল ড্রতে জয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। একই সাথে পেশাগত সফলতার জন্য স্বীকৃতি মেডেলও বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে নতুন কমিটির বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং এলামনাই এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আগামী বছর গ্লোবাল রি-ইউনিয়ন আয়োজন নিয়েও আলোচনা করা হয়। প্রবাসে শেবাচিমের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের এই ভ্রাতৃত্বমূলক বন্ধন অটুট রাখার প্রত্যয় নিয়ে এবং আগামীতে আরো বৃহত্তর পরিসরে এমন অনুষ্ঠান আয়োজনের ইচ্ছে পোষণ করে দিনভর এই অনুষ্ঠানের সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন ডাঃ মুকুল এবং ডাঃ নাজমুল।

উঠানে উঠানে

শেষ পৃষ্ঠার পর

নগরের জীবন ছেঁকে দুই কি তিন দিন বের করে ছোটেন গাইবান্ধায়। ওদিকে ভ্যানচালক একটু সময় বাঁচিয়ে, শিক্ষক তাঁর প্রাইভেট পড়ানো বন্ধ রেখে ছুটে আসেন পালার আসরে। ধীরে ধীরে কালিন্দীর গীতের চরিত্রগুলো জীবন্ত হয়ে ওঠে মহড়াকক্ষে।

এই করে করে এল শ্রাবণ। অঝোর বরষার মধ্যেই ঠিক হলো, কালিন্দীর গীত আসবে দর্শক সমুখে। টানা পাঁচ দিনের আয়োজনের নাম হলো কালিন্দীর গীত পালার পঞ্চবাসর। ৯ আগস্ট হলো প্রথম বাসর। ধীরে ধীরে পাড়ি দিল পঞ্চনিশি। শ্রাবণের ধারা বয়ে চলে। তাতে আটকায় না বাসরসজ্জা।

এককালে পালাকারেরা হ্যাজাক বাতির আলোয়, বাড়ির উঠানে রাতভর গাইতেন। ঠিক হলো কালিন্দীর গীতও হবে সেভাবে। গাওয়া হবে পাঁচ বাড়ির উঠানে। যেই ভাবা সেই কাজ। গাইবান্ধার পাঁচটি বাড়িতে হলো অভিনয়। দর্শকও উপচে পড়া। পালা বলেই শুধু প্রবীণদের ভিড় হলো, এমনটি নয়। সন্ধ্যা হতেই দেখা গেল, তরুণ-তরুণীরাও হাজির সদলবলে।

সায়িক জানান, পঞ্চবাসর উৎসর্গ করা হয়েছে বাংলা নাটকের পাঁচ কীর্তিমতীকে—বিনোদিনী দাসী, তৃপ্তি মিত্র, ফেরদৌসী মজুমদার ও শিমূল ইউসুফ; আর তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হলেন সারথিরই প্রথম নারী নাট্যকর্মী মমতা রানী চাকী।

পালাপ্রধান চঞ্চল বলেন, পালা নিয়ে কোনো ধরনের প্রচার থাকে না। কেবল যাঁর উঠানে আসর বসবে, তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয়। অভিনয়শিল্পীরা সন্ধ্যার আগে নিজেরাই ত্রিপল বিছিয়ে অভিনয়ের জায়গা করে নেন। সন্ধ্যা হতেই দর্শকসমাগম শুরু। বেশির ভাগই নারী। টেলিভিশনে হিন্দি সিরিয়ালে অভ্যস্ত নারীরা এক নতুন বিনোদনের মুখোমুখি। যার সঙ্গে শিকড়ের টান। পালা শেষে দর্শক ও অভিনয়শিল্পীর ভেদ যেন উড়ে যায়, এক পরিবার হয়ে ওঠেন।

শুরুটা কীভাবে হয়েছিল? চঞ্চল জানান, করোনার সময় সবকিছু বন্ধ। তখন নাট্যকর্মীদের নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মাস্ক বিতরণ করা হতো। সুযোগ পেলেই একটু পারফর্ম করতেন। তাতে ব্যাপক সাড়া মেলে। সেই অনুপ্রেরণায় উঠানে পালার পরিকল্পনা।

চঞ্চলের সঙ্গে যখন কথা হচ্ছিল, তখন তাঁরা প্রস্তুতি নিচ্ছেন নতুন সন্ধ্যার। মাসজুড়ে শ্রাবণধারা কাঁচা মাটির পথ একেবারে থকথকে করে দিয়েছে। কাদাপানি পার হয়েই পৌঁছাতে হবে বাড়ির উঠানে। রাতে বসবে কালিন্দীর গীতের ষষ্ঠ আসর। এভাবে বাংলা নাটক নগরের খোলস থেকে বেরিয়ে ঘুরবে উঠানের পর উঠান।

যুক্তরাষ্ট্রে ২৪৭ বছরের

শেষ পৃষ্ঠার পর

দিতে গিয়ে গ্রেফতার হন। গ্রেফতারের পর ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটি 'মাগশট' বা মুখের ছবি নেন কারা কর্তৃপক্ষ। মার্কিন ইতিহাসে ট্রাম্পই প্রথম প্রেসিডেন্ট, যার মুখের ছবি নেওয়া হয়েছে।

২০২০ সালে জর্জিয়া রাজ্যের নির্বাচনের ফল পাল্টে দেওয়ার ষড়যন্ত্রের মামলায় স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার তিনি ফুলটন কাউন্টি কারাগারে আত্মসমর্পণ করেন। এর পরই তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। পরে কারা কর্তৃপক্ষ তাদের ওয়েবসাইটে ট্রাম্পের রেকর্ড প্রকাশ করে। সেখানে তাঁর প্রসঙ্গে লেখা ছিল, ট্রাম্পের উচ্চতা ছয় ফুট তিন ইঞ্চি; ওজন ৯৭ কেজি; স্ট্রবেরিসদৃশ চুল ও নীল চোখ; কয়েদি নম্বর পি ০১১৩৫৮০৯।

অবশ্য গ্রেপ্তারের কিছুক্ষণ পরই জামিন পেয়েছেন ট্রাম্প। জর্জিয়ার আটলান্টার কারাগার থেকে জামিন পেতে তাঁকে ২ লাখ ডলার মুচলেকা দিতে হয়েছে। সব মিলিয়ে মামলায় ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ১৩টি অভিযোগ আনা হয়। ট্রাম্প তাঁর বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

গত পাঁচ মাসে ফৌজদারি মামলায় এটা ট্রাম্পের চতুর্থ গ্রেপ্তারের ঘটনা। তবে পুলিশ রেকর্ডে রাখার জন্য এবারই প্রথম তার মুখচ্ছবি নেওয়া হলো। এর আগে কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্টের এভাবে ছবি নেওয়া হয়নি। এ তালিকায় পরিচিত মার্কিন ব্যক্তিত্বদের মধ্যে আছেন ফ্রাঙ্ক সিনাত্রা, আল ক্যাপৌন ও মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র। ট্রাম্প বরাবরই তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মন্তব্য করে আসছেন। আগামী বছর অনুষ্ঠেয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান দলের সম্ভাব্য প্রার্থী তিনি।

জর্জিয়ার আটলান্টার ফুলটন কাউন্টি কারাগারে এবারের আত্মসমর্পণ ছিল অন্যগুলোর চেয়ে আলাদা। কারণ এখানে তাঁকে মুখের ছবি দিতে হয়েছে। তাঁর কয়েদি নম্বর হয়েছে। কারা ওয়েবসাইটে অপরাধীদের তালিকায় তিনি রেকর্ডভুক্ত হয়েছেন। সব মিলিয়ে ২০ মিনিটের মতো ভবনের ভেতরে ছিলেন ট্রাম্প। এ সময় বাইরে শত শত সমর্থক তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। বের হয়ে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, এখানে যা ঘটেছে, তা বিচার ব্যবস্থার জন্য অবমাননা। তিনি যে কিছুই করেননি, এটা সবাই জানেন। ট্রাম্প ছাড়াও তাঁর কয়েকজন সাবেক সহযোগী মামলায় আসামি হয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছেন 'ব্লাক বয়েস ফর ট্রাম্প' সংগঠনের নেতা হ্যারিসন ফ্লয়েড।

ট্রাম্পের 'মাগশট' এরই মধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এ 'মাগশট' অনেক রাজনীতিকের ক্যারিয়ার শেষ করে দিলেও ট্রাম্পের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে উল্টো চিত্র। তাঁর সমর্থকদের জন্য এটা হয়ে উঠেছে প্রচারণার অস্ত্র। তারা মনে করেন, কোনো দোষ না করলেও তাদের নেতাকে গ্রেপ্তার

> জর্জিয়ার আটলান্টার ফুলটন কাউন্টি কারাগারে এবারের আত্মসমর্পণ ছিল অন্যগুলোর চেয়ে আলাদা। কারণ এখানে তাঁকে মুখের ছবি দিতে হয়েছে। তাঁর কয়েদি নম্বর হয়েছে। কারা ওয়েবসাইটে অপরাধীদের তালিকায় তিনি রেকর্ডভুক্ত হয়েছেন।

করা হচ্ছে। এরই মধ্যে 'মাগশটে'র ছবি ও 'কখনও আত্মসমর্পণ' নয় লেখা টি-শার্ট বিক্রি শুরু হয়েছে। মগ এবং স্টিকারেও এ ছবি প্রকাশ করা হয়েছে।

এদিকে ১৫১ বছর আগে রাষ্ট্রপতি থাকা অবস্থায় ওয়াশিংটন ডিসির রাস্তায় দ্রুত গতিতে তার ঘোড়া দৌঁড়ানোর অপরাধে ডিপার্টমেন্ট অফ ডিস্ট্রিক্ট অফ কলম্বিয়া (এমপিডি) পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ইউলিসিস এস গ্রান্ট।

১৮৭২ সালে দ্রুত গতিতে তার ঘোড়া দৌঁড়ানোর অপরাধে সাবেক প্রেসিডেন্ট ইউলিসিসকে উইলিয়াম ওয়েস্ট নামে একজন আফ্রিকান আমেরিকান পুলিশ সদস্য থামিয়ে দেন।

অফিসার ওয়েস্ট বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি কাকে থামিয়েছেন। তিনি বলেন, মিঃ প্রেসিডেন্ট, আপনি খুব দ্রুত যাচ্ছেন। ওহ, আমি জানি আমি খুব দ্রুত যাচ্ছিলাম। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আমি আর কখনও এটা করবো না। পরের দিন অফিসার ওয়েস্ট আবার রাষ্ট্রপতিকে রাস্তায় ঘোড়া দৌড়াতে দেখেছিলেন। ওয়েস্ট তাকে আবার থামিয়ে বলে, আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করতে যাচ্ছি। তাই তাকে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যায়। ওয়েস্ট কিছুটা বিব্রত কারণ, সর্বোপরি, এই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি। কিন্তু তিনি তার দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রেসিডেন্ট গ্রান্ট অফিসারের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন।

গ্রান্ট বলেন, আমি জানি আমি দ্রুত গতিতে ছিলাম। আমাকে গ্রেফতার করা উচিত। এটা নিয়ে খারাপ ভাববেন না। এটি সেই সময়কাল যখন গ্রান্ট রাষ্ট্রপতি ছিলেন (১৮৬৯-১৮৭৭)। এই সময় গ্রান্ট বলেন যে তিনি রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন তা নিশ্চিত করার জন্য যে গৃহযুদ্ধের বিরুদ্ধে লড়াই করা হয়েছিল তা সত্যিই কাজ করেছে। তাই উইলিয়াম ওয়েস্টের বিদ্রুপ, একজন আফ্রিকান আমেরিকান, তাকে থামানো আমার মনে হয় বিস্ময়কর।

আইনের শাসন। যদিও রাষ্ট্রপতি গ্রান্ট তার বিচারের জন্য উপস্থিত হননি। তিনি তার ২০ ডলারের বন্ড বাজেয়াপ্ত করেছেন। অফিসার ওয়েস্ট কয়েক দশক ধরে গ্রেপ্তারের ঘটনাটি গোপন রেখেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৯০৮ সালে ওয়াশিংটনের একটি সংবাদপত্র ঘটনাটি প্রকাশ করেন। গল্পটি বলেছিলেন।

কোন সাবেক মার্কিন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অন্যান্য শারীরিক বৈশিষ্ট্যও নথিবদ্ধ করেছে। সেই নথিতে বলা হয়েছে, ট্রাম্পের উচ্চতা ৬ ফুট ৩ ইঞ্চি। কারা নথিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁর ওজন ৯৭ কেজি ৫০০ গ্রাম। চোখের রং নীল এবং চুলের রং সোনালি বা স্ট্রবেরি। ট্রাম্প ফুলটন কাউন্টি কারাগারে প্রায় ২০ মিনিটের মতো সময় ব্যয় করেন। পরে সেখানকার আনুষ্ঠানিকতা সেরে তিনি ব্যক্তিগত বিমানে করে নিউ জার্সিতে ফিরে যান। তার আগে আটলান্টার হার্টসফিল্ড-জ্যাকসন বিমানবন্দরে বিমানে চড়ার আগে সাংবাদিকদের বলেন, তাঁর এবং অন্যদের বিরুদ্ধে আনীত এসব অভিযোগ রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'এখানে যা ঘটেছে তা ন্যায়বিচারের নামে প্রতারণা। আমি ভুল কিছু করিনি এবং সবাই সেটা জানে।'

ফুলটন কাউন্টির অ্যাটর্নি ফ্যানি উইলিস ট্রাম্পের বিরুদ্ধে এই মামলাটি দায়ের করেন। গত ১৪ আগস্ট ফুলটন কাউন্টির তদন্ত কর্মকর্তারা কাউন্টি আদালতের বিচারক রবার্ট ম্যাকবার্নির কাছে অভিযোগপত্র জমা দেন। এই অভিযোগপত্র দেওয়ার আগের দিন আদালতের ওয়েবসাইটে ১৩ অভিযোগ সংবলিত একটি নথি প্রকাশ করা হয়েছিল। পরে এই নথি সরিয়ে নেওয়া হয়। এতে বলা হয়, ২০২১ সালের ২ জানুয়ারি ট্রাম্প জর্জিয়ার সেক্রেটারি অব স্টেট ব্র্যাড রাফেনস্পার্জারকে ফোন করেছিলেন।। সে সময় ট্রাম্প ওই ব্র্যাড রাফেনস্পার্জারকে বলেছিলেন, 'কিছু ভোটের ব্যবস্থা করুন, যাতে নির্বাচনের ফল বদলে দেওয়া যায়।' তবে ট্রাম্পের ট্রাম্পের ওই আহ্বানে সাড়া দেননি ব্র্যাড রাফেনস্পার্জার।

অভিযোগপত্রে আরও বলা হয়েছে, ২০২০ সালের ৩ নভেম্বর ভোটের আগে থেকে ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ট্রাম্প ও তাঁর সহযোগীরা বেশ কিছু অপরাধ করেছেন। এর মধ্যে ২০২০ সালের নির্বাচন যাচাই-বাছাইয়ে আইনপ্রণেতাদের গঠিত কমিটিতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে। একই সঙ্গে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় বাধা, নির্বাচনী সরঞ্জাম ভাঙচুরের অভিযোগও আনা হয়েছে ট্রাম্প ও তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে। বলা হয়েছে, জর্জিয়ার প্রত্যন্ত এলাকাগুলোয় ভোটারদের তথ্য চুরি ও ব্যালটের ছবি তুলেছেন ট্রাম্পের সমর্থকেরা। এ ছাড়া তাঁর সমর্থকেরা নির্বাচনী কর্মকর্তাদের হয়রানিও করেছেন। অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাঁর ২০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে।

যদিও ট্রাম্পও এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলছেন, এসব অভিযোগ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তিনি যাতে আর প্রেসিডেন্ট হতে না পারেন, সেই চক্রান্ত হচ্ছে।

২০২০ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যে বাইডেনের কাছে মাত্র ১১ হাজার ৭৭৯ ভোটে হেরে যান। পরে ২০২১ সালের ২ জানুয়ারি ডোনাল্ড ট্রাম্প জর্জিয়ার সেক্রেটারি অব স্টেট ব্র্যাড রাফেনস্পার্জারকে ফোন করে নির্বাচনের ফলাফল পাল্টে দেওয়ার অনুরোধ করেন। এই ঘটনার চার দিন পর অর্থাৎ ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি ট্রাম্প সমর্থকেরা যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটল হিল তথা পার্লামেন্ট ভবনে হামলা চালায় এবং বাইডেনকে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা না দিতে দেশটির আইনপ্রণেতাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে।

সৌদিতে বাংলাদেশি নারী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সার্বক্ষনিক নজরদারী ও সিসি ক্যামেরার আওতায় থাকা আবাসিক এলাকা থেকে কোন গৃহকর্মী বাইরের কোথাও যোগাযোগ করার সুযোগ নেই। বিপন্ন অবস্থায় পুলিশ ডাকলেও ভাষাগত সমস্যার কারণে এবং তাদের সামাজিক দৃষ্টির কারণে গৃহকর্মীর কথা কখনো আমলে নেয় না সৌদি পুলিশ। ফলে অভিযোগকারীর জীবন আরও বিপন্ন হয়ে উঠে। পালিয়ে বাঁচারও কোন উপায় থাকে না।

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তানিয়া পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করেন। নিয়োগকর্তার অনুমতি ছাড়া এমন কর্মীদের সৌদি আরব ত্যাগ করারও কোন সুযোগ থাকে না। কাজে যাওয়ার পরই তাদের পাসপোর্ট সহ সব কাগজপত্র নিয়ে যাওয়া হয়। সৌদি আরব বিশ্বের একমাত্র দেশ, যে দেশ ত্যাগের সময়েও ভিসা দেখাতে হয়। ফলে পীড়ন সহ্য করে নিজেকে সমর্পন করা বা আত্মহত্যা করা ছাড়া এসব অসহায় নারীদের কিছু করার থাকে না। তানিয়াও এমন বিপাকে পড়েছেন। পালিয়ে আসার পর নিয়োগকর্তা মামলা দিয়েছে।

আত্মগোপনে থাকা তানিয়া জানেন না, কবে তিনি কীভাবে দেশে ফিরতে পারবেন। এ প্রতিবেদকের কাছে বুক ফাটা কান্না নিয়ে বলেছেন, দেশে ভিক্ষা করলেও আর কখনো এমন কাজের জন্য সৌদি আরবে যাওয়ার কোন ইচ্ছে তাঁর নেই। গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করার ঝুঁকির কথা জানালেন তানিয়া। তানিয়া মনে করেন, অল্প কিছু নারী কর্মী নিরাপদে হয়তো কাজ করছেন। সব সৌদি পুরুষই নারী হয়তো এক নয়। তবে নিজের নেটওয়ার্কের হিসেবে অনুমান করেই তানিয়া বলেন দুই তৃতীয়াংশ গৃহকর্মী নারী নির্যাতন ও যৌন পীড়নের শিকার হচ্ছেন প্রতিদিন। অনেকেই পরিস্থিতি মানিয়ে নিয়েছেন। ফেরার পথ নেই, সামাজিক কলঙ্কের ভয় সহ নানা কারণে মুখ বন্ধ রাখেন। অসহ্য হলে পালিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি নেয়া বা আত্মহত্যার পথে পা বাড়ানো ছাড়া কিছু করার নেই বলে তানিয়া বলেন।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ নামের মানবাধিকার সংস্থা ২০২১ সালেই তাদের এ সংক্রান্ত রিপোর্টে সৌদি আরবে বাংলাদেশি নারী কর্মীদের বিপন্নতা নিয়ে প্রতিবেদন করেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, সৌদি নিয়োগ কর্তা কতৃক পাসপোর্ট রেখে দেয়া, মজুরী আটকে রাখার ঘটনা অহরহ ঘটে থাকে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করাতে বাধ্য করা হয়। নারী পাচার এবং নারী পীড়নের কথাও তাদের প্রতিবেদনে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে।

সম্প্রতি সৌদি সরকার নিয়োগকর্তা পরিবর্তনের আইন করলেও এসব আইনের বাস্তবায়ন কঠিন। গৃহকর্মী হিসেবে যাওয়া নারীরা বাংলাদেশের একদম প্রান্তিক জনগোষ্ঠী থেকে যাওয়া। তাদের পক্ষে সৌদি কোন পরিবারে কাজ করা অবস্থায় নিয়োগকর্তার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো প্রায় অসম্ভব। এনিয়ে বাংলাদেশে দূতাবাসের একজন কর্মকর্তা নিজের নাম প্রকাশে অনিচ্ছা প্রকাশ করে বলেছেন, বিষয়গুলো তাদের জানা থাকলেও কিছু করার নেই। ব্যক্তিগত গৃহস্থালি কাজে আটকে পড়া নারীরা অভিযোগ নিয়ে প্রকাশ্যে আসারই কোন সুযোগ নেই। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আলোচনা বা সমাধান খোঁজা উচিত বলে এ কর্মকর্তা মনে করেন। সৌদি আরবস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস দুই বছর আগে সৌদি রিক্রুটিং এজেন্সির আন্তরীন অবস্থা থেকে ২৪ জন গৃহকর্মীকে উদ্ধার করার কথা সেসময় সংবাদ আকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

বাংলাদেশের গৃহকর্মীদের নিয়ে একটি ব্যবসায়ী চক্র সক্রিয় রয়েছে। এ চক্রে সৌদি আরবের রিক্রুইটিং এজেন্সি, ঢাকার রিক্রুটিং এজেন্সি এবং স্থানীয় পর্যায়ের দালালদের বিশাল নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে। তানিয়া বেগম এ প্রতিবেদকের কাছে সৌদি আরবে গৃহকর্মীদের নিয়োগ নিয়ে ব্যবসা করেন এমন একজনের নাম উল্লেখ করেছেন। শিউলি নামের এ দালাল নারী একসময় নিজে গৃহকর্মী ছিলেন এবং এখন গৃহকর্মী সাপ্লাইয়ের নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছেন। তানিয়াকে সৌদি আরবে কাজ দেয়ার সময় কাজের বাস্তব অবস্থা শিউলি উল্লেখ করেননি। বিপদে পড়ে যোগাযোগ করলে তাঁকে বলা হয়েছে কাজের মেয়ে হিসেবে আসলে এমন সবকিছু মানিয়ে নিতে হয়। নিজেও এমন করে এখন ব্যবসায়ী হয়েছেন বলে তানিয়াকে প্রবোধ দিয়েছেন এবং মালিকের কথা মত কাজ করার জন্য বলেছেন। সৌদি আরবে অবস্থানরত শিউলি নামের এ নারী পাচারকারী দালালের ফোন নাম্বার তানিয়া দিতে পারেননি এ প্রতিবেদককে। শুধু বলেছেন, এ চক্র খুব শক্তিশালী। দেশের মন্ত্রণালয় থেকে সর্বত্র তাদের শেকড় শক্ত। এদের বিরুদ্ধে কথা বলার সামর্থ তাঁর নেই এবং এমন গৃহকর্মী কারও নেই বলে তানিয়া উল্লেখ করেন।

বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা সংকটের চলমান সময়ে সৌদি আরব থেকে সবচেয়ে বেশী অর্থ পাঠাচ্ছেন আমাদের প্রবাসী শ্রমিকরা। সৌদি আরবের পুরুষ শ্রমিকদের অবর্ণনীয় পরিশ্রম আর আমাদের চার লাখের বেশী নারীদের বিপন্ন জীবনের বিনিময়ে দেশ বৈদেশিক মুদ্রায় পুষ্ট হচ্ছে। প্রতিমাসে সৌদি আরব থেকে রেমিট্যান্স প্রবাসের সংবাদ ফলাও করে প্রচার হচ্ছে।

২০২১-২২ অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স গেছে ৩৪৩ কোটি ৮৪ লাখ ১০ হাজার মার্কিন ডলার। আর সৌদি আরব থেকে গেছে ৪৫৪ কোটি ১৯ লাখ ৬০ হাজার মার্কিন ডলার। যুক্তরাষ্ট্র থেকে যাওয়া রেমিট্যান্স নিয়ে নানা প্রশ্ন আছে। এসব রেমিট্যান্সের উল্লেখযোগ্য অংশ দেশের পাচার করা অর্থের ফিরে যাওয়া বলে সন্দেহ আছে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেশি প্রবাসী আয়ের বিষয়টিকে অস্বাভাবিক মনে করে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি আশঙ্কা করেছে, যেসব টাকা পাচার হয়েছিল, সে টাকাই প্রণোদনা নেওয়ার জন্য প্রবাসী আয়ের ফর্মে আবার দেশে ফিরছে।

সৌদি আরব থেকে দেশে যাওয়া প্রতিটি বৈদেশিক মুদ্রা আমাদের পরিশ্রমী শ্রমিকদের মানবেতর কাজ এবং সাড়ে চার লাখ নারী গৃহকর্মীর ঘাম, রক্ত আর ইজ্জতের বিনিময়ে আসা অর্থ। এ অর্থে দেশ চলছে। লুটপাটও চলছে। রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকা এবং টেনে নামানোর লড়াই চলছে। এরমধ্যে এসব নিত্য নির্যাতিত নারীদের নিয়ে কেউ কথা বলছে না। না সরকার , না রাজনীতিবিদরা।

দুই লাখ নারীর ইজ্জতের বিনিময়ে পাওয়া আমাদের স্বাধীনতার অহংকার প্রতিদিন ম্লান হচ্ছে সৌদি আরবের হেরেমগুলোতে। এ অবস্থানের অবসানে সরকার দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণের কোন বিকল্প নাই বলে অনেকের মনে করেন। 'কাফালা' নামে সৌদি আরবে একটি নিয়ম চালু আছে। এ নিয়মে গৃহকর্মীকে মালিকের সম্পদ হিসেবে দেখা হয়। অভিবাসী গৃহকর্মী মালিকের নির্দেশ মানতে বাধ্য। এখানে গৃহকর্মীর ইচ্ছা, অনিচ্ছার কোন মূল্য নেই। সৌদি আরবের মতো অবরুদ্ধ সমাজের ঘরবাড়িতে বাংলাদেশ থেকে নারী কর্মী পাঠানোর ব্যাপারে সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে ভুক্তভোগী মহলের প্রত্যাশা।

অতীতের সকল রেকর্ড ভাঙবে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ইতোমধ্যে উত্তর আমেরিকার প্রায় ৬২টিরও বেশি বাংলাদেশি-আমেরিকান সংগঠন এই সম্মেলনে অংশ নিতে রেজিস্ট্রেশন করেছেন। এবারের সম্মেলনে অন্যান্য আয়োজনের পাশাপাশি রয়েছে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনা, বিষয়ভিত্তিক সভা-সেমিনার,ব্যবসা-বানিজ্য বিষয়ক আলোচনা, বই মেলা, প্রবাসী কবি সাহিত্যিকদের আকর্ষণীয় কাব্য জলসা, ব্যান্ড শো, গীতি নাট্য, ফ্যাশন শো, ইয়ুথ ফোরাম ও শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি প্রদান।। থাকছে উত্তর আমেরিকার কবি সাহিত্যিকদের আকর্ষণীয় কাব্য জলসা, নারীদের ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত বিশেষ সেমিনার এবং দেশে ব্যবসার উন্নয়ন ও আমদানি রপ্তানির উপর সেমিনারসহ প্রায় ২০টির মত সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে।

শিল্পীদের তালিকায় যুক্ত হয়েছেন মিতালী মুখার্জী, কনক চাপা, ইমরান, কনা, শাফিন আহমেদ, রিজিয়া পারভীন, শাহনাজ বেলী, মুজা, নির্ঝর, রোমেল আহমদ ও মোমোসহ প্রায় ৫০জন শিল্পী। শিল্পীদের তালিকা আরও বাড়তে কিংবা কমতেও পারে বলে জানান সাংস্কৃতিক কমিটির চেয়ারম্যান।

এছাড়াও থাকবে নতুন প্রজন্মের অংশগ্রহণে চমৎকার পরিবেশনা, উত্তর আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বাঙালি ব্যাবসায়ী এবং উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণে 'বিজনেস নেটওয়ার্ক লাঞ্চ, অভিবাসন সংক্রান্ত আইন নিয়ে আলোচনা, বাংলাদেশ থেকে আগত জনপ্রিয় শিল্পী ও স্থানীয় শিল্পীদের পরিবেশনা, প্রবাসী বাঙালি সমাজে অবদান রক্ষাকারী বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব ও সংগঠনকে সম্মাননা পুরস্কার প্রদানসহ আকর্ষণীয় আয়োজন।

ডালাসে ৩৭তম ফোবানা সম্মেলনকে কেন্দ্র করে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মাঝে চরম উৎকন্ঠা দেখা দিয়েছে। ডালাসের হাজার হাজার বাংলাদেশিরা ওই দিনটির জন্য অপেক্ষার প্রহর গুনছে। শুধু তাই নয় টেক্সাসের বাইরেও হাজার হাজার প্রবাসী বাংলাদেশি ডালাস ফোবানা সম্মেলনে অংশ নিতে ১/২ মাস আগে থেকেই হোটেলে বুকিং দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

আগামী ২০২৪ সালের ফোবানা সম্মেলনের স্বাগতিক সংগঠন হিসেবে গত বছরই দায়িত্ব পেয়েছেন বাংলাদেশ আমেরিকান অ্যাসোশিয়েশন অফ গ্রেটার ওয়াশিংটন ডিসি (বাগডিসি)। এ সংগঠনের নেতা-কর্মিরাও এবারের ডালাসের সম্মেলনে অংশ নিয়ে আগামী বছরের পরিকল্পনার কথা জানাবেন।

একটা পদলেহনকারী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

-যাপন করে। এটা হলো বাস্তবতা।

নাম উল্লেখ না করে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে তৎপর দেশগুলোকে ইঙ্গিত করে আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন, গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী কিছু আছে, কয়েকটি দেশ তারাও নাকি খালি গণতন্ত্র খুঁজে বেড়ায়।

আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা রক্ত দিয়ে বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে উল্লেখ করে দলটির সভাপতি বলেন, 'আজকে আমাদের শুনতে হয় আমাদের হাতে নাকি গণতন্ত্র সুরক্ষিত না। সুরক্ষিত হলো মিলিটারি ডিকটেটর, অবৈধ ক্ষমতা দখলকারী আর চুরি-ডাকাতি করে মানিলন্ডারিং করে—যাদের জনগণ আন্দোলনের মাধ্যমে বিতাড়িত করেছে ও নির্বাচনের মাধ্যমে পরাজিত করেছে তাদের হাতে। আজকে তাদেরকে তারা খুঁজে বের করে গণতন্ত্রের কথা বলার জন্য। এটাই হচ্ছে আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যের।'

বিএনপির মুখে গণতন্ত্রের কথা শুনে অবাক হন বলে জানান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। তিনি দলটির প্রতিষ্ঠার ঘটনাপ্রবাহ উল্লেখ করেন। যাদের যাত্রা শুরু হয়েছে কারচুপি করে জনগণের ভোটের অধিকার কেড়ে নেওয়ার মধ্য দিয়ে, তাদের মুখে আর যাই হোক, গণতন্ত্রের কথা শোভা পায় না বলেও মন্তব্য করেন শেখ হাসিনা।

শেখ হাসিনা আরও বলেন, 'তাদের কিছু প্রভু আছে। তারাও তাদের সাথে সুর মেলায় বাংলাদেশে গণতন্ত্র নাকি প্রতির্ষ্ঠিত করতেই হবে। তো আমার প্রশ্ন, সেইসব লোকদের কাছে বা সেইসব দেশ যারা এখন গণতন্ত্র খুঁজে বেড়ায়—বাংলাদেশে যখন জিয়াউর রহমান জাতির পিতাকে হত্যা করে মার্শাল ল জারি করে ক্ষমতা দখল করেছিল বা জেনারেল এরশাদ মার্শাল ল জারি করে ক্ষমতা দখল করেছিল—আমরা যখন আন্দোলন-সংগ্রাম করেছি, কই তখন তাদের সেই চেতনা দেখিনি। তখন তো তাদের কথা শুনিনি। আজকে নির্বাচন সুষ্ঠু চায়।'

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দিকে ইঙ্গিত কর প্রধানমন্ত্রী বলেন, কী পরিমাণ অর্থসম্পদ তারা লুটপাট করে নিয়ে গেছে যে সেই টাকা এখন বিদেশে বসে খরচ করে। বিদেশে বসে সেই টাকা খরচ করে এখানে আবার অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায়। আর গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী কিছু আছে, কয়েকটি দেশ, তারাও নাকি শুধু গণতন্ত্র খুঁজে বেড়ায়।

ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে করা মামলায় বিশ্বের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নোবেল বিজয়ী রয়েছেন। জোসেফ স্টিগলিৎজসহ অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ী আছেন ৭ জন। এ ছাড়া রসায়নে ২৮ জন নোবেল বিজয়ী, চিকিৎসাশাস্ত্রে ২৯ জন নোবেল বিজয়ী এবং পদার্থবিজ্ঞানে ২২ জন নোবেল বিজয়ী রয়েছেন।

আরও আছেন জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান কি মুন, যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন, যুক্তরাজ্যের ভার্জিন গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ধনকুবের স্যার রিচার্ড ব্রানসনসহ অর্ধশতাধিক ব্যক্তি রয়েছেন চিঠিদাতাদের তালিকায়। তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন দেশের সাবেক প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী, সামরিক কমান্ডারসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা রয়েছেন।

চিঠিতে বলা হয়েছে, নোবেল বিজয়ী, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি,ব্যবসায়ী ও সুশীল সমাজের নেতৃত্বস্থানীয় এবং বাংলাদেশের বন্ধু হিসেবে আমরা আপনার কাছে লিখছি। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর থেকে আপনার দেশ যেভাবে প্রশংসনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে, তা আমরা স্বীকার করছি।

অবশ্য সম্প্রতি বাংলাদেশে মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের প্রতি যে হুমকি দেখা গেছে, তা নিয়ে আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। আমরা বিশ্বাস করি, আসন্ন জাতীয় নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু এবং নির্বাচনকালীন প্রশাসন দেশের প্রথম সারির দলগুলোর কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়াটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বিগত দুটি নির্বাচনের বৈধতার ঘাটতি রয়েছে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে মানবাধিকারের প্রতি যেসব হুমকি রয়েছে, তার মধ্যে একটি আমাদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। সেটি হলো শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে মামলা। আমরা এ কারণে শঙ্কিত যে সম্প্রতি তাঁকে নিশানা করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে তিনি ধারাবাহিক বিচারিক হয়রানির শিকার হচ্ছেন বলে আমরা মনে করি। তাঁর নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে ৪০ জন বিশ্বনেতা আপনার কাছে যে চিঠি লিখেছিলেন, তার ওপর ভিত্তি করেই এই চিঠি লেখা হয়েছে।

আমরা সম্মানের সঙ্গে আপনার প্রতি অবিলম্বে অধ্যাপক ইউনূসের বিরুদ্ধে চলমান বিচারিক কার্যক্রম স্থগিতের আহ্বান জানাচ্ছি। এরপর একটি নিরপেক্ষ বিচারক প্যানেলের মাধ্যমে তাঁর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে, সেগুলো পর্যালোচনা করা হোক। ওই বিচারিক প্যানেলে আন্তর্জাতিকভাবে আইনবিশেষজ্ঞ হিসেবে স্বীকৃত ব্যক্তিরা ভূমিকা রাখবেন। আমরা আত্মবিশ্বাসী যে তাঁর বিরুদ্ধে দুদক ও শ্রম আইনে যেসব মামলা চলছে, সেগুলো পর্যালোচনা করলে তাঁর দোষ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আপনি জানেন অধ্যাপক ইউনূস যে কাজ করেন, তা আমাদের সবার জন্য অনুপ্রেরণাদায়ক। সামাজিক ব্যবসা কীভাবে আন্তর্জাতিক অগ্রগতি আনতে পারে, তা তিনি দেখিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে শতভাগ দারিদ্র্য বিমোচন, বেকারত্ব দূর করা এবং কার্বন নিঃসরণ শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার ক্ষেত্রে অগ্রগতির বিষয় রয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশিরা কীভাবে বৈশ্বিক অগ্রগতিতে অবদান রাখছে, তার নেতৃত্বস্থানীয় দৃষ্টান্ত তিনি। কোনো ধরনের নিপীড়ন ও হয়রানি ছাড়া স্বাধীনভাবে তিনি তাঁর পথপ্রদর্শনমূলক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখতে পারবেন বলে আমরা আশা করছি।

আমরা আশা করি, আপনি এসব আইনগত বিষয়ের যথাযথ, নিরপেক্ষ ও ন্যায্যতা নিশ্চিতে ভূমিকা রাখবেন। পাশাপাশি একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিশ্চিত করবেন। একই সঙ্গে সব ধরনের মানবাধিকার রক্ষার প্রতি সম্মান দেখানো নিশ্চিত করবেন। আগামী দিনগুলোতে এসব বিষয়ের সুরাহা কীভাবে হবে, তা দেখার জন্য বিশ্বব্যাপী লাখ লাখ মানুষ নজর রাখছে। আমরাও সেই সব মানুষের কাতারে রয়েছি।

বীর মুক্তিযোদ্ধা তাজুল ইমাম আমাদের গর্ব

এইচ বি রিতা

তাজুল ইমাম। তাঁর সাথে প্রথম দেখা হয় প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার একটি ঘটা করা আয়োজনে। এর আগে বহুবার উনার কথা শুনেছি। কিন্তু সেদিন প্রথম দেখা। সবাই যখন উনার সাথে আন্তরিকতার সাথে কথা বলছেন, ছবি তুলছেন, আমি তখন গুটিয়ে আছি এক কোণে। ছোটবেলা পথেঘাটে শিক্ষকদের দেখলে এমন গুটিয়ে যেতাম। মনে হতো, তাঁরা আমাদের মতো সাধারণ মানুষ না। ছোঁয়ে দেখার ইচ্ছা হতো। বড়ো হওয়ার পর তাজুল ইমামদের মতো মানুষদের পাশে দাঁড়াতে সংকোচ বোধ করি। মনে হয়, তাঁরা আমার মতো সাধারণ কেউ নন, তাঁরা আরো উর্ধ্বের কেউ।

তাজুল ইমাম। সবাই উনাকে চেনেন। একজন বীর ও গর্বিত মুক্তিযোদ্ধা তাজুল ইমাম, দেশকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন, দেশের জন্য যুদ্ধ করেছেন। তাজুল ইমাম একজন ভার্সেটাইল সত্তার মানুষ। যিনি একাধারে একজন গীতিকার, সুরকার, কণ্ঠশিল্পী, চিত্রকর ও ডিজাইনার। ছবি আঁকতে ভালোবাসেন তিনি। বইয়ের অলঙ্করণ ও প্রচ্ছদ করেন। এক সময় পুতুল নাচও দেখাতেন, অভিনয়ও করতেন। তাজুল ইমাম ইচ্ছে হলেই কবিতা-ছড়া লিখতে বসেন। বুদ্ধিদীপ্ত ব্যঙ্গ-কৌতুকে আসর মাতানো-তাজুল ইমামের আরও একটু গুণগত বৈশিষ্ট্য।

যেদিন প্রথম শ্রদ্ধেয় তাজুল ইমাম ভাই প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সাপ্তাহিক সম্প্রচার 'টক অফ দ্য উইক'-এ এলেন, সেদিন বুঝতে পারলাম, মানুষটা কত আন্তরিক, প্রাণখোলা। সেদিন থেকেই একজন মুক্তিযোদ্ধার সাথে কথা বলার যে সংকোচ বোধটা ছিল, তা ধীরে ধীরে কিছুটা কাটতে লাগল। গান শুনলাম তাঁর অনেকগুলো।

তাজুল ইমাম ৮০-এর দশকের গোড়ার দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসেন। চট্টগ্রাম চারুকলা কলেজ থেকে স্নাতক তিনি।প্রকৃতির গতিগত গতি

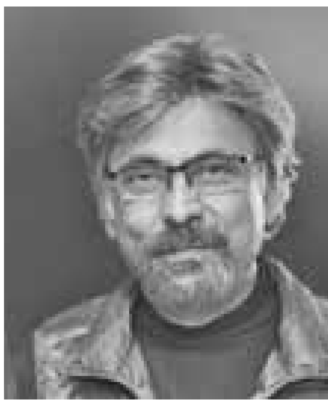

এখন তার প্রাথমিক আগ্রহ। দৈনন্দিন প্রকৃতির উপলব্ধিতে কাব্যিক পৌরাণিক কাহিনী তৈরি করেন তিনি, যেখানে প্রতিটি চিত্রের তরঙ্গের ধীর গতিতে বস্তুর অভ্যন্তরীণ গতিশীলতা বা সারমর্ম তোলে ধরেন তিনি। তাঁর ক্যানভাসে রঙ কেবল একটি চিত্রকেই প্রদর্শন করে না, একটি সুক্ষ্ম দর্শনও উপস্থাপন করে। যেখানে বার্তা থাকে, কথা থাকে, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের সংকেত থাকে। থাকে একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের করুণ আলোকে সত্যকে তুলে ধরার চিত্র।

বীর মুক্তিযোদ্ধা তাজুল ইমাম তরুণ বয়সে দেশকে স্বাধীন করার জন্য যুদ্ধে নেমেছিলেন। একজন মুক্তিযোদ্ধা দেশকে স্বাধীনকরার জন্য অপরিমিত সংঘর্ষ, সংগঠন এবং বিশেষ প্রতিশ্রুতির জন্য তাদের জীবনের প্রায় সবটুকু অর্পণ করেন। একজন মুক্তিযোদ্ধা প্রতিশ্রয়, সক্রিয় প্রয়াস দ্বারা যুদ্ধ এবং স্বাধীনতা চিহ্নিত করেন। একজন মুক্তিযোদ্ধা বীরত্ব, আত্মবল এবং দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি দ্বারা বিপুল প্রতিকূল ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতেও দেশের মুক্তি নিশ্চিত করেন। একজন তাজুল ইমাম তা-ই করেছেন। পাকিস্তানি শাসনের নির্মূলে একত্রিত হয়ে গুপ্তসংঘাত প্রতিষ্ঠা করেছেন, জনগণের মধ্যে জাগরুকতা বৃদ্ধি করেছেন, প্রতিস্থান প্রদান করেছেন যাতে একটি স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারেন। তাজুল ইমাম সাহস, উদ্যম এবং সংঘাতের মাধ্যমে দেশের মুক্তি নিশ্চিত করেছেন, তাজুল ইমামের মতো বহু বীর যোদ্ধাদের ত্যাগ ও প্রয়াসের ফলে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এই সকল বীরযোদ্ধারা আমাদের রত্ন, মুকুট, আমাদের গর্ব। তাজুল ইমাম আমাদের সেই মূল্যবান রত্নমুকুট, যার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা ও ভালোবাসাই কেবল বিলানো যায় জীবনভর।

একাত্তর পেরিয়ে আজ ২০২৩-এ এসেও তাজুল ইমাম দূর প্রবাসে থেকেও অসাম্প্রদায়িক চেতনার সুন্দর একটি বাংলাদেশের স্বপ্নে কাজ করে চলেছেন। হে বীর মুক্তিযোদ্ধা তাজুল ইমাম, আপনাকে বিনম্র শ্রদ্ধা।

সম্প্রসারণশীল ব্রিকসের ভবিষ্যৎ ভাবনা প্রসঙ্গ

সুব্রত বিশ্বাস

পশ্চিমী দুনিয়ার উন্নত দেশগুলোর উপস্থিতিহীন বহু দেশীয় গোষ্ঠীতে অন্যতম শক্তিশালী দেশ হিসেবে চীন যুক্ত তার একটি ব্রিকস। মূলত উন্নত দেশের বিপরীতে একবিংশ শতাব্দীর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিশে^র উন্নয়নশীল দেশগুলোকে নিয়ে দু'দশক আগে গঠিত হয় ব্রিকস। শুরুতে চীন, রাশিয়া, ভারত ও ব্রাজিলকে নিয়ে এই গোষ্ঠী তৈরি হলেও পরবর্তীকালে যুক্ত হয় দক্ষিণ আফ্রিকা। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর সমস্যাগুলো বিশ^ মে উত্থাপন এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধিই ছিল এই গোষ্ঠীর প্রধান লক্ষ্য। ব্রিকস ছাড়া অপর গোষ্ঠী সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন বা এসসিও। মূলত চীন, রাশিয়া এবং মধ্য এশিয়ার পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তৈরি কয়েকটি দেশকে নিয়ে এই গোষ্ঠী গঠিত হলেও পরে তাতে ভারত, পাকিস্তান সহ অন্য কয়েকটি দেশ যোগ দেয়। মূলত আমেরিকার নেতৃত্বে পশ্চিমী উন্নত দেশগুলোর আধিপত্যবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকার বিরুদ্ধে তৃতীয় বিশ্ব তথা উন্নয়নশীল দেশগুলো জোটবদ্ধ হবার চেষ্টা আগেও নানাভাবে করেছে। এরজন্য সেই ১৯৬০-'র দশকে নয়া উদারনীতির মাধ্যমে পশ্চিমা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে গড়ে উঠেছিল ৭৭টি দেশের গোষ্ঠী জি-৭৭।

আরও পরে ব্রিকস গোষ্ঠীর আবির্ভাবের পর্বে তৈরি হয়েছিল ১৫টি দেশের গোষ্ঠী জি-১৫।

যদিও জি-১৫ বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। বর্তমানে জি-৭৭ বা জি-১৫-'র অস্তিত্ব নেই। জোট্ নিরপেক্ষ আন্দোলনও কার্যত অস্তিত্বহীন। স্বাভাবিকভাবেই উন্নয়নশীল দেশ তথা গ্লোবাল সাউথের একমাত্র কণ্ঠ হিসেবে উত্তরোত্তর গুরুত্ব বেড়ে চলেছে ব্রিকস-এর। সন্দেহ নেই আগামীদিন এর গুরুত্ব ও প্রভাব যথেষ্ট বাড়বে। পাশাপাশি দুই প্রধান দেশ চীন ও ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের টানাপোড়নে প্রভাবিত করতে পারে ব্রিকস-এর কর্ম তৎপরতাকে। দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে সদ্য সমাপ্ত তিন দিনের সম্মেলনে তার স্পষ্ট আঁচ মিলেছে।

বিগত পাঁচ বা তারও বেশি সময় ধরে আমেরিকা ও ইউরোপের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পের্কের অবনতি হয়েছে। ইউক্রেন যুদ্ধের পর থেকে রাশিয়া তাদের অন্যতম শত্রæ পক্ষ। সবদিক থেকে রাশিয়াকে দুর্বল ও নতজানু করাতে তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। চীনের অগ্রগতি ঠেকাতেও এশিয়ায় ন্যাটোর নতুন সংস্করণ তৈরি করেছে আমেরিকা। এদিকে সীমান্তকে ঘিরে গত তিন বছর ধরে ভারত-চীন দ্বন্দ্ব তীব্র। বস্তুত মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই চীন-ভারত সম্পর্কে ক্রমশ তলানিতে ঠেকেছে। বিপরীতে ভারত আমেরিকার ঘনিষ্ঠ হবার লক্ষ্যে মার্কিন সামরিক স্ট্র্যাটেজিক বলয়ে ঢুকে পড়তে চলেছে। ফলে ব্রিকস-এর অভ্যন্তরীণ সম্পর্কে জটিলতা তৈরি হয়েছে। পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতির মোকাবিলা করে গ্লোবাল সাউথের স্বার্থে অনেক নতুন নতুন ভাবনা এসেছে। ব্রিকস-এর নিজস্ব মুদ্রা চালু সদস্য সংখ্যা বাড়িয়ে তার কাজের পরিসর ও প্রভাব বৃদ্ধি তার অন্যতম। নতুন মুদ্রা চালু না হলেও নতুন ছ'টি দেশ সদস্য হয়েছে। ৪০টিরও বেশি দেশ সদস্য হতে চাচ্ছে। আগামী দিনে সদস্য বাড়বে এবং গ্লোবাল সাউথের কণ্ঠ জোরদার হবে। আগামী বিশ্ব পরিস্থিতিতে উন্নয়নশীল দেশগুলো ব্রিকস প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে যোগ্য অবস্থান আদায় করে নিতে চাইবে। আপাতত এটাই পর্যবেক্ষক মহলের ধারনা।

পৃথিবীকে ভালোবেসেছিলেন যে মাইকেল

সৈয়দা সাদিয়া শাহরীন

মাইকেল জ্যাকসনের কথা বলব। তার আগে শহরের কথা বলি। পরিবেশটা এখন আর আগের মতো নেই। কেমন যেন দমবন্ধ লাগে। চারদিকে কলের যানের কালো ধোঁয়া আপনাকে-আমাকে এই শহরে নিশ্বাস নিতে দেয় না ঠিকমতো। গ্রামের দিকেও নাকি হাওয়া বদলে যাচ্ছে? সবুজে আর বুঝি বাঁচা হলো না আমাদের।

পরের প্রজন্ম কী করে বাঁচবে, সেই ভাবনা তো আমরা আর ভাবিই না। যারা ভাবেন, তাঁরা হয়তো একটু সচেতনতা বাড়ানোর জন্য ওই সব সিনেমা নির্মাণ করেন, যেখানে দেখানো হয় সবুজ ছাড়া মানুষের বেঁচে থাকা অসম্ভব। সেই সিনেমাগুলো অবশ্য আমাদের দেশে তৈরি হতে দেখি না।

আমাদের দেশে একসময় দেখতাম, 'গাছ লাগান পরিবেশ বাঁচান'। কথাটা এখন আর যেখানে-সেখানে লেখা দেখি না। আপনারা দেখেন? এখন মনে হয় আমাদের কোনো রকম খেয়েপরে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বেঁচে থাকাটাই মুখ্য। গাছ লাগানোর সময় কোথায়? শহরে তো গাছ লাগাতে মাটি খুঁজে বের করতে হয়। আর সময়? সময় কীভাবে পার হয় আমাদের? অঙ্ক করেই বের করতে পারবেন, জীবনের কতশত ঘণ্টা ট্রাফিক সিগনালে বা যানজটে বসে কাটিয়ে দিচ্ছেন।

২৯ আগস্ট কিংবদন্তি পপসম্রাট মাইকেল জ্যাকসনের জন্মদিন। তাঁকে নিয়ে একবার বিস্তর পড়াশোনা করতে হয়েছিল। তাঁর অনেক ইন্টারভিউ দেখেছি, পড়েছি। তারপর তাঁকে নিয়ে লিখেছি। আপনাদের মতো আমিও তাঁর একজন ভক্ত। শুধু এ জন্য না যে তিনি খুব ভালো গায়ক ছিলেন বা দারুণ নাচতেন। তাঁর অনেক গান দেখা ও শোনা সত্ত্বেও একটি গানের জন্যই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জেগে ওঠে, 'আর্থ সং'।

হ্যাঁ, একেবারেই পৃথিবীর পরিবর্তন নিয়ে গানটি—'আমরা কী করেছি পৃথিবীটার? দেখো, আমরা কী করেছি।' মাইকেল জ্যাকসনের সুরে আছে পৃথিবীকে বাঁচানোর আর্তি। গানের ভিডিওটাও সে রকম। সেই কবে, ১৯৯৫

সালে গানটির জন্ম। তখন খ্যাতির তুঙ্গে মাইকেল। তিনি যে পৃথিবীকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন, সেই বিষাক্ত পৃথিবী ছেড়ে একদিন চলেও গেলেন। বেঁচে রইল শুধু তাঁর গান। বেঁচে রইল 'আর্থ সং'।

> আমাদের দেশে একসময় দেখতাম, 'গাছ লাগান পরিবেশ বাঁচান'। কথাটা এখন আর যেখানে-সেখানে লেখা দেখি না।

তবু আমরা কেন যে এমন গান থেকে অনুপ্রেরণা পাই না! হলিউডে হাজার পরিবেশবাদী সিনেমা কিংবা গান মুক্তি পেলেও হয়তো এই অনুপ্রেরণা আর জাগবে না। আমরা কলের যানের কালো ধোঁয়ায় নিজেদের অন্তর কলুষিত করতেই থাকব, গাছ কেটে রাস্তা আর পাহাড়সম দালান বানাতেই থাকব, যেখানে-সেখানে বর্জ্য ফেলতেই থাকব।

তাই যে আলোচনা করছি আপনাদের সঙ্গে, সেটা যে খুব কার্যকরী হবে, সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে। এটাকে বলতে পারেন, মনের আক্ষেপ ভাগ করে নেওয়া শুধু।

যা-ই হোক, মাইকেলের জীবনে ফিরে আসা যাক। মাইকেল জ্যাকসন পরিবেশ সচেতন তো ছিলেনই, সেই সঙ্গে ছিলেন সমাজকর্মী। ১৯৮৫ সালে আফ্রিকা ও আমেরিকার দরিদ্র তহবিল গঠনের জন্য লিওনেল রিচির সঙ্গে মিলে লিখেছিলেন 'উই আর দ্য ওয়ার্ল্ড' গানটি। তাঁর 'ম্যান ইন দ্য মিরর' গানটির সব আয় দান করে দিয়েছিলেন। মাইকেলের গাওয়া আরেকটি গানের শিরোনাম 'হিল দ্য ওয়ার্ল্ড', একই শিরোনামে তিনি ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'হিল দ্য ওয়ার্ল্ড ফাউন্ডেশন'। কিন্তু একা আর সামলাতে পারেননি। ২০০২ সালে বন্ধ হয়ে যায় প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম।

একবার 'আর্থ সং' লেখার পেছনের কাহিনি বলেছিলেন তিনি, এভাবে: 'আমার মনে আছে, অস্ট্রিয়ার এক হোটেলে বসে যখন আমি আর্থ সং লিখছিলাম, তখন আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল—এই পৃথিবী নামের গ্রহটির দুর্দশা দেখে। আমার জন্য এটি পৃথিবীর গান। কারণ, আমি মনে করি পৃথিবীর মানুষ এর যে ক্ষতি করছে, সেটার জরিমানা দেওয়ার খুব চেষ্টা করছে প্রকৃতি। আমার ধারণা, পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট এবং আরও নানা সমস্যার কারণেই পৃথিবী কষ্ট পাচ্ছে, সে ব্যথিত। তাই গানটা পৃথিবীর কিছু আনন্দ নিয়েও। কিন্তু এটা আমার জন্যও একটা বড় সুযোগ যে পৃথিবীর কণ্ঠ আমি মানুষকে শোনাতে পেরেছি।'

এ রকম অনুভূতি থেকেই গানটির জন্ম দিয়েছিলেন মাইকেল জ্যাকসন। আহা, তাঁর মতো যদি আমাদের মনেও পৃথিবীর জন্য ভালোবাসা জাগত!

কমব্যাট ইসলামোফোবিয়া

কাজী জহিরুল ইসলাম

একটি মন্দ দৃষ্টান্ত দিয়ে আজকের লেখাটি শুরু করি। ধরুন এক গ্রামে ১০০ জন মানুষ বাস করে। তাদের মধ্যে ১০ জন ভয়ঙ্কর ডাকাত। ৯০ জন সাধারণ মানুষ যদি নিয়মিত ডাকাতদের গালি-গালাজ করে তাহলে সম্ভাব্য ফলাফল কী হবে? ডাকাতেরা খুন খারাবী করবে, এর-ওর বাড়িতে হামলা করবে। গ্রামটিতে একটি স্থায়ী অশান্তি বিরাজ করবে। দ্বিতীয়ত, যদি গ্রামবাসী ডাকাতদের কিছুই না বলে, চুপচাপ নিজেরা নিজেদের মত থাকে, তাহলে কী হবে? দুটি ঘটনা ঘটতে পারে। ডাকাতেরাও এই গ্রামের কাউকে বিরক্ত করবে না, দূর-দূরান্তে গিয়ে ডাকাতি করবে। সবাই যার যার মত শান্তিতে থাকবে। আবার এও হতে পারে, যেহেতু ৯০ জন গ্রামবাসী ডাকাতদের ভয়ে সন্ত্রস্ত, ডাকাতেরা যার-তার ঘরে হামলা করবে, লুট করবে, ধর্ষণ করবে, পুরো গ্রামে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করবে।

এবার বিষয়টিকে অন্যভাবে দেখি। ধরুন গ্রামের লোকেরা ডাকাতদের সঙ্গে স্বাভাবিক বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করছে। ওরা চাঁদা তুলে একেকজনকে সৎ ব্যবসা করার পুঁজি জোগাড় করে দিচ্ছে, ডাকাতি ছেড়ে স্বাভাবিক, বৈধ আয়ের পথ বেছে নিয়ে জীবন-যাপনে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করছে। এর ফলে কেউ সুপথে আসবে, কেউ আসবে না। যারা আসবে না তারা কিছু বছর পরে সতীর্থদের উন্নতি দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারে। ফলে এক সময় গ্রামটিতে স্থায়ী শান্তি আসবে।

এবার অন্য একটি দৃষ্টান্ত দেই। ধরুন এই গ্রামের ৩০ জন মানুষ উচ্চশিক্ষিত, বিজ্ঞান-মনষ্ক। বাকী ৭০ জন ধর্মের অনুসারী এবং কট্টর ধর্মপন্থী। ধর্মপন্থীরা ৩০ জন বিজ্ঞান মনস্ক মানুষের আচরণের সমালোচনা করে, ফতুয়া দেয়, বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্কের সমালোচনা করে, পোশাকের সমালোচনা করে, ধর্মীয় রীতিনীতি পালন না করার সমালোচনা করে। অন্যদিকে বিজ্ঞানমনস্ক দলটি শুধু নিজেদের মধ্যেই মেশে, ধর্মান্ধদের নিচু স্তরের ইতর শ্রেণীর মানুষ মনে করে। সুযোগ পেলে তাদের মূর্খতার ফলে গ্রামের কী কী ক্ষতি হচ্ছে তাও শুনিয়ে দেয়। এই গ্রামের মানুষের সম্পর্কের ডাইনামিক্সটা কেমন হবে? একটা টেনশন সব সময় কাজ করবে। গ্রামের বাতাশে ভেসে বেড়াবে ঘৃণা। বিজ্ঞানমনস্করা যেহেতু অধিক শিক্ষিত এবং অধিক বুদ্ধিসম্পন্ন তারা যদি ধর্মান্ধদের ইতর-প্রাণী জ্ঞান না করে তাদের বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা জানায় এবং ক্রমশ তাদেরকে আধুনিক শিক্ষাদান করতে থাকে তাহলে কী এই গ্রামে শিগগিরই শান্তির সুবাতাস বইবে না?

পৃথিবী একটি বৃহৎ গ্রাম। এই গ্রামের মোট জনসংখ্যা ৮০০ কোটি। ৬০০ কোটি মানুষ কোনো না কোনো ধর্মের অনুসারী এবং প্রায় দুই'শ কোটি মানুষ মুসলমান। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ার দুর্ঘটনার পরে পৃথিবীর মানুষের আচরণ বদলে যায়। সবাই সবাইকে সন্দেহ করতে শুরু করে। যেহেতু টুইন টাওয়ার দুর্ঘটনার দায় একটি সুনির্দিষ্ট ধর্মীয় গোষ্ঠী মুসলমানদের ওপর চাপানো হয়েছে, সারা পৃথিবীর মানুষ ঘৃণার আঙুল তুলতে শুরু করে মুসলমানদের দিকে। এমন কী মুসলমানেরাও রাস্তায় দাঁড়ি, টুপিওয়ালা মানুষ দেখলে ভয়ে কুঁকড়ে যেতে শুরু করে। বিমানে চড়েছেন, পাশের সিটে দাড়ি, টুপিওয়ালা এক লোক, আপনি সারাক্ষণ আতঙ্কে আছেন, লোকটা প্লেনে বোম ফোটাবে না তো! এই যে ইসলামোফোবিয়া ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র এর ফলে কট্টরপন্থী মুসলমানদের কেউ কেউ প্রতিশোধস্পৃহায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আরো বেশি উগ্র আচরণ করতে শুরু করে। পৃথিবীর এখানে-ওখানে সন্ত্রাসী হামলা করতে শুরু করে। নিজেদের শক্তি প্রদর্শনের জন্য কোথাও কোনো সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটলেই তার দায় (ক্রেডিট) তারা নিতে শুরু করে। পৃথিবী অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে অধিক অস্থির হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত, শিক্ষিত, বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ যারা, ইউরোপ এবং আমেরিকানরা, বুঝতে শিখলো ঘৃণা দিয়ে সমস্যার সমাধান করা যাবে না। অস্থির পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে দরকার ভালোবাসা। তারা মাল্টি রেইস, মাল্টি এথনিক সমাজ প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব দিতে শুরু করে।

২০০০ সালে আমি জাতিসংঘের একজন কর্মী হিসেবে কসোভোতে যাই। সার্বিয়ার কাছ থেকে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে আলাদা হয় আলবেনিয়ান জাতিগোষ্ঠী অধ্যুষিত জনপদ কসোভো। কসোভোর প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ আলবেনিয়ান হলেও, ১০ শতাংশ সার্বিয়ান তখনও কসোভোতে। ওরা কি এখানেই থাকবে? কসোভোর আলবেনিয়ানরা ওদের সার্বিয়ায় তাড়িয়ে দিতে চায় কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, যাদের সহযোগিতায় কসোভো যুদ্ধে জয়লাভ করে, বাঁধ সাধে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বক্তব্য হলো, ওরা এখানেই থাকবে, শুধু ওরাই না, ক্রোট, তুর্কিশ, রোমা সকলেই এই ভূখণ্ডে থাকবে, সবাইকে নিয়েই তোমাদের রচনা করতে হবে এক বহুজাতিক মানুষের শান্তিপূর্ণ দেশ। সেই থেকে আমি মাল্টি-অ্যাথনিক সমাজ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব অনুভব করতে শুরু করি।

আজ ২০২৩ সালে এসে উন্নত দেশের মানুষদের মধ্যে এই বিশ্বাস আরো শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়েছে। তারা সুস্পষ্ট করে বুঝতে শিখেছে, ৯/১১ তে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে ঘৃণার বীজ তারাই বুনেছিল পৃথিবীর মাটিতে সেইসব বীজ থেকে জন্ম নেয়া চারাগাছগুলো আজ মহীরুহ হয়ে উঠতে শুরু করেছে, ফুল, ফল, পত্রে ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীময়, ওদের নিঃশ্বাস থেকে নিঃসৃত বিষবাষ্পে পৃথিবীর বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। সময় এসেছে সেইসব বিষাক্ত গাছ কেটে ভালোবাসার বীজ বপনের। সেই কাজটিই এখন উন্নত পৃথিবীর মানুষ শুরু করেছে।

২০২২ সালের ২৯ জুলাই টেক্সাসের কংগ্রেসম্যান আল গ্রিন কংগ্রেস সভায় একটি বিল উত্থাপন করেন, ইসলামকে পৃথিবীর একটি মহান ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করার জন্য। এই বিলের সপক্ষে বলা হয় ইসলামের নীতিগুলো পৃথিবীতে শান্তি এবং সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠায় কাজ করে। অথচ দুই দশকেরও অধিক সময় ধরে পশ্চিমারা বলে আসছিল, ইসলাম অশান্তি সৃষ্টি করে, জঙ্গিবাদ সৃষ্টি করে। একটি ভ্রান্ত ধারণা প্রচার করতে করতে এমন এক উচ্চতায় নিয়ে এসেছে যে আজ ইসলামোফোবিয়ার, মানে ইসলামাতঙ্কের, বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে ওদেরকেই জেহাদ (কমব্যাট) ঘোষণা করতে হচ্ছে। ওরা বুঝতে পেরেছে ২০০ কোটি মানুষের মনে আঘাত দিয়ে কিছুতেই পৃথিবীতে সুখে শান্তিতে বসবাস করা যাবে না।

যারা আমার লেখা পড়েন তারা হয়ত লক্ষ করেছেন, গত এক দশকেরও অধিক সময় ধরে আমি সেক্যুলারিজমের একটি নতুন সংজ্ঞার কথা বলি। সেটি হচ্ছে সকল ধর্ম, মতবাদ ও ধর্মহীনতাকে ভালোবেসে আলিঙ্গন করাই সেক্যুলারিজম। ধর্মকে বাতিল করার নাম আজকের দিনে সেক্যুলারিজম নয়। সেক্যুলারিজমের সংজ্ঞা এর শাব্দিক অর্থে নিহিত নয়, সংজ্ঞাটি এর উদ্দেশ্যে নিহিত। কবি শহীদ কাদরী ছিলেন একজন নাস্তিক মানুষ, ভয়ে ভয়ে কথাটি আমি আকার-ইঙ্গিতে তাকে বলেছিলাম। তিনি আমার মনোভাব বুঝতে পেরে, হয়ত আমাকে খুশি করার জন্যই, নিজেই বলে দিলেন, সব ধর্মকে গ্রহণ করাই সেক্যুলারিজম। তিনি যে কারণেই বলেন না কেন, তার সমর্থন এই সংজ্ঞার পক্ষে কথা বলতে আমাকে উৎসাহিত করেছিল নিঃসন্দেহে।

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান জাতিসংঘে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ভাষণ দেন। সেই ভাষণে তিনি "কমব্যাট ইসলামোফোবিয়া" শব্দযুগল উচ্চারণ করেন। এই শব্দযুগল আমার ভালো লাগেনি। কিন্তু তার যুক্তিগুলো, এই শব্দযুগলের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যটি ভালো লেগেছিল। ইমরান খানের ভাষণের ৩ বছর পরে ২০২২ সালে জাতিসংঘ ১৫ মার্চকে "আন্তর্জাতিক কমব্যাট ইসলামোফোবিয়া" দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। এখন থেকে সারা পৃথিবীর মানুষ ১৫ মার্চকে "ইসলামাতঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ" দিবস হিসেবে পালন করবে। যেহেতু সব ধরণের যুদ্ধের বিরুদ্ধে আমার অবস্থান তাই "কমব্যাট" বা যুদ্ধ কিংবা জেহাদ এই শব্দটি আমার ভালো লাগেনি। একটি অপরাধ নির্মুলের জন্য আরো একটি অপরাধ করাকে আমি ভীষণ অপছন্দ করি। সমূহ বড়ো ধ্বংস এড়াতে ছোটো একটি ধ্বংসযজ্ঞ ঘটানোর পক্ষেই অধিকাংশ মানুষ, পৃথিবীর আইন, কিন্তু একজন কট্টর মানবতাবাদী হিসেবে আমি এই ব্যবস্থার নিন্দা জানাই। তাই "কমব্যাট" শব্দটির কারণে আমি এই দিবসকে মেনে নিতে পারছিলাম না। কিন্তু আজ হঠাৎ আমার মনের আকাশের মেঘ কেটে গিয়ে উজ্জ্বল এক ফালি রোদের মতো জ্বলে উঠলো এই শব্দের প্রকৃত অর্থ।

কমব্যাট ইসলামোফোবিয়ার অর্থ এই নয় যে যে মানুষ ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলবে তাকে প্রতিহত করো, তাকে শাসাও, তাকে আক্রমণ করো। মূলত আমার ভেতরে যদি ইসলামোফোবিয়া বা ইসলামাতঙ্ক থাকে, আমি যেন সেই ভীতির বিরুদ্ধে, সেই আতঙ্কের বিরুদ্ধে, ঘৃণার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হই। এটি নিজের ভেতরের নেতিবাচক চিন্তার বিরুদ্ধে ইতিবাচক চিন্তার যুদ্ধ।

এই দিবস তখনই সফল হবে যখন জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলো এর তাৎপর্য তুলে ধরে তাদের নাগরিকদের সচেতন করবে। তাদের দেশের/ভাষার বুদ্ধিজীবীরা, সাংবাদিকেরা, লেখকেরা বিষয়টি নিয়ে লেখালেখি করবে। মানবাধিকার কর্মীরা এই বিষয়ে সোচ্চার হবে। সরকারগুলো ইসলামোফোবিয়া বন্ধের জন্য প্রয়োজনীয় আইন করবে, যেমন, আমেরিকা কংগ্রেসে বিল উত্থাপন করেছে, ইসলামকে একটি মহান ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করার।

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক
SE CI
সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F and MD OCFR

বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের স্পন্দনে
হে জাতির পিতা, তুমি আছো, তুমি রবে চিরকাল

শোকাবহ আগস্ট
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের
শহীদগণ সহ ১৫ই আগস্টের সকল শহীদদের প্রতি
বিনম্র শ্রদ্ধা

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

ডার্লিং

(পর্ব -১)

রাশিদা আক্তার

সম্প্রতি নেটফ্লিক্স,হইচই, চরকি এবং ইউটিউব থেকে বেশ কিছু সিনেমা দেখলাম। সিনেমা ভালো হলে গল্পটা অনেকদিন মনে থাকে আর সিনেমা ভালো না হলে বিরক্ত হই, সে কারণে একটু বেছে, নাম দেখে, রিভিউ দেখে এরপর শুরু করি দেখা। কিন্তু যে সিনেমাগুলো নিয়ে লিখছি, সেগুলোর বেশিরভাগই রিভিও দেখা হয়নি, কারও কাছ থেকে শুনিওনি, যেমন শুনেছি 'পাঠান কিংবা 'হাওয়া' সিনেমার নাম যেগুলো মুক্তি পাওয়ার আগেই মানুষ জেনে যায়। তার মানে আমার দেখা এই সিনেমাগুলো খুব নামকরা সিনেমার দলে পড়েনি। নতুন কিছু পাচ্ছিলাম না তাই দেখে নেয়া। মজার কথা হল, সিনেমাগুলো আমার চিন্তার খোরাক জুগিয়েছে।

প্রথম সিনেমা হল "ডার্লিংস", আলিয়া ভাট এবং বিজয় ভার্মা অভিনয় করেছেন। হিন্দি ভাষায় এই সিনেমাটি ২০২২ সালে মুক্তি পেয়েছে। সিনেমার মূল বিষয়বস্তু হল অন্তরঙ্গ সঙ্গি কর্তৃক নির্যাতন, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় ইন্টিমেইট পার্টনার ভায়োলেন্স। এই সিনেমায় আলিয়া ভাট বদরুন্নেসা এবং বিজয় ভার্মা হামজা শেখ চরিত্রে অভিনয় করেছেন। অসম্ভব সুন্দর অভিনয় করেছেন দুজনই, তবে নিঃসন্দেহে আলিয়া ভাট অসাধারণ, আমার প্রিয়।

আমি প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার সিনেমাটি দেখলাম একই সপ্তাহে। কারণ এই বিষয়গুলো ঘটে যাচ্ছে আমাদের চারপাশে, যুগ যুগ ধরে। আরেকটি কারণ হল সমাধান কি সেটা খোঁজা ।

ডার্লিংস সিনেমাটি চমৎকার ভাবে তুলে ধরেছে, বিবাহিত সম্পর্কের মধ্যে থেকে নারী কিভাবে নির্যাতিত হয় কিন্তু আবেগ, নারীর সামজিক অবস্থান, সামজিক সমর্থন না পাওয়ার কারণে মুক্তি মেলেনা এসব বিষয়।

সিনেমায় বদরুন্নেসা প্রেমের ফাঁদে আটকা পড়েছিলেন। গবেষণাতেও দেখা যায় আবেগজনিত নির্ভরশীলতা নারীকে অনেক কিছু মেনে নিতে বাধ্য করে; এমনকি শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতন। সিনেমায় বদরুন্নেসার মাও এমন অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে গেছেন এবং এক পর্যায়ে নিজের স্বামীকে খুন করেছিলেন। তাই তিনিও মেয়েকে এই নির্যাতিত সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসার জন্য বার বার তাগিদ দিয়েছিলেন। বদরুন্নেসার মা নির্যাতিত পুরুষকে "বিচ্ছু" বলেছেন, যার চরিত্র নাকি কখনো কিছুতে বদলায়না। সুযোগ পেলেই হুল ফোঁটায়। আসলেই কি তাই? বিচ্ছুর চরিত্র আমার জানা নেই।

বদরুন্নেসা হামজাকে ভালবাসতেন এবং বিশ্বাস করতেন যে তার স্বামী একদিন বদলাবেন। তাই ডেভেলপারকে জমি হস্তান্তর করে নিজের একটি ফ্লাট হওয়া, বাচ্চা নেয়ার স্বপ্ন নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন বদরুন্নেসা। স্বামী প্রতিদিন শারীরিক নির্যাতন করেন, বদরুন্নেসা সহ্য করেন। সব মিটে যায় স্বামী ডার্লিং বলে ডাকলেই। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে বেড়ে উঠতে থাকে মানসিক যাতনা। কমে আসে সহ্যশক্তি ।

প্রতিদিনকার এই নির্যাতনগুলোর বিষয়ে জানতেন তার প্রতিবেশিরা এবং বন্ধুরা। কিন্তু সমাধান বদরুন্নেসার হাতে। যেহেতু বদরুন্নেসা কোন পদক্ষেপ নিচ্ছেনা তাই একদিন এক বন্ধু গোপনে হামজার বিরুদ্ধে মামলা করে দিয়ে আসেন থানায়। থানায় অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে মামলাটি নেয়া হয় এবং বদরুন্নেসার স্বামীকে জেলে বন্দি করা হয়। সিদ্ধান্ত হয় তিনমাস সে জেলে থাকবে। কিন্তু বদরুন্নেসার আবেগ ! কিছুতেই জেলে রাখা গেলনা হামজাকে। তিনি থানায় যান এবং স্বামীর মিথ্যা আশ্বাসে মন গলিয়ে ফেলেন এবং স্বামীকে নিয়ে বাড়ী ফেরেন। বদরুন্নেসার মা রাগে,দুঃখে, অভিমানে মেয়ের কাছ থেকে সরে আসেন, নিজের মত করে বাঁচতে থাকেন, সঙ্গিও জুটে যায় একজন।

কিছুদিন পরে বদরুন্নেসার পেটে বাচ্চা আসে, আরো নতুন নতুন রঙ্গিন স্বপ্নে ভরে ওঠে তার দুনিয়া। মায়ের সাথেও বিবাদ মিটে যায়। সব ঠিক হয়ে যাবে মনে হচ্ছিল। কিন্তু বিচ্ছু তার ইগোতে আঘাত লাগলেই হুল বের করে কামড় দিবে, সেটাই হল। শারীরিক নির্যাতনের কারণে একদিন মিসক্যারিয়েজ হয়ে যায় বদরুন্নেসার। এবার তার ঘুম ভাঙ্গে, মায়ের কথাই ঠিক, বিচ্ছুর চরিত্র বদলায়না।

অসম্মান,অপমান বোধ,স্বপ্ন ভাঙ্গার যন্ত্রণা বদরুন্নেসাকে পাগল করে তুলে। আত্মহননের পথে পা বাড়িয়েও ফিরে আসে। ঘুরে দাঁড়াতে হবে। মা ও বন্ধুকে নিয়ে প্রতিশোধ নিতে থাকে হামজার উপর এবং মুক্তির উপায় খুঁজে। একদিন হামজাকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। হামজার মৃত্যু হয়,তবে বদরুন্নেসার হাতে নয়, ট্রেন দুর্ঘটনায়। সিনেমার পরিচালক বদরুন্নেসাকে খুনি হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেননি বটে, তবে তিনি যেভাবে এগিয়েছেন সেটা মোটেই কাম্য নয়। এই উপায়ে নারী নির্যাতন রোধ হবেনা, উপরন্তু সমাজে একটি নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

সিনেমায় বদরুন্নেসা তার স্বামী হামজাকে শারীরিক নির্যাতন করেছেন। বদলা নিয়েছেন। কিন্তু নারী নির্যাতন রোধের উপায় পুরুষ নির্যাতন নয় কিংবা পুরুষকে প্রতিপক্ষ ভাবা নয়। পুরুষকে সাথে নিয়েই সমাধানের উপায় খুঁজতে হবে।

এরপর আমি ইন্টারনেটে সিনেমাটি সম্পর্কে আরেকটু জানার চেষ্টা করলাম, সেখানে লেখা ছিল এটি একটি "ডার্ক কমেডি মুভি"। আমার এই উদ্বেগ আলিয়া ভাট পর্যন্ত পৌঁছাবেনা। পৌঁছালে তাকে প্রশ্ন করতাম এমন একটা বাস্তব যুদ্ধ কমেডি হয় কিভাবে? আপনার মনে কোন প্রশ্ন এসেছিল কিনা যে এই সিনেমার মাধ্যমে কি বার্তা দেয়া হচ্ছে সমাজকে?

বিশ্বে প্রতি তিনজন নারীর মধ্যে একজন অন্তরঙ্গ সঙ্গি কর্তৃক শারীরিক বা যৌন নির্যাতনের শিকার হন (ডবিøউএইচও-২০২১)। আলিয়া ভাটদের মত আইকন, সমাজ, রাষ্ট্র সবাইকে সম্মিলিতভাবেই কাজ করতে হবে নারী নির্যাতন রোধ করার জন্য। সিনেমার পরিচালক একজন হামজাকে মেরে ফেলেছেন সেটা তার জন্য সহজ, কিন্তু বাস্তবে অসংখ্য বদরুন্নেসার মুক্তির উপায় কি? সব হামজাকে মেরে ফেলা? মোটেই না। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, পুরুষকে নারীর প্রতি সংবেদনশীল আচরনের শিক্ষা প্রদান, নারী নির্যাতন বিরোধী আইন প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন, রাজনীতিতে অধিক নারীর অংশগ্রহন ও লিঙ্গভিত্তিক বাজেট তৈরির মাধ্যমে ধিরে ধিরে আলোর পথে যাওয়াই একমাত্র উপায়।

একটি মাগশাট ও সুদর্শন ট্রাম্প!

হেলাল উদ্দীন রানা

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ট ট্রাম্প সব সময় আলোচনায় থাকতে পছন্দ করেন। সেটা যে ভাবেই হোক। ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক। প্রেসিডেন্ট থাকাকালে তিনি তাঁর দেশে বা বিশ্ব মিডিয়ায় খবরের শীর্ষস্হানে থেকেছেন তাঁর নেগেটিভ কার্যক্রমের বিবরন টেলিভিশনের পর্দায় আর সংবাদ পত্রের পাতায় পাতায়। ইতিহাস নিজ হাতে ভেঙে নতুন করে গড়তে তাঁর জুড়ি নেই। রিয়েলেটি শো দ্য এপ্রেনট্রিস থেকে রাজনীতিতে আসা এই তারকা একের পর এক চমক নিয়ে হাজির হন হামেশা। তাই নিজের মাগশাট এক্সে (সাবেক টুইটার)নিজেই পোষ্ট দিয়েছেন।

আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্টের মধ্যে ইতিহাস সৃষ্টি করে হাজতবাস করেছেন। জেলে তাঁর নামে একটি ফাইল তৈরী করে রাখা হয়েছে।নিন্দুকেরা যাই বলাবলি করুক ট্রাম্প কিন্তু এসব ভালই উপভোগ করছেন। আসলেই সাম্প্রতিক সময়ে একের পর এক মামলা বা হাজত বাসের ঘটনা তাঁর জন্য শাপেবর হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে যেখানে সামান্য স্ক্যান্ডেল বড় বড় রাজনীতিকের ক্যারিয়ার ধ্বস করে ফেলে সেখানে ট্রাম্পে বেলায় ঘটছে ঠিক উল্টো। একদিকে যেমন স্ফীত হচ্ছে তার তহবিল অপরদিকে হু হু করে বাড়ছে রিপাবলিকান দলে তাঁর জনপ্রিয়তা।

জরিপ গুলোতে প্রতিদ্বন্দ্বীরা ট্রাম্প সাহেবের ধারে কাছেও নেই। জাতীয় পর্যায়ের সবগুলো পোলের গড়পড়তায় তিনি সবর উপরে রয়েছেন। তাঁর স্কোর পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই। যেখানে আসছে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী রন ডিসান্টিস, রামাসুয়ামি, নিক হেলি ও ট্রাম্পের ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইকেল পেন্সের অবস্থান প্রায় তলানীতে। এই পোল হচ্ছে প্রায় ১৫ টি পৃথক পোলের নির্যাস।

তবে ট্রাম্প আগামী নির্বাচনে রিপাবলিকান দলের হয়ে আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করতে পারবেন কিনা এ নিযে তুমুল বিতর্ক রয়েছে।আইনের বিখ্যাত দু'জন প্রফেসর উইলিয়াম বাউড (William Baude) ও প্রফেসর মাইকেল স্টোক পলসেন (Michael Stokes Paulsen) যৌথ ভাবে ইউনিভার্সিটি অব পেনসেলভেনিয়া ল রিভিউতে একটি নিবন্ধ লিখেছেন। যেখানে তাঁরা আইনী নানা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হাজির করেছেন।তাঁরা বলেছন,Donald Trump :should not be eligible for the presidency. তাঁরা আরো বলেছেন,সিভিল ওয়ারের পর আমেরিকার সংবিধানের সংশোধনীর ধারা ৩ (১৪) অনুযায়ী জানুয়ারি ৬-এর বিদ্রোহের কারণে ট্রাম্প ব্যালটে থাকার যোগ্যতা হারিয়েছেন। ট্রাম্প প্রসঙ্গে বরাবরই নীরবতা পছন্দ করেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন।সাংবাদিকদের এতো এতো প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু এবার "বিখ্যাত" মাগশাট দেখে প্রেসিডেন্টের সরস মন্তব্য সুদর্শন এবং স্মার্ট !

গত সপ্তাহান্তে ট্রাম্প আইওয়া স্টেট ফেয়ারে গিয়েছিলেন। মেলায় ঘুরতে যেয়ে যেখানে থেমেছেন সেখানেই রিপাবলিকান ভোটাররা ঘিরে ধরেছেন। সেখানে রন ডিস্যান্টিসের আগ থেকে নির্ধারিত প্রোগ্রাম থাকলেও ট্রাম্পের জন্য তা ফিকে পড়ে যায়। এসময়ে তাঁর বিরুদ্ধে চতুর্থ মামলা কোর্টে এসেছে।

এই চার মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে ৯১টি ক্রিমিন্যাল চার্জ আনা হয়েছে।ক্যালির্ফোনিয়ার গর্ভনর গেভিন নিউসম সহ অনেকেই ট্রাম্পকে ব্যালটে অযোগ্য ঘোষণা করতে নিজ রাজ্যে নতুন আইন প্রনয়ণের চিন্তা-ভাবনা করছেন।

তবে ট্রাম্প মাগশাটের একটি ছবি দিয়েই এপর্যন্ত কামাই করেছেন সাত মিলিয়ন ডলার।ফুলটন কাউন্টি জেলের শেরিফ অফিস ট্রাম্প সারেন্ডার করার পর যে ছবি তুলে (মাগশাট)তা তারা সাধারণের জন্য প্রকাশ করে।ট্রাম্প শিবির এই মাগশাট সম্বলিত গ্লাস,মগ,টি-শার্ট,হেড,বাম্পার ষ্টিকার ও পোষ্টার বের করে।ট্রাম্পের আগামী নির্বাচন করা না করা নিয়ে বিতর্ক জমে উঠেছে। তবে সবকিছু ছাপিয়ে আগামী নির্বাচনে যদি তিন স্বমহিমায় ফিরে আসেন তবে অবাক হওয়ার কিছুই থাকবেনা। অনেকে বলছেন,এখানেই ট্রাম্পের কারিশমা!

সাহিত্য একাডেমির রিপোর্ট

উত্তর আমেরিকা অফিস

২৫ আগস্ট জ্যাকসন হাইটসের গোল্ডেন এজ পার্টি হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে 'সাহিত্য একাডেমি, নিউইয়র্ক'র নিয়মিত মাসিক সাহিত্য আসর। পুরো আসরটি পরিচালনায় ছিলেন একাডেমির পরিচালক মোশাররফ হোসেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে তিনি বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর পরিবার, এবং ১৫ আগষ্ট নিহত সকল শহীদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানান। এবারের আসর দু'টি পর্বে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম পর্বে আলোচনা ও স্বরচিত পাঠের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করা হয়। দ্বিতীয় পর্বটি উৎসর্গ করা হয় বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কবি, এবং সাহিত্য একাডেমির একমাত্র উপদেষ্টা কবি শহীদ কাদরীকে।

বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করে মুক্তিযোদ্ধা সিরু বাঙালি বলেন, ১৯৬৬ সালের ৬ জানুয়ারি হাফেজ মোহাম্মদ মুসার সঙ্গে প্রথম শেখ মুজিবের সামনে দাঁড়াই, তিনি তখনও বঙ্গবন্ধু হোন নি, তিনি তখন ছিলেন আমাদের শেখ মুজিব ভাই। তাঁর কন্ঠস্বর ছিল বাঘের মতো। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে যখন কাঁপছিলাম তিনি বললেন, তুমি এত ভয় পাচ্ছো কেন, ঘাবড়াবে না, তোমরাই তো আমার ভবিষ্যৎ। তাঁর কথা শুনে অবাক হই, কারণ, রাজনীতিবিদরা বলেন তোমরা জাতির ভবিষ্যৎ, কিন্তু সেদিন মুজিব ভাই বললেন, তাঁর ভবিষ্যৎ। আমি সিরাজুল ইসলাম থেকে সিরু বাঙালি হয়েছি যেভাবে, বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা প্রচার হওয়ার পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়, তখন হরতাল ডাকা হয় ৭ জুন। হরতালের সময় বলা হলো চারজনের বেশি রাস্তায় বের হতে পারবে না। আমরা ২০/২৫ জন মিলে পল্টনের উদ্দেশ্যে মিছিল বের করলে পুলিশ আক্রমণ চালায়। আমি একটা মাজারে আশ্রয় নিই। সেখানে আমাকে মারধর করে রমনা থানায় নিয়ে যায়। থানায় কুচবিহারের একজন এ. এস. আই নাম জিজ্ঞেস করলে ভেতরে একটা অহংবোধ আসে, নাম বললাম না। তার তীব্র আঘাতে পুনরায় রক্তাক্ত হই। কনস্টেবল নূর মোহাম্মদ মাথায় পানি দিতে দিতে বুঝালো যেন যা জানতে চায় তা বলি। তারপর নাম জানতে চাইলে মুখ দিয়ে বের হলো, আমার নাম সিরু বাঙালি। পূর্ব পাকিস্তানে তখন নিজেকে বাঙাল পরিচয় দেয়া এবং বাংলা ভাষায় কথা বলাই যেত না। তো, সেখান থেকে হাসপাতাল হয়ে জেলে আসার ২/৩ দিন পর নানা ভাইয়ের ডাক পেয়ে সারা মুখে ব্যান্ডেজ নিয়ে যখন গেলাম, নানাভাই চিনতে পারলেন না, কিন্তু ৬ জানুয়ারি যাঁর সঙ্গে দেড় মিনিট কথা বলেছিলাম আমাদের শেখ মুজিবুর রহমান ঠিকই আমার স্বর শুনে চিনতে পেরেছেন। এই হলো আমাদের জাতির পিতা, বাংলাদেশের স্রষ্টা।

কবি কাজী আতীক বলেন, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বলার মতো সেই পরিমাণ প্রজ্ঞা হয়ত আমার নেই, তবে একটি কথা বলতেই পারি, বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায় সব থেকে কমবয়সী যাঁরা তাঁর আদর্শকে লালন করেছেন, কাজ করেছেন, আমি তাঁদের একজন। ৬৮ সাল থেকে যাত্রা শুরু, পরে ৭৫ এবং ৭৮ সাল পর্যন্ত সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, বঙ্গবন্ধুর সৈনিক হিসেবেই কাজ করেছি। ' রাজনীতি করতে হলে নীতি থাকতে হয়, সত্যটা বলার সাহস থাকতে হয়' বঙ্গবন্ধুর লেখা কারাগারের রোজনামচা হতে উদ্ধৃতি টেনে তিনি বলেন, এখনকার সময় এগুলোর খুব অভাব আছে। বঙ্গবন্ধু ছাড়া বাংলাদেশের অস্তিত্ব থাকে না। বঙ্গবন্ধুকে আমাদের বুঝতে হবে এবং তাঁর আদর্শ বুকে ধারণ করে আগামীতে পথ চলতে হবে। স্বরচিত 'আগষ্টের শিরোনাম ' কবিতাটি পাঠ করেন তিনি।

কবি ফকির ইলিয়াস বলেন, আমি বারবার কবিতার কাছে যেতে চাই, কিন্তু অনেকগুলো দেয়াল এসে আমার সামনে দাঁড়ায়, আমি যে কবিতা লিখি সেটি তখন ভুলে যাই। আমাকে সে দেয়ালগুলো ভাঙতে হয়। আমরা যারা কবিতা লিখি, জাতির পিতাকে নিয়ে কবিতা লিখেই দায়িত্ব শেষ নয়। কবি শামসুর রাহমান বলেছেন, 'আমার সত্ত্বাই যদি না থাকে, আমি যদি মিছিলেই যেতে না পারি, কবিতা লিখে কী হবে?' বিনীত অনুরোধ করছি, যখন দেখবেন জাতির পিতা আক্রান্ত হচ্ছে, মুক্তিযোদ্ধা আক্রান্ত হচ্ছে, আমাদের স্বাধীনতা, ভূ মানচিত্র আক্রান্ত হচ্ছে, তখন কবিতা নয়, অস্ত্র হাতে পাশে দাঁড়াবেন, চক্রান্তকারীকে রুখে দিবেন। অস্ত্র এবং কবিতা দু'টো সত্ত্বা আমার মাঝে কাজ করে।

লেখক হুমায়ুন কবীর ঢালী বলেন, জাতির পিতার হত্যাকাণ্ড ছিল একটি নৃশংস হত্যাকাণ্ড। দু:খ লাগে কেউ কেউ বাংলাদেশে বাস করে এই হত্যাকাণ্ডের পক্ষে কথা বলে, জাতির জনক বলতে লজ্জা লাগে। এটি বাঙালি জাতির জন্য খুবই লজ্জাজনক। এদের সংখ্যা দিনদিন বাড়ছে। এদের থেকে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

এই পর্বে স্বরচিত পাঠ করেন, স্বপন বিশ্বাস, বেনজির শিকদার, পলি শাহীনা।

দ্বিতীয় পর্বের আলোচনায় অংশ নিয়ে লেখক হাসান ফেরদৌস বলেন, কবি শহীদ কাদরী একজন মানুষ নয়, দু'জন মানুষ। কবিও তিনি একজন নয়, দু'জন। দেশে থাকা কালীন শহীদ কাদরী এবং এই শহরের শহীদ কাদরীর তফাৎটা যোজন যোজন। আমাদের ভাগ্য যে এই শহরে তাঁকে অনেক কাছে পেয়েছি। দেশে থাকলে তাঁর দেখা সহজে পেতাম না। শহীদ কাদরী ভিন্ন আকাশের তারা ছিলেন। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ তাঁর বইয়ে লিখেছেন, ' শহীদ কাদরী তাঁর সময়ের সবচেয়ে উজ্জ্বল একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন।' ১৮/২০ বছরের শহীদ কাদরী, অথচ তাঁর পাণ্ডিত্য, ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা করে না এমন লোক বেশি নেই। আমরাতো অনেক ঢেকে কথা বলি, শহীদ কাদরী স্পষ্টবাদী ছিলেন, সত্যটা সরাসরি বলতেন। বাংলাদেশের এই শহীদ কাদরীকে যখন প্রবাসে পেলাম তখন তিনি আমার কাছে অচেনা মানুষ, কিছুটা অসহায়, কিছুটা একাকী, কিছুটা খেই হারা। কবি শহীদ কাদরীও একইরকম। তাঁর প্রথম তিনটি বই এবং বাকি যে একটি বই বেরিয়েছে, এরমধ্যেও ব্যবধান অনেক। শহীদ কাদরী দীর্ঘদিন প্রবাসে লেখেন নি, কারণ তিনি নিজেকে ভয় পেতেন। তিনি জানতেন, কাব্য জীবনের প্রথম ১০/১৫ বছর যে অর্জন করেছেন প্রবাসে তা কোনদিন অর্জন করতে পারবেন না। শহীদ কাদরী দেশকে প্রেমিকার মতো ভালোবাসতেন। কবির জন্য দরকার সঙ্গ, কবি সবকিছু শেয়ার করতে চায়। কবি শহীদ কাদরী নিউইয়র্কে এসে প্রাণ পেয়েছেন। তিনি সঙ্গ প্রিয় মানুষ, সঙ্গ চাইতেন। আমরা তাঁকে সঙ্গ দিয়েছি, চাপ দিয়েছি নতুন কবিতার জন্য। ' আমার চুম্বনগুলো পৌঁছে দাও' কবিতায় আসলে তিনি দূর থেকে দেশকে চুম্বন পাঠিয়েছেন। তাঁর বুকের ভেতর অহর্নিশি বাজতো দেশ।

কবি তমিজ উদদীন লোদী বলেন, কবি শহীদ কাদরীর ভরাট সে কণ্ঠস্বর এখনো কানে বাজে। এখনো মনে হয় এই বুঝি শহীদ ভাইয়ের ফোন পাবো। তাঁকে কাছে পাওয়ার আগে তাঁর কবিতা পড়ে মনে হতো, তিনি ধরাছোঁয়ার বাইরের মানুষ, এক অনবদ্য কণ্ঠস্বর। পঞ্চাশ, ষাটের দশকের কবি যাঁরা ঢাকায় বাস করতেন তাঁদের প্রায় সকলের সঙ্গে কমবেশি যোগাযোগ ছিল, শুধু শহীদ কাদরীর সঙ্গে দেখা হয় নি। এখানে তাঁকে পেয়ে মনে হয়েছে, দেশের চেয়েও বেশি তাঁর কাছে পেয়েছি। শেলি, কীটস খুব বেশি লেখেন নি, বেশিদিন বাঁচেনও নি, কিন্তু তাঁরা বিখ্যাত। সময়, কাব্যগ্রন্থ, এসব বিবেচ্য বিষয় নয়। কী লিখলেন, কী দিয়ে গেলেন, সেটাই বিবেচ্য। বোদলেয়ারের কথা যদি বলি, তাঁর দু'টো মাত্র বই। তো, বই দিয়ে, সংখ্যা দিয়ে বড় কবিকে মাপার সুযোগ নেই। জীবদ্দশায় শহীদ কাদরীর চারটি বই প্রকাশিত হয়েছে, এবং চারটি বই-ই শহীদ কাদরীকে শনাক্ত করার জন্য যথেষ্ট।

শহীদ কাদরী পত্নী নীরা কাদরী বলেন, কবি শহীদ কাদরীর একটা সম্মোহনী শক্তি ছিল, যে শক্তিতে আবিষ্ট ছিলাম, এখনো আছি। তার কবিতা পড়লে তার কথাগুলো চোখের সামনে ভাসে। শহীদ তার সমসাময়িক সকলের প্রতি যেমনি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করত, তেমনি এই আসরে উপস্থিত সকলের সঙ্গে কথা বলার সময়ও তার শ্রদ্ধাবোধ দেখেছি। শহীদ কাদরী সবসময় আমাকে বলত, খুব বেশি লেখার দরকার নেই, তবে খুব ভালো লেখার দরকার আছে, মাথায় কবিতা আসে, যদি দেখি পুনরাবৃত্তি করছি, সে কবিতা আমি মাথায় রাখি না। নতুন কিছু সৃষ্টির চিন্তা থেকে তার অনেক কম লেখা হয়েছে । তার একটি কবিতা থেকে অন্যটি আলাদা। তার পুরনো লেখা পড়ে অবাক হই, এত আগের লেখা, পড়লে মনে হয় গতকাল লিখেছে। তার ভাষা, চিন্তা এত আধুনিক ছিল। সাহিত্য একাডেমি নিয়ে শহীদ কাদরী বলতো, যারা প্রবাসে লেখালেখি করছে সাহিত্য একাডেমি নিয়মিত তাদের চর্চার জায়গা করে দিচ্ছে। লেখকরা এখান থেকে অনুপ্রেরণা পাচ্ছে, লেখার তাড়া বোধ করছে, এটা কিন্তু এই শহরে অন্য কোথাও নেই। লিখতে লিখতে কখনো ঠিক কোন একটা লেখা দাঁড়িয়ে যাবে, এবং থেকে যাবে।

লেখক আদনান সৈয়দ বলেন, কবি শহীদ কাদরী আমাদের খুব কাছের মানুষ। এখানে যাঁরা আছেন প্রায় সকলের সঙ্গে তাঁর স্মৃতি রয়ে গেছে। তাঁর কবিতা, বোহেমিয়ান জীবন নিয়ে এখনো অনেক গবেষণার দাবি রাখে।

২৯ আগস্ট মৃত্যুদিবস

কিশোর নজরুল

আফতাব চৌধুরী

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। বাংলা সাহিত্যের এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী নাম। তাঁর সাহিত্য কর্মের সাথে পরিচয় নেই বৃহত্তর বাংলায় এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। তিনি ছিলেন বিদ্রোহী কবি, সাম্যের কবি, নিপীড়িত গণ মানুষের কবি। ধূমকেতুর মত হঠাৎ বাংলা সাহিত্য গগণে উদিত হয়ে অন্যায়, অবিচার, শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি শোনালেন বিদ্রোহের সুর, অসাম্যের প্রতিবাদে গাইলেন সাম্যের গান। শিশুদের প্রতি তার আলাদা টান ছিল। তিনি শিশুদের খুব ভালবাসতেন, তাদের সাথে অতি সহজে মিশে যেতেন। তার ভালোবাসা এত নিখাদ ও আন্তরিক ছিলো যে, শিশুর সাথে মিশতে গিয়ে নিজেও শিশু হয়ে যেতেন। তার আচরণ এ কথাবার্তা হয়ে যেতো নিতান্ত শিশুসুলভ। নিজে বলেছেন, 'আমি চির শিশু, চির কিশোর।' নজরুলের মধ্যে শিশুসুলভ সারল্য ছিলো শুধু তাই নয় তার মনটা ছিলো শিশুর প্রতি অত্যন্ত উদার ও আশ্চর্য সংবেদনশীল। তাই তিনি সহজে শিশুর সাথে একাত্ম হতে পেরেছেন এবং শিশুর ভিতরকার অন্তরটা অনুধাবন করতে পুরোপুরি সক্ষম হয়েছেন।

তাই তিনি বলেছেন-

'আমি চেয়ে আছি তোদের পানে রে ওরে ও শিশু দল,
নতুন সূর্য আসিছে কোথায় বিদারিয়া নভোতল।'

অথবা

'তুমি নও শিশু দুর্বল, তুমি মহৎ মহীয়ান
জাগো দুর্বার, বিপুল বিরাট অমৃতের সন্তান।'

পশ্চিম বাংলার বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে বিখ্যাত কাজী পরিবারে ১১ জ্যৈষ্ঠ বাংলা ১৩০৬ সালে কাজী নজরুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাজী ফকির আহমদ এবং মাতার নাম জাহেদা খাতুন। নজরুলের জন্মের আগে একে একে তার চারটি ভাই অকালে মারা যায়। তাই তার নাম রাখা হয় দুখু মিয়া। এ নামে তার প্রায় সমান পরিচিতি।

নজরুলের পড়াশুনা শুরু হয় গ্রামের মক্তবে। দশ বছর বয়সে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন। পরে তার এক চাচার কাছে আরবি ও ফারসি ভাষায় শিক্ষা লাভ করেন। এ সময় তিনি কবিতা লেখা শুরু করেন। ছোটবেলায় কবি ছিলেন অত্যন্ত দুষ্টু ও ডানপিটে। তাই তিনি পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে যোগ দিলেন লেটোর দলে। তারপর তিনি কিছুকাল আসানসোলে এক রুটির দোকানে চাকরি করেন। এখানে এক ভদ্রলোক তার প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাকে ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল হাই স্কুলে ভর্তি করে দেন। এখানে সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে থাকা পছন্দ না হওয়ায় তিনি পলায়ন করেন। এরপর তার আত্মীয়রা তাকে রাণীগঞ্জের সিয়ারসোল উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন। বিদ্যালয়ের বাঁধা-ধরা নিয়ম তার মোটেই তার ভাল লাগেনি বলে তিনি এখান থেকেও পলায়ন করেন। এরপর যোগ দেন লেটোর দলে। লেটোর দলে থাকা সময় তিনি বহু গান রচনা করেন।

এরপর তিনি করাচী গিয়ে সৈনিক রূপে বাঙ্গালী প্লাটুনে ভর্তি হন। এ সময় থেকে মূলত তার প্রতিভার বিকাশ ঘটে। তাই বলতে হয় সৈনিক জীবনের সময়টি নজরুলের সাহিত্য চর্চার শুভ সূচনা। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর তিনি সৈনিক জীবন শেষ করে প্রথমে 'সবুজ পত্র' পরে 'ধুমকেতু' নামক পত্রিকার সম্পাদনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। এতে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এ সময় তিনি শোষকের বিরুদ্ধে এবং শোষিতের প¶ে তার কবিতা, গান, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদি অনবরত লিখেছেন। তারপর সরকার আত্মরক্ষার জন্য এ দেশপ্রেমিক কবিকে কারাগারে পাঠান। বিদ্রোহী নামক কবিতা লেখার অপরাধে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়। জেলে বসে তিনি যেসব কবিতা লিখতেন সে সবে গীত হতো বিদ্রোহের সুর। বিদ্রোহী কবি খ্যাতি পান বিদ্রোহী নামক কবিতা লেখার জন্য।

কবি নজরুল খুব দুরন্ত স্বাধীনচেতা ছিলেন। ভরদুপুরে উদোম মাঠে ছুটোছুটি, রোদ্দুরে ডাংগুলি খেলা, দুষ্টু মনোভাব পাখির বাসায় ঢিল ছোঁড়া, গাছ বেয়ে পাখির ছানা চুরি করে খেলা, আম এবং গাছের লিচু সাবাড় করা তার ছিলো নিত্যদিনের ব্যাপার-স্যাপার। বড় হয়ে তিনি ভোলেননি, ধরে রেখেছেন মনে। তাই এ 'প্রকৃতি' নিয়ে লিখে ফেলেছেন অসাধারণ ছড়া- 'লিচু চোর'। শিশুর দুরন্তপনাকে এমনভাবে চিত্রিত করেছেন যা এককথায় বলতে গেলে বলতে হয় অনন্য। আর একটি বিশেষ দিক এ ছড়াটিতে লক্ষণীয় তা হচ্ছে উপদেশ। এ ছড়ার নায়ক লিচু চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে মালির হাতে। শাস্তি পেয়ে বুঝতে পারলো চুরিতে যাওয়াটা ভালো হয়নি। তাই অনুতপ্ত হয়ে নিজে বলছে-

যাবো ফের? কান মলি ভাই
চুরিতে আর যদি যাই,
তবে মোর নাম মিছা!
কুকরের চামড়া খিচা
সেকি ভাই যায়রে ভূলা-
মালীর ঐ পিটনী গুলা,
কি বলিস? ফের হপ্তা?
তওবা, নাক খপ্তা।

সরাসরি উপদেশ নয়, এ ধরণের পরম উপদেশ কিশোর মনকে বেশি আকর্ষণ করে। নজরুলের মধ্যে শিশুপ্রেম ছিলো কল্পনাতীত। তাইতো তিনি লিখেছেন-'খুকী ও কাঠবিড়ালী', 'খাঁদু-দাদু', কোথায় ছিলাম আমি', শিশু যাদুকর', 'খোকার গল্প বলা', 'ঘুম পাড়ানী গান', 'প্রভাতী', 'আমি হব', 'রবিবার', 'পুতুলের বিয়েতে', 'সংকল্প', 'ফ্যাসাদ'সহ আরো অনেক বিখ্যাত ছড়া কবিতা। শিশুর প্রতি অন্তরের টান তার অগাধ ছিলো বলে তিনি যা উপহার দিয়েছেন, তা হয়ে উঠছে ঝরঝরে প্রাণস্পর্শী। তিনি যেমন বিদ্রোহী ছিলেন, তেমনি তিনি শিক্ষা দিয়ে গেছেন- শিশুরা যাতে নির্ভয়, চঞ্চল, আকাশের মতো বাঁধাহীন, ঝর্ণার মতো উদ্যমী হয়। তিনি শিখিয়েছেন জীবন মানে শির তুলে দাঁড়িয়ে বুক ফুলিয়ে কথা বলা। তিনি বলেছেন-

'গোলামীর চেয়ে শহীদী দরজা অনেক উর্ধ্বে জেনো,
চাপরাসির ঐ তকমার চেয়ে তলোয়ার বড় মেনো।'

সাংবাদিক ও কলামিস্ট।

নিউইয়র্কে আউয়াল চৌধুরীর 'অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

উত্তর আমেরিকা অফিস

সাংবাদিক ও লেখক আউয়াল চৌধুরীর 'অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা' বই এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে। ২৩ আগস্ট বুধবার বিকেলে নিউইয়র্কের ব্রুকলিনের চার্চ ম্যাকডোনাল্ড এর নোয়াখালী সোসাইটির অডিটরিয়ামে বইটির মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক মেয়র অফিস কমিউনিটি ইউনিট এর মোহাম্মদ ভাই। বইটির মোড়ক উন্মোচনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এলায়েন্স অব সাউথ এশিয়ান আমেরিকান লেবার (আসাল) এর সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ করিম চৌধুরী, লেখজক ও কলামিস্ট শামছুদ্দিন আজাদ, প্রো হেল্‌থ হোম কেয়ার ও টিডিএস ইন্স্যুরেন্স ব্রোকারেজ এর ডিরেক্টর শিক্ষাবিদ মামুনুর রশিদ, সাংবাদিক ও কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব প্রফেসর সৈয়দ জহির উদ্দিন আজাদ,রাজনীতিবিদ ও সামাজিক ব্যক্তিত্ব সালেহ আহমেদ মানিক সহ আরো অনেকে ।

ডেমোক্র্যাট ও পলিটিক্যাল এক্টিভিস্ট এবং আসাল এর সাধারণ সম্পাদক করিম চৌধুরী বলেন, আউয়াল চৌধুরী অত্যান্ত কষ্ট করে এ ধরণের একটি বই লিখেছেন। আমি বলবো সবাই যেন বইটি ক্রয় করে। অন্যদেরকে বা প্রত্যকটি পরিবারকে এই বই কিনতে উৎসাহিত করে। কারণ আমাদের সন্তানেরা এদেশের ইকনোমি এবং বাংলাদেশের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবে। একটি সেতু বন্ধন তৈরি হবে। এটি খুব প্রয়োজন।

টিডিএস ইন্স্যুরেন্স এর ডিরেক্টর মামুনুর রশিদ বলেন, সাংবাদিকতা সহজ কোনো পাঠ নয়। এটি অত্যন্ত কঠিন একটি পেশা। আর এর মধ্য অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা করা আরও কঠিন চ্যালেঞ্জের। অংকের হিসাবের মতোই বিশ্লেষণ করে রিপোর্ট তৈরি করতে হয়। আউয়াল চৌধুরী দীর্ঘ সময় ধরে সেই কাজটিই করে যাচ্ছেন। সাংবাদিকতার পাশাপাশি বই লিখে চলেছেন এটি সমাজ এবং জাতির জন্য বিশেষ উপকার। সমাজকে ঠিক রাখতে সংস্কৃতিকে লালন করা দরকার। সুস্থ সংস্কৃতির মাধ্যমেই সুস্থ সমাজ গড়ে উঠবে বলে আমি মনে করি। বইটি সম্পর্কে সাংবাদিক আউয়াল চৌধুরী বলেন, একজন সাংবাদিককে অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে একটি রিপোর্ট তৈরি করতে হয়। কখনো কখনো হুমকির মুখেও পড়তে হয়। অর্থনীতির গতি প্রকৃতি নিয়ে সাংবাদিকরাই বেশি ভুমিকা পালন করে থাকে। এ জন্য একটি রিপোর্ট তৈরিতে একজন সাংবাদিকের কি করা উচিৎ বা সে কোন পথে এগুবে। বাধা আসলে তার করণীয় কী। অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার শুরু এবং বর্তমান অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে বইটিতে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্ব শহীদ উল্লাহ কাইছার, রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ী রহমত উল্লাহ, লেখক ও সিনিয়র ফটোগ্রাফার আম্বিয়া বেগম, রাজনীতিবিদ ও সামাজিক ব্যক্তিত্ব আহসান উল্লাহ বাচ্চু, এসএ টিভির যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ প্রতিনিধি শরীফ উদ্দিন সন্দ্বীপী, যমুনা টেলিভিশনের যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি আজিম উদ্দীন অভি, জাগো নিউজের সাবেক সিনিয়র রিপোর্টার মুরাদ হোসেন, দি বিজনেস পোস্টের শাহীন হাওলাদারসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিকরা।

আউয়াল চৌধুরী দীর্ঘ দুই দশক ধরে সাংবাদিকতা পেশার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। তিনি একুশে টেলিভিশন লিমিটেডের সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার। লেখা লেখি এবং কাজের স্বীকৃতি হিসেবে ইতিমধ্যে তিনি দেশী বিদেশী বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। দুবাইতে অনুষ্ঠিত গ্লোবাল ইয়ুথ লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয় তাকে। এছাড়া দেশে সংশপ্তক অ্যাওয়ার্ড, শেরে বাংলা গোল্ডেন অ্যাওয়ার্ড, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি থেকে অ্যাওয়ার্ড ও এফএসএফডি থেকে বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন।

সামার সেল! সামার সেল!
সকল ধরণের বিমানের টিকিটে
বিশেষ ছাড়
Book Now
718-406-9745
অথবা ভিজিট করুন
www.globaltravelbd.com
আমরাই একমাত্র দিচ্ছি ২৪/৭ কাস্টমার সাপোর্ট
Emirates | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | QATAR AIRWAYS
Global Tours & Travel
Dhaka, Bangladesh
78/E (3rd Floor),
Purana Paltan Line,
Bijoynagar, Dhaka- 1000
New York, USA
37-12 75th St,
2nd floor Suite # 206.
Jackson Heights, NY-11372

ওম দেও বুকের উষ্ণতা দিয়ে

শেখর ভট্টাচার্য

তুমি ভালোবাসার জল প্রপাত,আমি মেঘালয় পাহাড়,
মেঘের প্রলেপ সারা অঙ্গে মেখে তুমি হয়ে যাও দেবী আফ্রোদিতি কিংবা সূর্যমুখী।
পাহাড়ের বুকে মেঘের চাদর দিয়ে তুমি ঘুম পাড়িয়ে রাখো,
ওম দেও বুকের উষ্ণতা দিয়ে, যেন ভালোবাসা জেগে ওঠে,
খেলা করে নিকোনো উঠোনে সদ্য ভূমিষ্ঠ হাঁসের ছানার মতো।

তুমি মেঘ থেকে রূপান্তরিত হয়ে অবিরত কেঁদে যাও,
বাতাসে ভেসে ভেসে ছড়িয়ে দিতে চাও উষ্ণতা,
আমি সৌম্য, শান্ত, অপরূপ অ্যাডোনিস, বিরহে কাতর হয়ে
কঠিন পাহাড়ের মতো পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে আছি অনাদিকাল,
তুমি অবিরাম ঝর্ণাধারা হয়ে বয়ে যাচ্ছো বুকের ওপর দিয়ে
একদিন কঠিন পাহাড়ের বুক চিরে ভালোবাসার কোরাস ওঠবে, নদী ও বাতাস বলবে,
"বিতাড়িত অ্যালবাট্রোস এসেছে ফিরে”
মধুচন্দ্রিমার অনন্ত প্রহর শুরু হবে খরাক্রান্ত পৃথিবীর বুকে,
প্রাণের উচ্ছ্বাসে উচ্ছল ঢেউ- গান গাইবে মরা গাঙের;
বিবর্ণ তীরে।

কতিপয় গল্পকথক

আহসান জামান

দিকশ্বিক খুলে পড়ছে অশ্লীলতার
ছায়া; মৃত্যুর মৃণালে জড়িয়েছে
পৃথিবীর আয়ুপথ।

দূরত্বে গড়ে ওঠা বিপুনী মুখর শহরে
সবুজ সজীবতা ছুঁয়ে ছুঁয়ে
জেগে ওঠে হলুদ।

হেমন্ত হীমের চাদর বিছিয়ে নরোম
ঘাসের গায়ে শিশিরের মিছিল
গলে যাচ্ছে গল্পের শিরোনাম।

দূরপাল্লায় ভেসে যায় ডাউন টাউন
কালো অন্ধকার; রেলকামরায় আপার
ক্লাস হাসির হিল্লোলে ডুবে যাচ্ছে
প্রাণঘাতী মানুষের চিৎকার।

পিকনিক

মনজুর কাদের

আমি হই তাজ্জব
বলো দেখি কী কী তে
মিনহাজ শীতেষের
ব্যান্ড পরা টিকিতে

কী নিয়ে সে ব্যস্ত
কবিতা বা গান না
বামুনের পটু হাতে
গোপনের রান্না

সারা বন ম ম করে
সুরুয়ার গন্ধে
ছন্দের সব ভার
মৃদুলের স্কন্ধে

ছেলেদের গামছা ও
মেয়েদের উড়নী এ
কী দারুন হাওয়া পায়
তাজুলের সুর নিয়ে

মুগ্ধতা নিয়ে আমি
খানিকটা যাই ঝুঁকে
সুর নিতে যেই দেখি
সুতপা ও লাইজুকে

জোকসের ঝাঁকা বয়
কৃশ শহীদ উদ্দীন
কেউ ওঁকে তাড়াতাড়ি
এক বাটি দুধ দিন

কবিতায় ভালোবাসি
শেলী আর ভায়লাকে
এরকম গুণী মেয়ে
পাওয়া শুধু যায় লাখে

আমি ভাই দীন হীন
লুঙ্গিতে সাত তালি
খালি পেটে না বুঝেই
তবু দেই হাত তালি।

ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ এখন

শেখ জলিল

পৃথিবীটা যখন খুব কাছের ছিল, এই ধরো ইন্ডিয়ার সাথে
অস্ট্রেলিয়া কিংবা আফ্রিকার সাথে আমেরিকা;
তখন তোমার আমার সাক্ষাত হতো খুব
আমাদের দু'জনার ভাষাটাও ছিলো বোধগম্য
আমরা আমাদের চোখের চাহনি দেখেই বুঝে নিতাম
অগাধ অন্তরের চাওয়া-পাওয়া।

মাঝখানে সৌরঝড় এসেছে, অগ্নুৎপাত হয়েছে
ভূমিকম্পে তছনছ হয়েছে এই পৃথিবী বারবার
আমাদের হৃদয় টুকরো টুকরো হয়ে গেছে সাত-সাতটি মহাদেশে;
আমরা দুই শতাধিক দেশ হাজার হাজার ভাষায় কথা বলি,
আমাদের নাওয়া-খাওয়া, চাওয়া-পাওয়া সব বদলিয়েছি অনেকবার।

পৃথিবীটা এখন খুব দূরের হয়ে গেছে! যদিও এসেছে টেলিফোন,
ইন্টারনেট, দূরদর্শন-
আমরা হারিয়েছি চিঠির ভাষা, ভালোলাগা কথা
হারিয়ে ফেলেছি অপত্য স্নেহের যত অমূল্য বন্ধন
খুব প্রিয় বিষয়গুলো এখন বন্দিত্ব নিয়েছে অন্তর্জালে
ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ মেসেঞ্জারে, লাভসাইন, ইমোতে
আর তুমি আমি হয়ে যাচ্ছি ভিন্ন ভিন্ন গ্রহের বাসিন্দা কোনো!

কবি

দেওয়ান নাসের রাজা

কবিতা লিখেন শুধু, চালচুলা নেই- ঘরে বসে চুপচাপ
সময় কাটান! কবিতার মঞ্চে যেতে ভীষণ আপত্তি
হয়তো সংকোচবোধ করেন কিছুটা-
মুখচোরা স্বভাবের তিনি।

বাজার-সদাই করতে আপত্তি তার, দিজেন্দ্রনাথের মতো জমিদারি থাকলেও
হতো,
তবে বিশ্বকবির মতোই ভীষণ বিনয়ী, লুঙ্গি আর ফতুয়া পরতে অভ্যস্ত,
মলিন তবুও পরিষ্কার
বর্ষাকালে ভাঙা ঘরে তার বৃষ্টিতে বালিশ ভিজে।

ইচ্ছে হলে চুপচাপ লিখতে বসেন, মাঝেমাঝে ভ্রমণ আর পড়ায় মত্ত হোন
পছন্দের বইটিতে
ভাত রান্নায় দেরি হলেই চোখ ভিজে পানিতে, সিনেমা
দেখতে বসে অকারণে আকাশে মেঘখণ্ড জড়ো হয়।

আত্মীয়স্বজন প্রায়ই বলেন, এই অকর্মা লোকের সংসার বিবর্ণ, অনর্থক! শুধু
ঘাটে বসে যখন নিজের লেখা কবিতা পড়েন তিনি, দিঘির পানিতে
অবিশ্রান্ত ঢেউ ওঠে
গর্বে-আনন্দে আমার এই বুক হুহু করে ওঠে-

আর উচ্ছ্বাসে চোখের পাতা দ্রুত ভিজে যায়।

শঙ্কাসংকেত

জাফর ওবায়েদ

আটলান্টিক ডিঙিয়ে
বাতাসে সওয়ার হয়ে, কী বার্তা আসে?

শংকাগ্রস্ত শিহরণে বিনাশের ইঙ্গিত।

সে বার্তায়, দৃষ্টি আমার ঝুলে আছে
হাজার মাইল দূরে এক পাগলা হাতির শূঁড়ে;

হাতিটি উপড়াতে চায় তোমার শেকড়।

আমার নির্ঘুমকাল, তোমার চিন্তনে
রাত্রি ও দিনের অভিন্ন মানে।

অভিমান

আহমাদ কাউসার

সুলেখা আকাশের নীল ছুঁতে চেয়েছিল
তবে একা নয় আমাকে নিয়ে।
আমি যখন সুলেখাদের শহর ছেড়ে এসেছি
তখন সুলেখা নির্বাক তাকিয়ে ছিল।
যুগ পরে ফের সুলেখার শহরে পা রাখতেই,
নজরুল এভিনিউতে আমি আর সুলেখা মুখোমুখি।
মুখে অভিমানের ছাপ নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে।
কেমন আছো জিজ্ঞেস করতেই, জলে টলমল চোখ।
অনেক কথার পর, সেদিনের
নীল ছোঁয়ার ইচ্ছের কথা বললো।
আমি শহর ছেড়ে আসার পর সে আর
নীল ছোঁয়ার স্বপ্ন দেখেনি।
নীল ছোঁয়ার ইচ্ছে অধরাই রয়ে গেল সুলেখার।

মহাবীর আলেকজান্ডার তার মৃত্যু শয্যায় সেনাপতিদের ডেকে বলেছিলেন, ‘মৃত্যুর পর তোমরা আমার তিনটা ইচ্ছা পূরণ করবে। আমার প্রথম ইচ্ছা, শুধু আমার চিকিৎসকরাই আমার কফিন বহন করবেন। দ্বিতীয় ইচ্ছা, আমার কফিন যে পথ দিয়ে গোরস্থানে যাবে সেই পথে আমার অর্জিত সোনা ও রুপা ছড়িয়ে রাখবে। আর তৃতীয় ইচ্ছা, কফিন বহনের সময় আমার দুই হাত কফিনের বাইরে ঝুলে থাকবে।’

তার সেনাপতি তখন তার এই ইচ্ছার কারণ জানতে চাইলেন। আলেকজান্ডারের দেহ তখন অসাড় হয়ে এসেছে। তিনি দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করে বললেন, আমি মানুষের সামনে তিনটি শিক্ষা রেখে যেতে চাই। আমার চিকিৎসকদের কফিন বহন করতে বলেছি এই কারণে যে, মানুষ বুঝতে পারবে চিকিৎসকেরা মানুষকে সব অসুখ থেকে সারিয়ে তুলতে পারে না। তারা মৃত্যুর থাবা থেকে মানুষকে রক্ষা করতে অক্ষম। গোরস্থানের পথে সোনা দানা ছড়িয়ে রাখতে বলেছি মানুষকে এটা বোঝানোর জন্য যে সোনা-দানার একটা কণাও আমার সঙ্গে যাবে না। এগুলো পাওয়ার জন্য সারাটা জীবন ব্যয় করেছি কিন্তু নিজের সঙ্গে কিছুই নিয়ে যেতে পারছি না। মানুষ বুঝুক এসবের পেছনে ছোটা সময়ের অপচয় মাত্র। আর কফিনের বাইরে আমার হাত ঝুলিয়ে রাখতে বলেছি মানুষকে এটা জানাতে যে, আমি খালি হাতেই পৃথিবী থেকে চলে যাচ্ছি।

এই গল্পটি হয়তো একটি প্রচলিত গল্প। আলেকজান্ডার শত শত মানুষকে হত্যা করেছে। সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্য দখল করেছে। তারপর মাত্র ৩২ বছর বয়সে এক অজ্ঞাত রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। সুস্থ হয়ে উঠলে হয়তো তিনি আবার যুদ্ধে যেতেন। তেমনই পরিকল্পনা ছিল তার। তবু হয়তো মানুষ মৃত্যুর পূর্ব মূহুর্তে ভিন্ন কোন চিন্তা করে।

রবীন্দ্রনাথ তার কৈশোরে রচিত ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীতে লিখেছিলেন, ‘মরণ রে, তুঁহু মম শ্যামসমান’। এই অভিব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের নিজের নয়। বিরহী রাধার অভিব্যক্তি তার কাব্য ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন। তবে তিনি তাঁর ‘প্রাণ’ কবিতায় নিজের কথা বলেছেন, “মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।” তখন তিনি সবে যৌবনে পা রেখেছেন। পরবর্তিতে রবীন্দ্রনাথকে অসংখ্য নিকটজনের মৃত্যুর অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে। সেই সব অভিজ্ঞতা তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর গানের সুরে। কবিতার ভাষায়। ‘মৃত্যু’ নামের কবিতায় লিখেছেন- “মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর। আজি তার তরে/ ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া কাঁপিতেছি ডরে।/সংসারে বিদায় দিতে, আঁখি ছলছলি/ জীবন আঁকড়ি ধরি আপনার বলি/ দুই ভুজে। ওরে মূঢ়, জীবন সংসার/ কে করিয়া রেখেছিল এত আপনার।”

রবীন্দ্রনাথ কবি ছিলেন। তিনি সাধারণের মাঝে অসাধারণ ছিলেন। সাধারণের ভাবনা থেকে তার ভাবনার জগত হয়তো ভিন্ন ছিল। সাধারণ মানুষ মৃত্যুর পূর্ব মূহুর্তে কী চিন্তা করে তা হয়তো তাঁর ভাষা থেকে জানা সম্ভব, হয়তো সম্ভব নয়। হয়তো কারও পক্ষেই সেটা সাধারণ চিন্তা হিসাবে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কারণ প্রতিটি মানুষ আলাদা। তার বিশ্বাস, চিন্তা, চেতনা, পারিপার্শিক পরিবেশ, এমন অনেক কিছুই আলাদা। তবু সিমরান মালহোত্রা এমন কিছু সাধারণ চিন্তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন মানুষ যে গুলো মৃত্যুর আগে ভাবে।

সিমরান মালহোত্রা যুক্তরাষ্ট্রে প্যালিয়েটিভ মেডিসিনের ডাক্তার। তাকে ২০১৯ এবং ২০২০ সালে বাল্টিমোর ম্যাগাজিনে উপশমকারী সেবাদানের জন্য সেরা চিকিৎসকের খেতাব দেওয়া হয়েছিল। তিনি নিশ্চিত মৃত্যু পথযাত্রী রোগীদের কষ্ট উপশমের জন্য সেবা প্রদান করেন। এই সেবা শুধু শারীরীক কষ্ট নয় মানসিক কষ্ট উপশমেও কাজ করে। কিছু দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগী যাদের চিকিৎসা করে সুস্থ করে তোলার আশা ছেড়ে দেয়া হয়েছে অথচ আরও কিছুদিন বেঁচে থাকবেন। তাদের এই সময়ে কষ্ট নিরাময়ের সেবা দেয়া হয়। এই ধরনের সেবা মৃত্যু কষ্ট উপশমের জন্যও দেয়া হয়। আমরা যাকে হস-পিস বলে জানি। এই ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করতে অন্তিম মূহুর্তে রোগীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে হয়, কথা বলতে হয়। ডাঃ সিমরান মালহোত্রা এমন অসংখ্য রোগীর সাথে কথা বলেছেন। ২০২২ সালের মাঝামাঝি হেল্‌থ ডাইজেস্টের সাথে এক সক্ষাৎকারে তার সেই সব অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন।

ড. মালহোত্রা বলেন, রোগীরা তাদের অজানা ভয়, তাদের পরিবার সম্পর্কে উদ্বেগ, ব্যথার কষ্ট এবং তাদের প্রিয়জনদের পিছনে ফেলে যাওয়ার জন্য দুঃখের কথা জানান। কেউ কেউ শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত আশার প্রদীপটি জ্বালিয়ে রাখেন। হস-পিসের সিদ্ধান্ত জানানোর পরেও জানতে চান, তার বাঁচার কি আর কোন আশা নেই? আরও অনেকে আছেন যারা মৃত্যুর মধ্যে শান্তি অনুভব করেন। তবে প্রায় সব মানুষই আশা করে অন্তিম সময়ে প্রিয়জনরা সবই তার কাছে থাকুক। কেউ কেউ নিজের বিছানায় শান্তিতে মরতে চায়।

ডাঃ মালহোত্রা বলেন, "মৃত্যু হতে পারে আমাদের সবচেয়ে বড় শিক্ষক। জীবনের পাঠ আমরা মৃত্যু পথ যাত্রীদের কাছ থেকে শিখতে পারি। জানতে পারি তাদের অনুশোচনার কথা। আমরা আমাদের জীবনে অগ্রাধিকারগুলি নির্ধারণ করতে পারি। ডাঃ মালহোত্রা বলেন, "দুটি প্রশ্ন আমি প্রায় সব রোগীদের জিজ্ঞাসা করি 'কিসে আপনাকে আনন্দ দেয়?' আর 'আপনার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কী?'" এই প্রশ্নগুলি থেকে, আমি খুঁজে পেয়েছি যে মানুষের প্রত্যেকের আলাদা গল্প আছে, কিন্তু তাদের অনুশোচনাগুলি বেশিরভাগই একরকম বা কাছাকাছি।"

তিনি তিনটি সাধারণ অনুশোচনার কথা বলেছেন যা রোগীরা প্রায়শই বলে থাকেন। যার একটি, প্রিয়জনদের সাথে বেশি সময় না কাটানো, কখনও একটি তুচ্ছ মতবিরোধের কারণে প্রিয়জনের সাথে দূরত্ব তৈরি করা। আরেকটি সাধারণ অনুশোচনা, নিজের বা তাদের পরিবারের জন্য সময় উৎসর্গ করার পরিবর্তে কাজের জন্য খুব বেশি সময় ব্যয় করা। তৃতীয় এবং সবচেয়ে সাধারণ অনুশোচনা হল, অন্য লোকেদের প্রত্যাশার জন্য বেঁচে থাকার পরিবর্তে তাদের অন্তরতম আত্মা, তাদের আবেগ এবং তাদের আকাঙ্ক্ষার জন্য সৎ জীবন অনুসরণ করার সাহস আর সামর্থের অভাব।

ডাঃ মালহোত্রা বলেন, জীবন সংক্ষিপ্ত এবং আপনি কখনই জানেন না যে আজই কারো সাথে হয়তো আপনার শেষ দিন হবে। তিনি আরও বলেন, বাঁচতে কাজ করুন, কাজের জন্য বাঁচবেন না। আপনি আপনার পরিবারের সাথে সময় কাটাতে বা আপনার আনন্দদায়ক কিছু করার জন্য কাজ থেকে বিরতি নেওয়ার জন্য কখনই অনুশোচনা করবেন না। তবে আপনি খুব বেশি কাজ করা এবং আপনার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলি মিস করার জন্য অনুশোচনা করতে পারেন।

ডাঃ মালহোত্রা বলেন, নিজের কাছে সৎ থাকুন। আপনার নিজের মনের ইচ্ছা ও আবেগকে অনুসরণ করুন। আপনার জীবন কীভাবে কাটানো উচিত তা অন্যদেরকে নির্দেশ করতে দেবেন না। ডাঃ মালহোত্রা তার দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে মানুষের অন্তিম ভাবনাগুলো থেকে বলতে চেয়েছেন, আনন্দে বাঁচুন। সবাইকে নিয়ে বাঁচুন। শুধু কাজের মধ্যে নয়, ভালোবাসার মধ্যে বেঁচে থাকুন।

প্রবীণের অহংকার তারুণ্যের জয়গান
৩৭তম ফোবানা কনভেনশন ২০২৩
টরোন্টো, কানাডা
37th FOBANA
CONVENTION-2023
TORONTO, CANADA
Federation of Bangladeshi Associations in North America Inc.
FOBANA
Date
September 1,2,3
Friday
Saturday
Sunday
Hotel Booking & Stall
647-981-1124, 6477627824
Contact
Chairman : 416-414-9322
Convenor : 647-981-1124
Member Secretary : 647-482-7262
দেশের এবং নিউইয়র্ক/টরন্টোর গুণী শিল্পীদের সমন্বয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
Venue: Sheraton Centre Toronto Hotel
123 Queen street west, Toronto, ON M5H2M9
(Infront of Toronto City Hall & Eaton Centre)
Ali Imam
Shah Nawaz
Abul Azad
Remon Islam
Host: Bangladeshi Canadian Friendship Society Inc
Co-Host: Ban-Can Youth Organization inc

সিলেটের বন্যা চিরতরে বন্ধ হবে

সুনামগঞ্জের ছাতকে দুর্গম হাওরাঞ্চলের পূণ্যভূমি আলীগঞ্জ বাজারে সংবর্ধনা সভায়
গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ

“আপনাদের জন্য যে ভালোবাসা, সেই ভালোবাসার সঙ্গে কোনো পক্ষ বিপক্ষ নেই। আমি দেশকে ভালোবাসি, একাত্তরে যেভাবে ভালোবেসেছিলাম। এখন আমি আমেরিকান। পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিধর পরাক্রমশালী ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা। তারা যদি সারা পৃথিবীর নেতা হয়, তাহলে আমিও নেতা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিজের কণ্ঠে বলছি, সিলেটে এই বন্যা চিরতরে বন্ধ হবে। দোয়া করবেন, যাতে ত্রাণ দিতে না হয়। এক্ষেত্রে আপনাদের মধ্যকার ভালোবাসার একতাটি আরো বাড়াতে হবে। বন্যা প্রতিরোধ ও মোকাবিলার জন্য আমাদের একটি স্থায়ী পদক্ষেপ নিতে হবে।”

■ ছাতকের অন্যতম সংগঠক, জননেতা কবীর মিয়ার উদ্যোগে বহু মনিষীর চারণক্ষেত্র আলীগঞ্জ বাজারে উপস্থিত সিলেট বিভাগের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা তৃণমূল জনসাধারণের একাংশ। ১০ আগস্ট ২০২৩

ALEGRA HOME CARE INC.
Care With Love Is Humanity

CDPAP SERVICES
www.banglacdpap.com
888-212-3237
info@banglacdpap.com

PEOPLE UNITED FOR PROGRESS
POLITICAL RIGHTS FOR ETHNIC COMMUNITIES

Abu Zafar Mahmood Foundation

জয় বাংলাদেশ
JOY BANGLADESH INC.

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
31 August 2023, Thursday, Issue 337

৩১ আগস্ট ২০২৩, ১৬ ভাদ্র ১৪৩০, ১৫ সফর ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার

`হাছন জানের রাজা' গীতিআলেখ্য নিয়ে নিউ ইয়র্কে আসছে একতারা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউ ইয়র্কের মঞ্চে আসছে হাছন জানের-রাজা। হাছন রাজা! তাঁকে কে না চেনে! তার কথা কে না জানে! তাঁর কত কত গান! কত গল্প তাঁকে নিয়ে। শত বছর ধরে বাংলার গ্রামেগঞ্জে শহরে ছড়িয়ে আছে হাছন রাজা। বর্ণিল, বৈচিত্র্যময় ঘটনাবহুল তাঁর জীবন। ছিলেন সামন্তপ্রভু। সব ছেড়ে-ছুড়ে শেষ বয়সেহয়ে গেলেন মরমি সাধক, গীতিকবি।

অনেক কিংবদন্তি গানের স্রষ্টা হাছন রাজা আগামী পহেলা অক্টোবর রোববার

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

যুক্তরাষ্ট্রে ২৪৭ বছরের ইতিহাসে দুই প্রেসিডেন্ট গ্রেফতার

যুক্তরাষ্ট্রে ২৪৭ বছরের ইতিহাসে মাত্র ২ জন প্রেসিডেন্ট ইউলিসিস এস গ্রান্ট ও ডোনাল্ড ট্রাম্প। গ্রেফতার হয়েছেন।

ইমা এলিস

যুক্তরাষ্ট্রের ২৪৭ বছরের ইতিহাসে ২ জন প্রেসিডেন্ট গ্রেফতারের ঘটনা ঘটেছে। ২৪ আগস্ট বৃহস্পতিবার ফৌজদারি অভিযোগে আদালতে হাজিরা দিতে গিয়ে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের আটলান্টার ফুলটন কাউন্টি কারাগারে আত্মসমর্পণ করতে গেলে তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। ১৫১ বছর (১৮৭২ সালে) আগে ইউলিসিস এস গ্রান্ট রাষ্ট্রপতি থাকা অবস্থায় ওয়াশিংটন ডিসির রাস্তায় দ্রুত গতিতে তার ঘোড়া দৌঁড়ানোর অপরাধে ডিপার্টমেন্ট অফ ডিস্ট্রিক্ট অফ কলম্বিয়া (এমপিডি) পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন। তবে ডোনাল্ড ট্রাম্প হলেন প্রথম প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতি যিনি ফৌজদারি অভিযোগে আদালতে হাজিরা

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ২

টক অব দ্য উইক

সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের নিয়ে কাজ করে 'আগামী'

ড. সাবির মজুমদার

সোহানা নাজনীন

বাংলাদেশে পঁচিশ শতাংশ শিশু দরিদ্র এবং সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। 'আগামী' নামক এডুকেশন ফাউন্ডেশনের সাহায্যে এই বঞ্চিত বাচ্চারা পড়াশোনা করছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ ভার্সিটি পর্যায়ে পড়ছে, কেউ ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার-বিজ্ঞানী হয়েছে। এই খবরগুলো আমাদেরকে আপ্লুত করে। ভলান্টিয়ার বাড়ছে, সাথে সুযোগও বাড়ছে। কিন্তু আরো ভালো করা

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৩

গাইবান্ধার দাড়িয়াপুর গ্রামে সারথি থিয়েটারের পালা পরিবেশনা।

উঠানে উঠানে পালার সুর

শরীফ নাসরুল্লাহ

গাইবান্ধা শহর থেকে আট কিলোমিটার দূরের গ্রাম দাড়িয়াপুর। প্রত্যন্ত এই গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষ একটি নাটকের দল চালাচ্ছেন। নাম সারথি থিয়েটার। তাঁদের কেউ ভ্যানচালক, কেউ জেলে, কেউ কৃষক, কেউ অবসরপ্রাপ্ত কেরানি, কেউ শিক্ষার্থী। তাঁরা এখন গ্রামের উঠানে উঠানে পালাগান করছেন। সন্ধ্যা নামার পর নিভৃত গ্রামে সুর উঠছে পালাগানের। শিকড়ের ঘ্রাণে তাতে বুঁদ হয়ে থাকছেন খেটে খাওয়া মানুষ, আর তাঁদের সন্তান, বউ-ঝি, পড়শিরা।

সারথির দলপ্রধান জুলফিকার চঞ্চল। নতুন পালা নামানোর চিন্তা তাঁর মাথায়। একদিন গেলেন ঢাকার তরুণ পালাকার সায়িক সিদ্দিকীর কাছে। সায়িকও রাজি। বায়না কিছুই নয়। যাওয়া-আসার খরচ দিলেই চলবে।

সেই শুরু। সায়িক ঢাকার মঞ্চে করেছেন নিজেদের গল্প। পালায় এনেছেন শেকসপিয়ারকেও। এবার নিলেন সেলিম আল দীনের 'যৈবতী কন্যার মন'। নাম দেওয়া হলো 'কালিন্দীর গীত'। পাণ্ডুলিপি শেষ। এবার পালা ওঠানোর পর্ব। সায়িক

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

সম্পাদক: ইব্রাহীম চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত ও পরিবেশিত: ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, স্যুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক ১১৩৭২, **ফোন:** ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ:** news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন:** cm@prothomalony.com